প্রথম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

الله نزل أحسن الحديث

القرآن الحكيم ۳۹:۲۳

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক- মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়
পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ।/৩ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

জুমাদিল-উলা - ১৩৬৯ হিঃ মাঘ/ফাল্গুন, ১৩৫৬ বাংলা।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির	...	২০১
২। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি (কবিতা)	আবুল হাশেম	২০৭
৩। বাঙালী মুসলমানের তাহজিবী ও তামাদ্দুনী ধারা—	আবদুল মওদুদ, এম, এ-বি, এল	২০৮
৪। সভাপতির অভিভাষণ	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী	২১০
৫। নয়া-শেকওয়া	মোহাম্মদ আবদুলজাব্বার	২১৬
৬। বিদ্আতে-হাছানা	মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানি শাইখ আহমদ ছরহন্দী	২২১
৭। হজরত এমাম মালেক	মুন্তাছির আহমদ রহ্‌মানি	২২৪
৮। রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান—	আল্‌-মোহাম্মদী	২২৯
৯। বাংলার লোক সাহিত্য 'হারামণি'—	সৈয়দ মোস্তাফা আলী, বি, এ	২৩৪
১০। ভূমির অধিকার ও বণ্টন ব্যবস্থা—	...	২৩৫
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ (সম্পাদকীয়)	...	২৪৪
১২। জম্ইয়ৎ সংবাদ	...	২৫১

TO LET

TO LET

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ || জুমাদিল্‌-উলা, ১৩৬৯ হিঃ—মাঘ/ফাল্গুন ১৩৫৬ বাং। || পঞ্চম সংখ্যা

تفسیرالقرآن العظیم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فی تفسیر ام الكتاب –

(২)

بسم الله الرحمن الرحيم –

বিছ্‌মিল্লাহির্‌ রহ্‌মানির্‌ রহিম (১)।

الحمد لله رب العلمين – الرحمن الرحيم –

আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে রব্বিল আলামিন (২)। আর্‌রহ্‌মানির্‌ রহিম (৩)।

مالک يوم الدين – اياک نعبد واياک نستعين –

মালিকে ইয়াওমিদ্দিন (৪)। ইইয়াকা নাআবুদো ওয়া ইইয়াকা নাছ্‌তা-ঈন (৫)।

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم –

ইহ্‌দিনাছ্‌ ছিরাতাল্‌ মুছ্‌তাকিম, ছিরাতাল্‌-লাযিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম (৬)।

غير المغضوب عليهم، ولاالضالين *

গাইরিল মগ্‌যুবে আলাইহিম, ওয়ালায্‌যাল্লিন (৭)। *

(১) কৃপানিধান দয়াময় আল্লাহর নামে।

(২) সকল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সর্ব্ববিধ উত্তম প্রশস্তি।

(৩) কৃপানিধান দয়াময়।

(৪) মীমাংসাদিবসের অধিপতি।

(৫) আমরা একমাত্র আপনার ইবাদৎ করি অন্য কাহারো ইবাদৎ করি না এবং আমরা শুধু আপনার নিকট হইতে শক্তি যাচ্ঞা করি, অন্য কাহারো নিকট শক্তি প্রার্থনা করিনা।

(৬) আমাদিগকে সরল-সঠিক-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করুন, যাহাদিগকে আপনি পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের পথে।

(৭) যাহারা ক্রোধে নিপতিত, তাহাদের পরিগৃহীত পথে নয়, এবং ভ্রষ্টদলের অবলম্বিত পথে নয়।

প্রথম আয়তের শাব্দিক আলোচনা

ইছ্‌ম—(اسم)—নাম।

যে শব্দের সাহায্যে কোন বস্তুকে চিনিয়া লওয়া যায়, তাহাকে ইছ্‌ম বলে। 'ছিমওন' ধাতু হইতে উহা ব্যুৎপন্ন। ছিম্‌ওনের অর্থ হইতেছে উচ্চ বা সমুন্নত হওয়া—করা, অতএব যাহাদ্বারা নামকৃত বস্তু সমুন্নত এবং প্রকাশ্য হইয়া উঠে,— তাহাকে ইছ্‌ম বলে। *

আল্লাহ—(الله) আল্লাহ।

আল্লাহর প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে যে কি, তাহা আমি অবগত নই। ইহার লিঙ্গ বা বচন নাই, ক্রিয়া বিশেষ্য বা গুণবাচক বিশেষ্য রূপেও ইহা ব্যবহৃত হয় না। ইহার ব্যুৎপত্তি ও ধাতুরূপ সম্বন্ধে আগাগোড়াই মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন যে, বিশ্বস্রষ্টা মহাপ্রভুকে বহু নামে অভিহিত করা হয় বটে কিন্তু সমস্তই তাঁহার গুণবাচক নাম, তাঁহার নিজস্ব ও প্রকৃত নাম মাত্র একটী, উহাই আল্লাহ, উহাই ইছ্‌মে আযম—মহত্তম, উহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ নয়। আল্লাহ বলেন : তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই, যিনি অদৃশ্যমান এবং প্রত্যক্ষীভূত সমুদয় বিষয় অবগত আছেন, তিনি কৃপানিধান ও দয়াময়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, তিনি রাজ্যাধিপ, বিশুদ্ধ, প্রশান্ত, আশ্রয়-দাতা, সুরক্ষিতকারী গৌরবান্বিত, মহাবিক্রমী, গর্ব্বিত; তাঁহাকে যাহাদের সমকক্ষ ও অংশী তাহারা স্থির করিয়া থাকে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা তিনি মহিমান্বিত। তিনিই আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক ও শিল্পী, তাঁহার অনেক সুন্দর নাম রহিয়াছে, আকাশ সমূহে এবং পৃথিবীতে যাহা আছে, সমস্তই তাঁহার বন্দনা করিতেছে এবং তিনি শক্তিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন,—

هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم – هو الله
الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون – هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم –

আল্‌হাশার : ২২, ২৩ ও ২৪ আয়ৎ।

উল্লিখিত আয়ৎসমূহে আল্লাহর যে ষোলটী নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সমস্তই গুণবাচক এবং আল্লাহকে উক্ত গুণাবলীর আধার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎ-স্বামী পরমপ্রভুর নিজস্ব নাম আল্লাহ।

বুখারী ও মুছ্‌লিমে আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :— আল্লাহর নিরানব্বুইটী (অর্থাৎ) এক কম একশতটী নাম আছে, যে ব্যক্তি ঐ নামগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। *

ان لله تسعة و تسعين اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة -

তির্‌মিযি ও ইব্‌নেমাজাহর ছুননে সামান্য তারতম্য সহকারে নামগুলি উল্লিখিত আছে, সমস্তই গুণবাচক বিশেষ্য; অর্থাৎ প্রত্যেক নামে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আল্লাহর গুণাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সমুদয়

---

* মুফ্‌রদাতুল্‌-কোর্‌আন, ২৪৩ পৃঃ।

* বুখারী : (২) ৮১ পৃঃ; মুছ্‌লিম : (২) ৩৪২ পৃঃ।

সদগুণ যে অনিবার্য্য সত্তার ভিতর সমাবেশিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিবাচক নাম (Proper Name) আল্লাহ। *

ছাহাবাগণের মধ্যে ইব্নে-আব্বাছের (রাযিঃ) অভিমত এই যে, আল্লাহর মহত্তম নাম—আল্লাহ, —ইব্নে মর্দ্দওয়ে। ✝

তাবেয়ী জাবির বিনে যয়েদ (—৯৬) ও ইমাম শাআবির (—১০৩) প্রমুখাৎ অনুরূপ উক্তি ইব্নো আবিশায়বা, বুখারী ও ইব্নো আবিহাতিম প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ✝

ইমাম লয়েছ বিনে ছাআদ (—১৭৫) বলেন: মহিমান্বিত আল্লাহর নিজনাম,— আল্লাহ! তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই। ‡

اسم الله الاكبر هوالله لااله الا هو –

যে সকল বিদ্বান "আল্লাহ" শব্দকে ব্যুৎপত্তিহীন বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, খাত্তাবি, ইমামুল-হারামায়েন ও গায্যালী সমধিক উল্লেখ যোগ্য। ¶

আভিধানিক মুহাদ্দিছ ফিরোযাবাদী (—৮১৬) বলেন: সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহ নাম-বাচক বিশেষ্য পদ এবং অন্য কোন শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন নয়। §

اصح الا قوال انه علم غير مشتق –

সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিৎ খলিল বিনে আহ্মদ (——১৭০) বলেন: আল্লাহ শব্দের আলিফ কোন অবস্থায় পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। আল্লাহ (الله) পূর্ণভাবে একটী শব্দ এবং উহা এমন বিশেষ্য নয় যে, ক্রিয়া পদে উহা ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ হইতে পারে। ‡

لاتطرح الالف من الاسم' انما هوالله عز ذكره على التمام وليس هو من الاسماء التى يجوز منها اشتقاق فعل –

* আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের তালিকা এবং অর্থের জন্য মৎ সঙ্কলিত "কলেমায় তৈয়েবা" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

✝ দুর্রে মন্ছুর: (১) ৯ পৃঃ। ‡ লিছানুল আরব: (১৭) ৩৫৯ পৃঃ। ¶ তফ্ছির ইব্নেকছির: (১) ৩৩ পৃঃ। § কামুছ: (৪) ২৮০ পৃঃ।

‡ লিছানুল আরব: (১৭) ৩৫৯ পৃঃ।

ইমাম খাত্তাবি বলেন: তুমি কি দেখিতে পাওনা যে, তুমি "হে আল্লাহ" বলিয়া থাক, কিন্তু "হে আর্‌রহমান" বলনা? আল্লাহর আলিফ-লাম মূলপদের অন্তর্গত না হইলে সম্বোধন-বাচক অব্যয় পদ (ইয়া—হে) আলিফ লামের সহিত যুক্ত করা অবৈধ হইত। *

الاترى انك تقول : ياالله ولاتقول يالرحمن' فلولا انه من اصل الكلمة لما جاز ان خال حرف النداء على الالف واللام –

ফখ্রুদ্দীন রাযি বলেন, 'এ সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা নামবাচক বিশেষ্যপদ এবং কিছুতেই উহা ব্যুৎপন্ন নয় আর ইহাই খলিল ও ছিব্ওয়ের উক্তি। ✝

المختارعندنا ان هذا اللفظ اسم علم لله تعالى وانه ليس بمشتق البتة' وهو قول الخليل وسيبويه –

প্রাক্ ইছ্লামি যুগের অরবরা শত সহস্র দেবতা ও ঠাকুরের পূজা করিলেও তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আল্লাহ নামে অভিহিত করিতনা। জীব ও জগতের স্রষ্টা রূপে একমাত্র আল্লাহ শব্দই তাহাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইত। আল্লাহর সাক্ষ্য এই যে, হে রছুল (দঃ) যদি আপনি আরবের মুশ্‌রিকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আকাশ-সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে কে? এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে বশীভূত রাখিয়াছে কে? তাহারা নিশ্চয় বলিবে—আল্লাহ! —আল-আন্কাবূৎ: ৬১ আয়ৎ। অর্থাৎ সমুদয় সদগুণ আল্লাহর উপর আরোপিত হইলেও নির্দ্দিষ্ট কোন গুণের জন্য তাহারা আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করিতনা।

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض' وسخر الشمس والقمر ؟ ليقولن الله !

কিন্তু অপর একদল বিদ্বানের অভিমত এই যে, আল্লাহ শব্দ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহকে "আলেহা" হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়াছেন। আলেহা (اله) শব্দের অতীত কালের ক্রিয়া পদে

* ইব্নে কাছির: (১) ৩৩ পৃঃ। ✝ কবির: (১) ১২১ পৃঃ।

অর্থ হইবে : হতবুদ্ধি করিয়াছে, বিভ্রান্ত হইয়াছে। *

ছৈয়দ শরিফ বলেন : বুদ্ধিজীবীরা "আল্লাহ" শব্দে হতবুদ্ধি হইয়াছেন, যেন তাঁহার মহিমার জ্যোতিতে তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় আল্লাহর বাস্তব পরিচয় সম্বন্ধে বিভ্রান্ত বা হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। † — ان العقلاء تحيروا فى لفظ الله، كانه انعكس اليه من مسماه اشعة من تلك الانوار قهرت اعين المستبصرين عن ادراكه — এ সম্পর্কে তথাকথিত ছুফীর দল একটী হাদিছও শুনাইয়া থাকেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : — رب زدنى فيك تحيرا — হে প্রভু, আপনার সম্বন্ধে আমার বিভ্রান্তি বর্দ্ধিত করুন। মুছলিম তার্কিক মণ্ডলী ও ছুফীগণ এই হতবুদ্ধির ভাবকে প্রশংসনীয় ও বরণীয় বলিয়াছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে আহলেহাদিছগণের অন্যতম ইমাম শায়খুল ইছলাম ইব্‌নে তায়মিয়াহ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ইমাম ছাহেব বলেন : আমার বিভ্রান্তি বর্দ্ধিত করুন, হাদিছটা রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে জাল করা হইয়াছে। হাদিছ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন বিদ্বান ব্যক্তি ইহা রেওয়ায়ৎ করেন নাই, মূর্খ কিংবা নাস্তিকরাই উহা বর্ণনা করিয়াছে। কারণ উল্লিখিত বাক্যদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বিভ্রান্ত ছিলেন এবং বিভ্রান্তি যাহাতে বৃদ্ধিলাভ করে, তজ্জন্য তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং উল্লিখিত দুইটী বিষয়ই বাতিল। কারণ আল্লাহ তাঁহার প্রতি যাহা ওয়াহী করিয়াছিলেন, তদ্দারা বিভ্রান্তির পরিবর্ত্তে আল্লাহ তাঁহাকে সত্যের সন্ধান দিয়াছিলেন এবং যাহা তিনি অবগত ছিলেন না, তাহা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হতবুদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে যাহাতে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, — قل رب زدنى علما ——তাহা : ১১৪। এবং এইজন্য আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) এবং বিশ্বাসপরায়ণদিগকে হিদায়ৎ প্রার্থনা করিতে আদেশ দিয়া- — اهدنا الصراط المستقيم — ছেন : হে আল্লাহ, আমাদিগকে সরল-সঠিক ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত (হেদায়ৎ) করুন,—আল্‌ফাতিহা : (৬)। আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে বলিয়াছেন : وانك لتهدى الى صراط مستقيم — এবং আপনি নিশ্চয় ছিরাতুলমুছ্‌তাকিমের দিকে হিদায়ৎ করিয়া থাকেন. —আশ্‌শুরা : ৫২। সুতরাং যিনি জীবজগতকে হেদায়ৎ করেন, তিনি কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারেন ? আল্লাহ হতবুদ্ধি হওয়ার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তিনি বলেন : قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشيطين فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا، قل ان هدى الله هو الهدى — হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, আমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া কি এমন বস্তুকে আহ্বান করিব, যাহা আমাদিগকে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারেনা এবং আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়ৎ করার পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব, যাহাকে শয়তানের দল পৃথিবীতে দিশহারা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে ? তাহার অনেক সহচর আছে, তাহারা কল্পিত হেদায়তের পথে আহ্বান করে এবং বলে, আমাদের কাছে চলিয়া আইস ! আপনি বলুন আল্লাহর হেদায়তই প্রকৃত হেদায়ৎ — আল্‌আন্‌আম : ৭১। ফল কথা হতবুদ্ধি ও দিশাহারা হওয়া মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্যতম প্রকরণ এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ইলাহিজ্ঞান ও নির্দ্দেশাবলী সম্পর্কে সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত পুরুষ এবং নিজের হেদায়ৎলাভ ও অপরকে হেদায়ৎ করা সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ণতম মানব এবং মূর্খতা ও বিভ্রান্তি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী ছিলেন।

বিদ্বান ও বিশ্বাসীগণের মধ্যে কেহই দিশাহারা অবস্থার প্রশংসা করেন নাই, অবশ্য নাস্তিকদের একটী বিভ্রান্ত দল উহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং দৃঢ়তা ও পূর্ণবিশ্বাস অপেক্ষা হতবুদ্ধিতার স্তুতিবাদ করিয়াছে, তাহারা দাবী করিয়াছে যে, বিভ্রান্তের

* কামুছ : (৪) ২৮০ পৃঃ।

† কাশ্‌শাফের টীকা, ৩০ পৃঃ।

দল সৃষ্টির সেরা এবং ইলাহি-তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে খাতেমুল আম্বিয়া (দঃ) অপেক্ষা খাতেমুল আওলিয়া শ্রেষ্ঠতর এবং নবীগণ নাকি তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের নিকট হইতেই অর্জ্জন করিয়া থাকেন! ইহা ঐরূপ কথার ন্যায় যে "তাহার পায়ের দিক হইতে গৃহের ছাদ তাহার উপর ধ্বসিয়া পড়িয়াছে"; যুক্তি ও কোর্আনের মধ্যে কোনটাই তাহাদের উক্তি সমর্থন করেনা। নবীগণ পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তীদলের পরবর্ত্তীদের নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করা কিরূপে সম্ভবপর হইল? মুছলমান, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানগণ সকলেই নবীগণকে আওলিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মান্য করিয়া থাকেন, সুতরাং বিভ্রান্তির স্তুতিবাদকরা যুক্তি এবং ধর্ম্ম উভয়েরই বিরোধ করিয়াছে! নাস্তিকদের কথিত দলছাড়া যাহারা হতবুদ্ধিতার উল্লেখ করেন তাহা প্রশংসার স্থলে নয়, বরং বিভ্রান্ত ব্যক্তি হেদায়ৎ প্রার্থনা করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া; যেমন ইমাম আহ্মদ বিনে হাম্বল (রহঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে প্রার্থনা করিতে শুনিলেন: হে বিভ্রান্তদলের পথ-প্রদর্শক, আমাকে সত্যপরায়ণদের পথের সন্ধান দান করুন এবং আমাকে আপনার ধর্ম্মপরায়ণ দাসগণের অন্তর্ভুক্ত করুন। (সংক্ষেপে) *

يا دليل الحائرين' دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين –

অতএব যে 'আলেহা' ধাতুর ক্রিয়াপদে অর্থ হয়—হতবুদ্ধি করা দিশাহারা হওয়া তাহার ক্রিয়া বিশেষ্য রূপে আল্লাহ শব্দের ব্যুৎপত্তি সমীচীন হইতে পারে না, কারণ আল্লাহ হতবুদ্ধিকারী নহেন তিনি হতবুদ্ধিদলের উদ্ধারকর্ত্তা এবং জ্ঞান ও বিশ্বাসের সন্ধানদাতা।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ শব্দ 'আলেহা' (اله) ক্রিয়াপদ হইতে ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ। 'আলা' অব্যয়ের সহিত যুক্ত হইলে 'আলেহা'র অর্থ হইবে সে তাহার শোকে

اله على فلان : اشتد جزعه عليه و اليه : فزع ولاذ والهه : اجاره وآمنه –

ও উত্তেজনায় মূহ্যমান হইয়াছে। 'এলা' অব্যয়ের সহিত যুক্ত হইলে 'আলেহা'র অর্থ হইবে,— ভীতি বিহ্বল হইয়া সে তাহার কাছে আশ্রয়, সাহায্য ও সংরক্ষণ যাচ্ঞা করিয়াছে। আলাহাহু (الهه)র অর্থ হইবে সে তাহাকে রক্ষা করিল, তাহাকে আশ্রয় দিল, মুক্তি দিল, উদ্ধার করিল, পাপের কবল হইতে ত্রাণ করিল, ছাড়াইল, তাহাকে সাহায্য করিল, তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া দিল। *

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ শব্দ 'ওল্হুন' (وله) হইতে ব্যুৎপন্ন। ইমাম রাগেব বলেন যে মূলতঃ উহা 'ওয়েলাহ' ছিল, 'ওয়াও' অক্ষর হাম্যা' কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ইলাহ' হইল। † শিশু জননীর জন্য যেরূপ সমুৎসুক ও ব্যাকুল হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষ স্বীয় প্রয়োজনে যাহার সাহায্যের নিমিত্ত আকুল এবং অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করার জন্য যাহার দিকে ধাবিত এবং বিপদাপদে যাহার দিকে অগ্রসর হয়,— সেই 'ওয়েলাহ্' (وله) ‡

اصله ولاه' فابدل من الواو همزة –

ان الخلق يولهون اليه فى حوائجهم ويضرعون اليه فيما يصيبهم كما يوله كل طفل الى امه –

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ শব্দ 'লাহুন' (لاه) হইতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছে। ¶ ফিরোযাবাদী বলেন: লাহা, ইয়ালিহো, লাহন ও লায়হান। 'লাহা'র অর্থ গুপ্ত হইল। ছিব্ওয়ে এই হইতে 'আল্লাহর' ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ বলিয়াছেন। আরো ইহার অর্থ হইতেছে সমুন্নত হইল; সূর্য্য উচ্চ হওয়ার দরুণ তাহাকে 'ইলাহাতুন' বলা হয়। §

لاه يليه لاها' وليها' تستر وجوز سيبويه اشتقاق الجلالة منها – وعلا وارتفع وسميت الشمس الـهـة لارتفاعها –

কেহ কেহ বলেন, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Infinitive

* ফতাওয়ায় ইব্নে-তায়মিয়াহ: (২) ২৮২ পৃঃ।

* কামুছ: (৪) ২৮০ পৃঃ; Lane's Lexicon: (১) ৮২ পৃঃ। † মুফ্রদাৎ, ২০ পৃঃ। ‡ লিছানুল আরব: (১৭) ৩৬০ পৃঃ Lane: (১) ৮৩ পৃঃ। ¶ কবির: (১) ১২৪ পৃঃ। § কামুছ: (৪) ২৯২ পৃঃ।

noun) 'আত্‌তাআল্লোহ' (التأله) হইতে আল্লাহ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। আলেহা-ইয়ালাহু-আল্‌হাতান ও তাআল্লোহান। ইব্‌নেআব্বাছ (রাযিঃ) ছুরা আরা-ফের প্রচলিত পাঠ – و يــذرك والـهـتـك – 'ওয়া আলেহাতাকা'র পরিবর্ত্তে 'ওয়া আল্‌হাতাকা' পড়িতেন,—(১২৭ আয়ৎ)। অর্থাৎ আপনার দাসত্ব বা ইবাদৎকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সূত্রে—'আল্লাহ'র অর্থ হইল اله كان يعبد ولايعبد সর্ব্বদা যাহার দাসত্ব করা হয়, অথচ যিনি কাহারো দাসত্ব করেন না। *

কেহ কেহ বলেন, 'ইলাহ' (اله) হইতে—'আল্লাহ'র ব্যুৎপত্তি ঘটিয়াছে। তাঁহারা এই দাবীর পোষকতায় কোরআনের নিম্নলিখিত আয়ৎ দুইটী উপস্থিত করিয়া থাকেন। আল্লাহ বলেন : এবং তিনিই আকাশ সমূহ وهو الله فى السموات و فى الارض ও পৃথিবীর আল্লাহ,—আল্-আন্‌আম : ৩ আয়ৎ! পুনশ্চ বলেন : তিনিই وهو الذى فى السماء اله আকাশের ইলাহ ও و فى الارض اله – পৃথিবীর ইলাহ,—আয্‌যুখ্‌রুফ : ৮৪ আয়ৎ। প্রথমোক্ত আয়তে যে স্থলে 'আল্লাহ' ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় আয়তে তাহার স্থানেই ইলাহ প্রযুক্ত—হইয়াছে। *

ছিবওয়ে খলিলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, 'আল্লাহ' মূলতঃ 'ইলাহ' ছিল, যথা ফিআল। 'ইলাহে'র হাম্‌যার স্থলে আলিফ-লাম যুক্ত করায় আল্লাহ শব্দ গঠিত হইল। যেমন 'আন্নাছ' মূলতঃ উনাছ ছিল। *

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ফার্‌রা (——২০৭) ও কেছায়ীর (——১৮৯) অভিমত এই যে, 'আল্লাহ' মূলতঃ আল্ ইলাহ (الاله) ছিল, মধ্যবর্ত্তী আলিফকে বিলীন করিয়া দুই লাম পরস্পরের সহিত যুক্ত করায় আল্লাহ শব্দ গঠিত হইল; যেমন কোরআনের আয়ৎ : 'লাকিন্‌না হুওয়াল্লাহো রব্বি' (আল কহফ : ৩৮) প্রকৃত পক্ষে 'লাকিন্ আনা' ছিল এবং ইমাম হাছান বছ্‌রী উক্ত আয়ৎ ঐ ভাবেই পাঠ করিতেন। *

* ইব্‌নে কছির : (১) ৩৩ পৃঃ।

কোরআনের দাবী এই যে, সৃষ্টির আদি হইতে আল্লাহ শব্দ কোন উপাস্য দেবতা, ঠাকুর, বিগ্রহ বা পূজনীয় বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। আল্লাহ বলেন যে, তোমরা কি আল্লাহর হাম্‌নাম (মিতা) কাহাকেও জান ? —মরয়ম : ৬৫। هل تعلم له سميا সুতরাং জগৎস্বামী পরম প্রভু আল্লাহর গুণাবলী যেরূপ অনুপম, নামের দিক দিয়াও তিনি নিরুপম, অনন্য ও একক। তাঁহার নিজস্ব সেই ব্যক্তিবাচক সর্ব্বগুণ সমন্বিত মহানাম—ইছ্‌মি-আযম—আল্লাহ!

একটী চমৎকার ব্যাপার এই যে, প্রাচীন সেমেটিক ইব্রিয় (Hebrew), সিরিক (Syriac), আরামিক (Aramaic), কালেডিয় (Chaladean), হামুরাবী (Hammurabi) ও আরাবী এবং এরিয়ন সংস্কৃত ভাষাসমূহে সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালক ও উপাস্যের জন্য অ-ল-হ (ال ه) ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ইব্রিয় ভাষায় El এল ও এলোহিম (Elohim) ও এলোয়া (Eloa) শব্দের অর্থ : God as the all powerful, Elohim, Plural of Eloah : The true God, The Creator and Moral Governor : the Hebrew title of most frequent occurence in the Old testament, expressing absolute divine power, El, applied to other Gods as well as to Jehovah. এল শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান পরম প্রভু। এলোহিম এলোয়ার বহুবচন, সত্য প্রভু, স্রষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্ত্তা। বাইবেলের পুরাতন বিধানে সৃষ্টিকর্ত্তার এই উপাধি বহুলভাবে ব্যবহৃত, অনন্য সাপেক্ষ স্বর্গীয় মহাশক্তিকে বুঝায়। এল শব্দ যেমন যিহোভার জন্য প্রযোজ্য তেমনি অন্যান্য দেবতার জন্যও ব্যবহৃত হয়। * কালেডিয় ও সিরিক ভাষায় এলাহিয়া শব্দের প্রয়োগ তুল্য অর্থে দেখা যায়। † সংস্কৃত ভাষায় অল্ল [অল (পর্য্যাপ্ত) লা (গ্রহণ করা ইত্যাদি) + অ (ক) কর্ত্তৃ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বগ্রাহী, সর্ব্বব্যাপক] বি, পুং, পরমেশ্বর। অল্ (বিভূষিত করা) + ক্বিপ (কর্ত্তৃ) লা (দান করা, গ্রহণ করা) অ কর্ত্তৃ + আ, বি, স্ত্রী, মাতা, পরম দেবতা। অথর্ব্ব বেদোক্ত অথর্ব্বন-সূক্তে

* Standard Dictionary : (২) ৭৯৬ ও ৮০৬ পৃঃ।
† তর্জুমানুল কোর্‌আন, ৩৩ পৃঃ।

অল্লার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। *

মোট কথা এই যে, সকল ভাষাতেই পরম প্রভু বিশ্ব স্রষ্টার ব্যক্তিগত নাম আল্লাহ এবং ইতিহাসের সূচনা হইতে তিনি এই নামেই সকল জাতির নিকট পরিচিত। তাঁহার অন্যান্য নামগুলি গুণবাচক এবং যে সকল শব্দ হইতে আল্লাহর ব্যুৎপত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে, সে গুলির অর্থও তাঁহার মহিমান্বিত সত্তার উপযোগী। (ক্রমশঃ)

* শব্দকল্পদ্রুম, ভারতকোষ (বাঙ্গালা ভাষার অভিধান) ১১৫ পৃঃ।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

আবুল হাশেম।
S. D. I. of Schools, Pabna.

আল্লার মনে খেলে যায় সদা
সৃষ্টি খেয়াল কত,
নিখিল ভরিয়া বিকশিত হয়
সৃষ্টি সুষমা | ।
শ্যামল শোভায় সুন্দর ধরা,
সুন্দর নীলাকাশ,
গাছে গাছে ফল, সরসীর জল,
কুসুমে মধুর বাস ;
আকাশে শোভিল চন্দ্র তপন,
পাতালে ফুটিল ফুল,
তুঙ্গ গিরির বুক ব'য়ে ঝরে
স্রোত ধারা কুল কুল ;
এত সুন্দর সাজিল ধরণী
গন্ধে বরণে সাজে ;
স্রষ্টার মনে সৃষ্টির সাধ—
তথাপি মিটিল না যে।
জড়ের মাঝারে আসিল চেতনা—
জীবনের স্পন্দন,
স্থলে, জলে, আর গগনে পবনে,
জাগে তার কম্পন ;
অতি ছোট কীট, অতিকায় তিমি,
সুন্দর পশু, পাখী,
কত সম্পদে ভরিল ধরণী ;
তবু যে কতই বাকী।

সুন্দরতম কল্পনা এক
ছিল স্রষ্টার মনে,
আর যত সব পয়দা হইল
শুধু তাঁর আয়োজনে।
কহিলেন খোদা "আয় মালায়েক
ধরণীর ধুলি হ'তে,
সৃজিব মানুষ সে হবে আমার
প্রতিনিধি এ জগতে"।
শঙ্কিত যত স্বর্গের দূত
ফরিয়াদ করি কয়,
"আয় খোদা, সে যে করিবে ফসাদ
সারাটি দুনিয়া ময়!"
মৃদুল মধুর হাসিয়া তখন
কহেন জগৎ স্বামী—
"জাননা তোমরা, জাননা সে সব
যাহা কিছু জানি আমি"।
মানুষ আনিল ধরণীর গেহে
জড় জঙ্গম যত,
জগৎপতির আদেশে সকলে
হ'ল তার পদানত।
মানুষ আসিল ধরণীর গেহে
ধরণীপতির ছায়া,
আসিল জ্ঞানের আলোকউৎস,
এল স্নেহ দয়ামায়া।

ভাবেন বিধাতা মানুষের মণি
আসিবে সে এক জন
যাহার লাগিয়া এত সমারোহ
এত কিছু আয়োজন:
নয়ন জুড়াবে হেরিলে তাহার
মধুর মূরতি খানি;
শ্রবণ জুড়াবে শুনিলে তাহার
অমিয় মধুর বাণী;
হৃদয় জুড়াবে, পাইলে তাহার
হৃদয়ের পরিচয়;
ছড়াইবে প্রেম, সাম্য, মৈত্রী,
শান্তি জগৎময়।
সারা আলমের তরে সে খোদার
করুণার অবদান,
তারি আখলাক সাবেৎ করিবে
মানুষের সম্মান।"
মানুষের মণি নাজেল হইল
জীর্ণ পাতার ঘরে—
স্বর্গের জ্যোঃতি নামিয়া আসিল
ধরণীর ধূলিপরে।
হেরিয়া তাহার মধুর মূরতি
সুন্দর অভিরাম
গাহিল বিশ্ব "সাল্লাল্লাহু
আলায়হে ও সাল্লাম
স্রষ্টা তখন কহিল ডাকিয়া
"নিখিল জগৎ শোন,
ইহারে সৃষ্টি না করিলে কভু
হতো না সৃষ্টি কোন।"

বাঙালী মুসলমানের তাহজিবী ও তমদ্দুনী ধারা

আবদুল মওদুদ, এম, এ-বি, এল।
Sub-Judge, Pabna.

রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের আমলে শাসক মুসলমানরা পুরোপুরিভাবে বাঙালী হতে পেরেছিলো কি না, সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁদের তাহজীব ও তমদ্দুন একান্তভাবে নাগরিক ছিলো। এই নাগরিক সভ্যতা ও কৃষ্টির আসল বাহন মোগলদের পূর্বে কি ছিলো, তা নিয়েও যথেষ্ট তর্ক চলতে পারে, তবে এ কথায় দ্বিমতের আশংকা নেই যে মোগলদের সুবাদারী আমল থেকে তার পুরোপুরি বাহন ছিলো, ফারসী ও উর্দু এবং এদুটীর মারফতেই সে-আমলের মুসলমানী সভ্যতা ইসলামী চেহারায় ফুটে উঠেছিলো।

গ্রাম্য মুসলমানদের সাংস্কৃতিক বাহন পনেরো শতকের আগে কি ছিলো, এবং তার বিকাশই বা কোনদিকে কতোখানি লাভ করেছিলো, সে-বিষয়ে আজো সঠিক ধারণা করা সহজ নয়; তবে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে নিজেদের আধিপত্যের যুগে গ্রাম্য বাঙালী মুসলমানও নাগরিক মুসলমানের তাহজিবী ও তমদ্দুনী ধারাকে হুবহু অনুকরণ করেই সন্তুষ্ট থাকতো—

ইসলামী তাহজিব ও তমদ্দুনের বাহন ফারসী ও উর্দুর সাথে গ্রাম্য মুসলমানের সাক্ষাৎ সংযোগ থাকার ফলেই পল্লীগ্রামে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট সজীব পুঁথি-সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো। অবশ্য— বন্ধুবর আবু মহামেদ হবিবুল্লার ভাষায়— উত্তর-ভারতে ফারসীর উত্তরাধিকারী উর্দু-সভ্যতায় উচ্চ ও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যগত অবিচ্ছিন্ন যোগ বিদ্যমান, তা বাঙলায় রক্ষিত হয়নি। এখানে অভিজাত শ্রেণী-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক

প্রেরণা পেয়েছে ফারসী ও উর্দুরও ভিতর দিয়ে সিরাজ ইস্পাহান-দিল্লী-লক্ষ্মৌ থেকে, আর নিম্ন-শ্রেণীর মানস-লোক আবর্তিত হয়েছে বাঙলারই গ্রাম ও তার মুসলমান অমুসলমান প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে। অভিজাতরা যেমন অবাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আশ্রয় নিয়েছে, নিম্নশ্রেণী তেমনি—সান্ত্বনা খুঁজেছে তার অমুসলমান প্রতিবেশীর লোক-ধর্মে, কাব্যে ও সংগীতে। কিন্তু অভিজাত ও নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করেছিলো আরবী ও ফারসী শব্দ-বহুল পুঁথি-সাহিত্য। পুঁথিসাহিত্যে ইসলামী চেহারা সহজেই ফুটে উঠেছিলো বলেই গ্রাম্য মুসলমানের অন্তরকে এ সহজেই আকৃষ্ট করেছিলো। এই সহজাত আকর্ষণের ফলে পুঁথি-সাহিত্যের উন্নতিও হয়েছিলো আশ্চর্য-ভাবে এবং অভিজাত মুসলমানশ্রেণীর কাছে অপাংক্তেয় হয়ে থাকলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজো পর্যন্ত গ্রাম্য কৃষক মুসলমানের কাছে তার সমাদর এতোটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। বাঙালী মুসলমানের তাহজিব ও তমদ্দুনের ধারায় পুঁথি-সাহিত্যের প্রভাব অনেকখানি, এ-কথায় দ্বিমতের অবকাশ নেই।

পলাশীর যুদ্ধে বাঙালী মুসলমান কেবলমাত্র রাজ্য হারায়নি, তাকে রীতিমতো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলো। আর হতে লাগলো তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় দ্রুত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের জের টানা চলে একশো বছরের পর সিপাহী যুদ্ধের পরেও আরো কয়েক বছর পর্যন্ত। নাগরিক মুসলমান বাধ্য হয়ে গ্রামে বাস করতে শুরু করলো, গ্রামীন জীবন ধারার সংগে তার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটলো এবং তার ফলে নাগরিক ও গ্রামীন মুসলমানদের মধ্যে একটা—সজীব ও আন্তরিক সংযোগ স্থাপিত হলো। এর ফলে যেমন নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য মুসলমানের সংগে আভিজাত্যাভিমানী মুসলমানের একাত্মবোধ—জন্মালো, তেমনি খাঁটি বাঙালী পরিবেশের ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবের দরুণ মুসলমানের তাহজিবী চেহারাও ফারসীর ও উর্দুর মায়াপাশ ছিন্ন করতে লাগলো। এ কাজটী আরো দ্রুত হলো উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে, ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ রাজ শক্তি কর্তৃক ফারসী সরকারী ভাষা হিসাবে বর্জন করার ফলে। তার দরুণ উর্দু ফারসীর চর্চা একে-বারে পরিত্যক্ত না হলেও বাঙালী মুসলমান তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহন হিসাবে বাঙলা ভাষা-কেই ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করতে বাধ্য হলো এবং যারা উর্দু-ফারসীর মোহ এতো সহজে পরিত্যাগ করতে পারলো না তারাও বাঙলার সাংস্কৃতিক উপাদানকে আত্মসাৎ করে উর্দু ও ফারসীতে রূপ দিতে লাগলো। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে মুসলমানের তাহজিবী চেহারা বাঙালীত্বে রূপায়িত হয়ে এসেছে—তার দরুণ চলতি শতকের গোড়ার দিক থেকেই উত্তর ভারতের মুসলমানী উর্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতি থেকে বাঙলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তার দরুণ দেখা যায় যে আজকের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান 'মসনবী, নিযামী, আমীর-খসরু মীর, গালিব, সরশার কিংবা নজীর আহমদের কাব্য বা উপন্যাসের সংগে মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এই সংগে উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানদের প্রতি বাঙালী মুসলমানের প্রচ্ছন্ন বৈরীভাবটাও লক্ষণীয় এবং এ থেকেও বাঙলা ও উত্তর ভারতীয় মুসলমান সাংস্কৃতিক ব্যবধানের গুরুত্ব সহজেই হৃদয়ংগম করা চলে। এখানে অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে উর্দুভাষী মুসলমানের প্রতি বাঙালী মুসলমানের বৈরীভাবটা অর্থনৈতিক কারণেই অধুনা আরো গুরুত্ব আকার ধারণ করছে। মাত্র কিছু দিন হলো হালী ও ইকবালের কাব্যের প্রতি বাঙালী মুসলমানের যে সম্প্রীতি জন্মেছে, তার মূলে রয়েছে রাজনৈতিক প্রেরণা—এ কথাটা না বললেও চলতে পারে।

বাঙলায় মুসলমানরা বারো শো বছরেরও অধিক কাল বসবাস করছে—তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ শো বৎসর তারা বাঙলার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলো। রাজকীয় শাসনদণ্ড পরিচালনার সময়ে তারা যে বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক খানি

প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার দরুণ তাদের একটা বিশিষ্ট তাহজিবী ও তমদ্দুনী মান (Standard) রূপায়িত হয়ে উঠেছিলো, এ কথা আজ তর্কের বিষয় নয় তাদের উন্নততর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন-ধারায় কেবল মাত্র মুসলমানরাই অংশীদার ছিলো তা নয়, অমুসলমান বাঙালী জীবনেও তা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলো—পুরাতন পুঁথিসাহিত্য, লোক গাথা ও ধর্মীয় পুস্তকেও তার যথেষ্ট নজীর মেলে। আফসোসের কথা এই যে, বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিভংগি আজও এ দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না এবং তাদের পুর্বতন তাহজিবী ও তমদ্দুনী উৎকর্ষের অমূল্য টুকরাগুলি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করবার কোনো ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না। অথচ এ কথা না বললেও চলে যে, ঐ টুকরাগুলির ভিত্তিমূলেই আমাদের ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন রূপায়িত হবে। আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনে আপন হক হকুক সম্বন্ধে যতোটা সচেতন ও আত্ম-সজাগ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন রূপায়নের দিকে আমরা ততোখানি উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত নই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত মানের না হলে কোনো জাতিই সভ্যজগতে উচ্চ আসনের দাবী করতে পারে না—এ কথাটী পূর্ণভাবে হৃদয়ংগম করে আমাদের দৃষ্টি ভংগি এ দিকে ফেরা-তেই হবে, অন্যথায় আমাদের কল্যাণ নেই।

সভাপতির অভিভাষণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও হিন্দের দুই প্রান্তে আল্লাহর অপরিসীম ফয্ল ও অনুকম্পায় ইছ্লামের Home Land স্থাপিত হইয়াছে। আহ্লেহাদিছগণ দওলতে খোদাদাদ পাকিস্তানে কোন স্বাতন্ত্র্য দাবী করেনা, তাহারা চায়—এই রাষ্ট্রে শুধু আল্লাহর অধি-কার ও সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারগণ আল্লাহর খলিফা রূপে আল্লাহর বিধান ও শরিআৎকে বলবৎ করুন। মুজাদ্দিদে-আল্ফুছ্ছানি ও শাহ ওলিউল্লাহর স্বপ্ন সফল হউক। যে ইলাহি-রাজ্য গঠন করার সাধনায় আমির ছৈয়দ আহ্মদ ও মুজাদ্দিদ ইছ্মাঈল অৰ্দ্ধেক পাঞ্জাবের রাজত্বের সন্ধি-শর্ত্তকে পদাঘাৎ করিয়া মুছ্লিম জাতির জন্য আপন মস্তক দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে সাধনা জয়যুক্ত হউক।

রাজ্য ও স্বাধীনতার ন্যায় মুছলমানদিগকে আল্লাহ এই জন্যই দান করিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে চান—আমরা তাঁর কলেমার গৌরবের জন্য কিরূপ আচরণ করি?

و هوالذى جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فى ما آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم * الانعام : ١٦٦—

শারায়ী শাসন বলবৎ করার জন্য আজ পাকি-স্তানের মুছলমানগণ দিকে দিকে আর্ত্তনাদ করিতে-ছেন। জমঈয়তে উলামায়ে-ইছলামের সভাপতি মওলানা শব্বির আহ্মদ উছ্মানি মুছলমানগণের এই দাবীকে সার্থক করার নেতৃত্বভার গ্রহণ করি-য়াছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে মুছলমানগণের উল্লিখিত আকাঙ্খা দাবীর রূপ ধারণ করার বহু পূর্ব্বে আমি আমার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা স্বত্বেও নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্লেহাদিছের নগন্য খাদেম হিসাবে "ইছ্লামি শাসনতন্ত্রের সূত্র" রূপে পাকিস্তানে শারায়ী শাসন

প্রবর্ত্তন করার দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশ করি এবং সকল দলের উলামা, পীর ছাহেবান, নেতৃমণ্ডলী এবং গণ-পরিষদের সভ্যবৃন্দের নিকট পাঠাই। দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ লোক আমার প্রস্তাবকে তখন অচল ও দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহ ! আজ সেই দুঃস্বপ্ন জাতির মানস-লোকের প্রধান ও প্রিয়তম কাম্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله !

কোন মুছ্‌লিম রাষ্ট্রে ইছ্‌লামি শাসন প্রচলিত নাই বলিয়া এই দাবী উড়াইয়াদিলে চলিবেনা। পাকিস্তান যে ভাবে অর্জ্জিত হইয়াছে, অধিকন্তু পাক-ভারত যে ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, দুনিয়াতে তাহার কোন নযির আছে কি ? রুশের কম্যুনিয্‌মেরও কোন নযির নাই ! কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, পাক-ভারত ইংরাজের শাসনতান্ত্রিক গোলামি হইতে নাজাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রুশেও কম্যুনিষ্টিক ষ্টেট গঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে ! অথচ ইছ্‌লামি হকুমতের নযির আছে, তাহার সাফল্য ও সার্থকতা রূপ-কথা নয়, ঐতিহাসিক সত্য !

পাকিস্তানে কম্যুনিয্‌ম শিকড় গাড়িতে পারে নাই কিন্তু তার চেষ্টায় আছে, ব্রহ্ম-চীন বিজয়ের পর উহার পাকিস্তানমুখী হওয়া অনিবার্য্য। ভারত-সাম্রাজ্যের তোরণ অতিক্রম করিয়া সে তাহার বুকে হানা দিয়াছে। শুধু রুদ্র-আইনের প্রয়োগ এবং বেআইনী অর্ডিন্যান্স সমূহ বলবৎ করিয়া কোন আন্দোলনের গতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র সত্যকার ইছ্‌লামি হকুমৎ কম্যুনিয্‌মের প্রতিরোধ করিতে সমর্থ ! যদি বাস্তবিক তথাকথিত সমানাধিকারবাদ অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শারায়ী-শাসন বলবৎ করিতেই হইবে। আমি এরূপ কথা বলিতেছিনা যে, শরিআতের প্রত্যেকটী ধারা অবিলম্বে বলবৎ করা হউক, আমরা চাই— ইছ্‌লামি-রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র আল্লাহর সর্ব্বময় প্রভুত্ব (Paramountcy) পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বীকৃত হউক, শরিআৎবিরুদ্ধ কোন আইন বিধিবদ্ধ হইবেনা বলিয়া ঘোষণা করা হউক এবং যাহা সর্ব্ব-সম্মত হারাম ও নিষিদ্ধ, তাহা অবিলম্বে রহিত করিয়া দেওয়া হউক।

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইছ্‌লামি আইনে নাই, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁহারা যে কোন আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকুননা কেন, ইছ্‌লামি-দছ্‌তুর সম্পর্কে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, মুছলমানগণ প্রকৃত মুছলমান না হওয়া পর্য্যন্ত ইছ্‌লামি-রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবেনা। আমার মনে হয়, যাঁহারা এরূপ কথা বলেন তাঁরা "ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়ার" ইংরাজী প্রবাদ সত্য করিয়া দেখাইতে চান ! আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, রাষ্ট্রের সার্থকতা কি ? মুছলমানদিগকে প্রকৃত মুছলমান বানাইবে কে ? মানুষেরা চুরি, ডাকাতি, Blackmail, Black marketing, উৎকোচ, উৎপীড়ন ছাড়িয়া দিয়া শান্তিপ্রিয় ও আইনাশ্রয়ী হওয়ার পর পুলিশ ও শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, একথা যেরূপ, উল্লিখিত উক্তিও কি তদ্রূপ নয় ? আইনের প্রতিষ্ঠাকল্পেই শাসন বিভাগের শক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুইজ, ব্রিটিশ, আমেরিকান, সোভিয়েট বা যে কোন আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ ও কার্য্যকারিতার জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং তাহার Executive আবশ্যক, কিন্তু ইছ্‌লামি দছ্‌তুর বলবৎ করার জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা উচ্চারণ করা কি সুস্থ-বুদ্ধির পরিচায়ক ? ইছ্‌লামি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোর্‌আনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ শ্রবণ করুন :

الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور —

যদি আমি মুছলমানদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করি তাহা হইলে তাহারা নমায কায়েম করাইবে, যাকাৎ নিয়ন্ত্রিত করিবে, উত্তম কার্য্যের জন্য আদেশ দিবে এবং নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে লোকদিগকে বিরত

রাখিবে এবং সকল কার্য্যের পরিণামফল আল্লাহর হাতেই আছে,—— আলহজ্ব : ৪১ আয়ৎ।

কেহ কেহ ভয় প্রদর্শন করেন যে, পাকিস্তানে ইছলামি আইন প্রচলিত করিলে হিন্দুস্তানে হিন্দু আইন বিধিবদ্ধ হইবে। এ কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, পাকিস্তানের আচরণকে হিন্দুরা তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠ নাগরিকদিককে যে ভাবে তোয়াজ করা হইয়া থাকে এবং যে ভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিকদের পক্ষেও সেরূপ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর নয়। পুরাতন মানসিক-দীনতার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক অথবা অতিরিক্ত উদারতার ভান করিয়াই হউক, অনেক ক্ষেত্রে মুছলমানদের সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করিয়াও পাকিস্তানে—অন্ততঃ পূর্ব্বপাকিস্তানে হিন্দুদের মন যোগাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে, অথচ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার দাবী করা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠদের অনেকে পাক-রাষ্ট্রের শত্রুতাসাধনের কার্য্য হইতে এক দিনের জন্যও নিরস্ত হয় নাই, পক্ষান্তরে পাকিস্তানের উল্লিখিত আচরণের বিনিময়ে পশ্চিম বাঙ্গালায় মুছ্‌লিম সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত যে রূপ নৃশংস ব্যবহার করা হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং পাকিস্তান ইছ্‌লামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেই যে হিন্দুস্তানের মুছলমানরা শান্তিলাভ করিবে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। তার পর আসল কথা এই যে, হিন্দু আইন বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন বস্তু থাকে, আর তাহা যদি ইছ্‌লামি শরিআৎ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয়, তাহা—হইলে তার জন্য আমাদের ভয় করার কি আছে? আর যদি ইছ্‌লাম বাস্তবিক স্বভাব ও ন্যায়পরায়ণতার পূর্ণ, পরিণত ও আদর্শ জীবন পদ্ধতীর নাম হয়, তাহা হইলে যেকোন বিধানের সমকক্ষতায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্য্যে ইতস্ততঃ করার কারণ কি? আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইছ্‌লামকে জয়যুক্ত করা, ইছ্‌লামকে স্বার্থোদ্ধার ও প্রতিষ্ঠালাভের বাহনে পরিণত করা নয়। উচ্চ ধ্বনি, বক্তৃতা ও ভোটযুদ্ধের কসরতের পরিবর্ত্তে হাতে কলমে, ব্যবহারে ও আইনে আমাদিগকে আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে। ইছ্‌লামের সাম্য, সার্ব্বজনীনতা মানবপ্রেম ও ন্যায়-নিষ্ঠা সম্পর্কে যাহারা অজ্ঞ বা সন্দিহান, কেবল তাহারাই ইছ্‌লামি আইনের সমকক্ষতায় অনুরূপ সংস্কার ও বিধানের সফলতার আশঙ্কা পোষণ করিতে পারে।

এ পর্য্যন্ত লিখিত হওয়ার পর পাকিস্তান গণপরিষদে ভাবী Constitution সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারিত হয়, আমি তাহা অবগত হইবার সুযোগ লাভ করি। মূল ঘোষণার অনুলিপি এখনো স্বচক্ষে দেখি নাই কিন্তু সংবাদ পত্রের মারফৎ যতটুকু অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, 'হকুমতে ইছ্‌লামিয়ার' উচ্চাদর্শ উক্ত ঘোষণায় স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। দুই শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্কুলের দুই প্রকার মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘোষণার ভাষা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। থিওক্রেসীর দুর্নাম এড়াইবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেষ্টা করা সত্ত্বেও Suculár বা লা-দ্বিনি ষ্টেটের বৈশিষ্ট্য এই ঘোষণায় বিদূরিত হয় নাই। থিওক্রেসীর সরল অর্থ হইতেছে পাদ্রীতন্ত্র, পীরতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র বা লামাতন্ত্র—ইছ্‌লাম কোন দিন এই শ্রেণীর শাসনতন্ত্রের বৈধতা স্বীকার করে নাই, সুতরাং থিওক্রেসীর অবতারণা ইছ্‌লামি রাষ্ট্রে অবাস্তর। ইছ্‌লামে যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষ নিষ্পাপ ও আইনের স্রষ্টা রূপে স্বীকৃত হয় নাই সেইরূপ ইছ্‌লাম মানুষের কোন দল বা গণ্ডিকেও নির্ভুল বলিয়া মান্য করে নাই, সুতরাং আইন প্রণয়নের মৌলিক ও সার্ব্বভৌম অধিকারী কেবল আল্লাহ!

আল্লাহ যে সকল দেশের ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং সর্ব্বশক্তিমান, সেকথা পৃথিবীর সমুদয় রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা স্বীকার করেন নাই, সুতরাং এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহা পাকিস্তানের বিশেষত্ব রূপেই ঘোষণা করা উচিত ছিল আর জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে রাষ্ট্রের

Contents

জনবৃন্দের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার করা সকল উদার রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্ত্তব্য, কিন্তু ইছ্‌লামি হকুমতের ইহাই সবটুকু নয়। ইছ্‌লামি হকুমতের গঠনতন্ত্র ও আইন কোন অবস্থায় কোর্‌আন ও ছুন্নতে-ছাহিহার প্রতিকূল হইতে পারিবেনা। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম কোর্‌আন ও ছুন্নতের ভিত্তিতে জাতিগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং কোর্‌আন ও ছুন্নতের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের শক্তি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক এবং উহাই কায়েদে-আযমের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ততার পরিচায়ক!

*   *   *   *   *

আমরা আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই কেন? ইছ্‌লামের জাতীয়তা Ideology র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং জাতীয় একত্ব (Consolidation) ইছ্‌লামি মতবাদের সজীবতা ও সংরক্ষণের উপর নির্ভর করিতেছে। মুছলমানগণের অতীত ইতিহাস সাক্ষী রহিয়াছে যে, মুছলমানদের জাতীয় সংহতির বিধ্বস্তি সকল সর্ব্বনাশের মূল। আমাদের জাতীয় সর্ব্বনাশ বিদূরিত করিতে হইলে আমাদিগকে সম্মিলিত হইতে হইবে। আমাদের সম্মিলনের কেন্দ্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব, মতবাদ, Theory, মযহব, স্থূল বা কল্পিত আদর্শ হইবে না। আমাদের সকলকে কোর্‌আন ও হাদিছের পবিত্র কেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। জাতীয়জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদের মন ও মস্তিষ্ক আর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিলে চলিবেনা, মন ও মস্তিষ্ক কে জাগরিত করিতে হইবে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় ও স্বজাতীয় তক্‌লিদের মায়া-বন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

لا اصلاح الا بدعوة، ولا دعوة الا بحجة، ولا حجة مع بقاء التقليد، فاغلاق باب التقليد الاعمى و فتح باب النظر و الا ستدلال هو مبدء كل اصلاح فيا اخوانى رحمكم الله، حى على الفلاح !!

হুজ্‌জাতুল ইছ্‌লাম শাহ ওলিউল্লাহ সত্য-কথাই বলিয়াছেন:

مسائل كثيرة الوقوع غير محصور اند و معرفت احكام الهى درانها واجب، وانچه مسطور ومدون شده است غير كافى، ودرانها اختلاف بسياركه بدون رجوع بادله حل اختلاف آن نتواں كرد وطرق آں تا مجتهدين غالبا منقطع پس بغير عرض بر قوا عد اجتهاد راست نيايد -

নিত্তনৈমিত্তিক ও সর্ব্বক্ষণ-প্রয়োজনীয় সমস্যা-সমূহের সংখ্যা অফুরন্ত, অথচ সে সকল সমস্যার সমাধান কল্পে আল্লাহর নির্দ্দেশ অবগত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। যাহা লিখিত ও সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি সেগুলির মধ্যে মতভেদ এতবেশী যে, মূল দলিল অর্থাৎ কোর্‌আন ও হাদিছের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত মতভেদ সমূহের মীমাংসা করা আদৌ সম্ভবপর নয় এবং মুজ্‌তাহিদ-গণের অধিকাংশ রেওয়ায়তের ছনদ বিচ্ছিন্ন, সুতরাং ইজ্‌তিহাদের (Assertion) নিয়ম অনুযায়ী সকল উক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়া কোন উপায় নাই, ——শরূহে মুওয়াত্তা, ১২ পৃঃ।

আমি বলিতে চাই যে, এমন শত শত অর্থ-নৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও তামাদ্দুনী প্রশ্ন আজ দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, যেগুলির সমাধান অতি-ক্রান্ত মুজ্‌তাহিদগণের উক্তির ভিতর আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা, অথবা তাঁহারা যে পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে সে সকল বিষয়ের সমাধান করিয়াছিলেন, আজকার পরিবেশ ও অবস্থা তাহা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সমুদয় সমাধান আজ কার্য্যকরী নয়, সুতরাং ইজ্‌তিহাদের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিতেই হইবে এবং কোর্‌আন ও হাদিছকে শুধু বরকতের বস্তু স্থির না করিয়া জাগ্রত মস্তিষ্ক ও উন্মিলিতচক্ষু লইয়া পাঠ করিতে হইবে—— এই কার্য্য শুধু আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের সাহায্যেই সাধিত হওয়া সম্ভবপর।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে স্বয়ং আহ্‌লেহাদিছ-দিগকে সর্ব্বাগ্রে সংশোধিত হইতে হইবে। এই আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে

কিনা, সর্ব্বপ্রথম তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সন্দেহ, দ্বিধা ও Inferiority Complex মানসিক দীনতার পীড়ায় যাহারা আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। আহ্‌লে-হাদিছ নামধারী আমাদের অনেক বন্ধুর এ আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা একান্ত অস্পষ্ট ও ধূমাচ্ছন্ন, তন্দ্রাবিজড়িতের স্বপ্নবৎ। কেহ কেহ ইহার মূলনীতি কেই বিশ্বাস করেন না, কেহ ইহাকে বিশ্রামালাপের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেহ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের রক্ত-সিঞ্চিত এই আমানতের নাম ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। আমাদের মধ্যে কর্ম্মবিমুখতা ও দায়িত্ব হীনতার সঙ্গে সঙ্গে তকলিদ ও দল-বন্দির অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মূলনীতিকে সফল করার আজ যে স্বুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই শুভ মুহূর্ত্তে আন্দোলনের বাহকদল পিছাইয়া পড়িতেছেন, কেহ কেহ আমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন। কোন আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ যতই সুন্দর ও বলিষ্ঠ হউক না কেন, তাহার ধারক ও বাহকগণ অযোগ্য ও অক্ষম হইলে সফলতার আশা সুদূর পরাহত।

অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষ ত্রুটীর সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অখণ্ড মুছ্‌লিম জাতির স্বার্থ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা করার কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে। কোর্‌আনের নির্দ্দেশ মত আমাদের নষ্ট ক্ষাত্রশক্তি আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইছ্‌লামে ক্ষত্রিয় সমাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোন শ্রেণী নাই, ইছ্‌লামের প্রত্যেক অনুসরণকারী, এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্য মুজাহিদ। যে জিহাদ করে না এবং জিহাদের বাসনা যাহার অন্তরে জাগ্রত হয় না, তাহার মৃত্যু নিফাকের অন্যতম অবস্থায় ঘটিবে, কিন্তু আমাদের শক্তি চর্চ্চা, আমাদের যুদ্ধ বিদ্যার সাধনা জাতি-বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—ইলায়ে কলেমাতুলহক বা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন কল্পেই আমাদের দৈহিক ও মানসিক বল প্রযুক্ত হইবে। ইছলামে স্বতন্ত্র কোন মিশনারী বা পাদ্রী শ্রেণী নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মুছলমান সৈনিক ও ব্যবসায়ীগণের চরিত্র-মাধুর্য্য ও দৃঢ় ইছ্‌লামিকতার জন্যই ইছ্‌লাম দুনিয়ার বুকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল, সুতরাং পাকিস্তানের আন্‌ছার বাহিনী ও ন্যাশনাল গার্ডকে শুধু দেশরক্ষী পল্টন হইলে চলিবে না, তাহাদিগকে মুজাহিদে-ইছ্‌লাম সাজিতে হইবে, সত্যকার মুছলমান হইতে হইবে।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমইয়তে আহ্‌লে হাদিছ যখন গঠিত হইয়াছিল তখন বাঙ্গালা বিভক্ত হয় নাই এবং আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়াই ধারণা ছিল। প্রাদেশিক বাটোয়ারার রোমাঞ্চকর পরিণতি সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই কাহারো মনে জাগ্রত হয় নাই। আজ এই বিভাগ যখন উভয় রাষ্ট্র মানিয়া লইয়াছেন তখন পশ্চিমবাঙ্গালা ও আসামের মুছলমানগণ সম্পর্কে দু-একটী কথা আমাকে বলিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণ আমার উক্তিগুলি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে সুখী হইব!

হাজার বৎসরের পরাধীনতার পর হিন্দুরা আযাদী লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহারা যে ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দুস্তানের সঠিক গণতান্ত্রিক মর্য্যাদা লাভ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক সমাজ আপনাপন ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রিয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতে এবং যাহাতে সকলেই রাষ্ট্রের তুল্য নাগরিক রূপে বসবাস করিতে পারে, সে রূপ উদারতা অন্ততঃ মুছলমানদের বেলায় হিন্দুস্তানের হিন্দুরা প্রদর্শন করিবেন না। এমতাবস্থায় হিন্দুস্তানের মুছলমানগণের কর্ত্তব্য কি? ইহার প্রতিকার স্বরূপ তিনটী ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটী অবলম্বন করা যাইতে পারে!

প্রথম : সকল মুছলমানের পাকিস্তানে হিজরৎ করিয়া চলিয়া আসা।

দ্বিতীয় : ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সর্ব্ববিধ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু জাতীয়তার ভিতর বিলীন হইয়া যাওয়া।

তৃতীয় : প্রকৃত মুছলমানরূপে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রেই বসবাস করা এবং উক্ত রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্র রূপে গ্রহণ করা।

আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত উপায় কার্য্যকরী নয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের সমুদয় বাস্তহারার ভার বহন করা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের সমুদয় মুছলমানের পক্ষেও দেশত্যাগী হওয়া সম্ভবপর নয়। যাঁহারা শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোক, কেবল তাঁহারাই দেশত্যাগ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। ব্যাপক উৎপীড়নের ফলে জনসাধারণের পক্ষেও দেশত্যাগী হইবার জন্য উদ্যত হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ধর্ম্মীয় ও কৃষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পে দেশত্যাগী হওয়ার জন্য যে অনুভূতি ও বোধশক্তির প্রয়োজন, জনসাধারণের তাহা নাই ফলে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার লোকগুলি হিন্দুস্তান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে মুছলিম জনসাধারণ একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পক্ষে "যবন-হরিদাস" হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিবে না।

ধর্ম্ম ও তামাদ্দুনের বিশেষত্ব বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হওয়ার সরল অর্থ হইতেছে মুছলমান না থাকা। এই পন্থা অবলম্বন করিলে বৈষয়িক কিছু সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কালক্রমে ইছলামকে চিরবিদায় দিতে হইবেই। অন্যান্য ধর্ম্মগুলি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের নামান্তর হইতে পারে কিন্তু ইছলাম সেশ্রেণীর ধর্ম্ম নয়। আচরণ ও সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার জন্য যাহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কোন ধর্ম্মেরই ধার ধারেন না।

আমি মনে করি পশ্চিমবাঙ্গালা ও আসামের মুছলমানদিগকে আপন জন্মভূমিতে মুছলিম রূপেই টিকিয়া থাকিতে হইবে কিন্তু হিন্দুদের সহিত রাষ্ট্রীয় অধিকারের সকল প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া। যাহাতে হিন্দুর মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে, এরূপ কার্য, এমন কি আবশ্যক বিবেচিত হইলে এমনতর মুছ্তাহাব কার্য্যও পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের অসদ্ব্যবহারকে ইছলামের মুখ চাহিয়া সহাস্যে কবুল করিতে হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের মুছলমানগণের আদর্শ হইবে রছুলুল্লাহর (দঃ) মক্কী-জীবন। মুছলমানদিগকে যুগসঞ্চিত অনাচার ও গায়ের-ইছলামি আকায়েদ ও আচরণের আমূল সংস্কার করিতে হইবে অর্থাৎ অবিমিশ্র ইছলামের সুমহান ও গরীয়ান আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে,— সহজ কথায়—প্রকৃত মুছলমান হইতে হইবে। প্রকৃত ও অবিমিশ্র ইছলামের অমোঘ শক্তি বহু পরীক্ষিত ও ইতিহাস বিশ্রুত। হুদায়াবিয়ার পরাজয়কে আল্লাহ্ 'ফৎহে-মুবিন' প্রকাশ্য বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ ইছলামি আচরণের সাহায্যে মযলুম মুছলমানগণ মক্কাবাসীদের চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য কিন্তু মন্ত্রীত্বের দু'একটী আসন আর দু'দশটা চাকুরীর জন্য ইছলামকে চিরতরে বিসর্জ্জন দেওয়া বা সমস্ত মুছলমানের পূর্ব্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসার মত অসাধ্য নয়। আমাদের পাপের কাফ্ফারার অন্য কোন উপায় আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হিন্দুরাজের ভিতর ইছলামকে বর্জ্জন বা প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা নাই; হিন্দুস্তানের মুছলমানরা সঙ্কল্প-বদ্ধ হইলে ইছলামকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। বলিতে কি কোন কোন দিক দিয়া পাকিস্তান অপেক্ষা তাঁহাদের হস্তে অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে। পাকিস্তানের মুছলমানরাও মাতিয়া উঠিয়াছে, অবশ্য হিন্দুবিদ্বেষের উৎকট রোগে নয়, বিলাসিতা ও সুবিধাবাদের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে আর ইছলাম প্রত্যেক কারবালার ভিতর দিয়াই চিরদিন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

قتل حسین اصل میں قتل یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد !

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ এক বৎসর কালের মধ্যে যে অকিঞ্চিৎকর খিদমৎ আন্‌জাম দিয়াছে, জম্‌ঈয়তের কাইয়েমে আলা মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রহমান ছাহেব বি, এ, বি, টির রিপোর্টে তাহা আপনারা শ্রবণ করিবেন। সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় এই কার্য্য! জম্‌ঈয়ৎকে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে আপনাদের সমবেত সহানুভূতি, বিপুল প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগ আবশ্যক। আমরা যে ভার আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি, আমরা জানি, তাহা বহন করার মত শক্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। আপনাদের মধ্যে যোগ্য, পারদর্শী এবং সুগভীর ও প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব নাই। আমি ইছ্‌লামের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর নামে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আসুন ভাঙ্গাগড়ার এই যুগসন্ধিক্ষণে আমরা ব্যক্তিগত মতবিরোধ আত্মাভিমান এবং দলগত গোঁড়ামি হঠকারিতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া কোর্‌আন ও হাদিছের প্রতিষ্ঠা এবং মুছ্‌লিম জাতির সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা রহমানুর-রহিম আল্লাহর অপার অনুগ্রহে এই দেশে আবার ইছ্‌লাম জীবন্ত, প্রদীপ্ত, গৌরবান্বিত ও বলবন্ত হউক, অতীতের ন্যায় ইছ্‌লাম পুনরায় মানব সমাজে নব-যুগের সূচনা করুক।

بیا تا گل برافشانیم و مئے در ساغر اندازیم !
فلک را سقف بشگافیم وطرح نو در اندازیم !

وما توفيقى الا بالله‘ وحسبنا الله ونعم الوكيل‘ وصلے الله على سيدنا محمد امام الاولين والاخرين وعلى آله وصحبه نجوم المهتدين‘ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين —

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী

রাজশাহী, নওদাপাড়া। **আল্‌কোরায়শী।**
২৮শে ফাল্গুন, শনিবার,
১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

নয়া-শেক্‌ওয়া

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার

শেক্‌ওয়ার কবি বড় দুঃখেই মোছলমান সমাজকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন :—

وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں ہنود !
تم مسلماں ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود ?

"পোষাক পরিচ্ছদে বাহিরের রূপে তুমি নাছারা, আর চিন্তাশীলতায় অন্তরের রূপে তুমি হিন্দু। ইহারাই এ দেশের মোছলমান—যাহাদিগকে দেখিয়া চিরঅভিশপ্ত এহুদী জাতিও লজ্জা পায়।" শেক্‌ওয়ার কবি ছিলেন মহামানুষ। তাই তাঁর হৃদয়ে তীব্র ব্যথাসঞ্জাত শ্লেষবাক্য বৃথা যায় নাই, তাই তাঁর অন্তরের আকুল ফরিয়াদ আরশের অধিপতির দরবারে পৌঁছিয়া বজ্র নির্ঘোষে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ঘুমন্ত ভারতীয় মুছলমানের শিরায় শিরায় চেতনার স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়া অসাধ্য সাধন করিল, পাকিস্তানের জন্মলাভ হইল কিন্তু পাকিস্তানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেও শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল না। এই মাশরেকী পাকিস্তানের মোশরেকী প্রভাবপীড়িত জীর্ণ সমাজব্যবস্থার—আজিও অটল গর্ব্বে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া মোছলমানের সমস্ত উন্নতির প্রচেষ্টাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে, বল্লালসেনের সামাজিক আদর্শ আজিও আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া আড়ষ্ট করিয়া পিষিয়া মারিতেছে। এখানকার মাটীর প্রদীপে ক্লেদাক্ত সলিতার উপর যে মিটি মিটি দীপ শিখা জ্বলিতেছে

তাহা শাশ্বত আলোকদীপ্তি আদৌ নহে।

পৃথিবীর পরিচালক প্রভু আমার, ভাঙা গড়া তোমার চিরন্তন লীলা। পরিবর্তন তুমি ভালবাস। প্রাকৃতিক বৈচিত্রপূর্ণ এই ধরণী, এই মানুষের সমাজ মানুষের অনন্ত কালের ব্যথা বেদনার নিশ্বাসে পরিপ্লুত আকাশ, বাতাস; এ সব কখনও একই নিয়মে চলিতে পারে না। লক্ষ যুগের সঙ্গীত মাখা সুন্দর ধরাতলের বুক ভেদিয়া অলক্ষ্যে তোমার জয় ধ্বনি উঠিতেছে :—

كل يوم هو فى شان — فبأى الاء ربكما تكذبان —

"প্রতিদিনই তিনি স্বীয় অবস্থায় বিরাজমান, সুতরাং হে জীন ও মানব, তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিদর্শনটীকে তোমরা মিথ্যা জানিতেছ?" (কোর্‌আন, ছুরা আর্ রাহমান)। তাই প্রত্যেক নব সৃষ্টির উপর ধীরে ধীরে ধ্বংসের অমানিশা ঘনাইয়া আসে, প্রত্যেক ধ্বংসের বুকে নব সৃষ্টির পূর্ণিমা উল্লাস ভরে হাসিয়া উঠে, সুন্দর ও শয়তান তাই পাশাপাশি চলে। মানুষের মনের অধিকারী এক মাত্র তুমি। আমাদের এই মোশরেকী প্রভাবগ্রস্ত মাশরেকী পাকিস্তানবাসীদের মানস-লোক তুমি সত্যিকার এছলামী নূরে আলোকরঞ্জিত কর, যে আলোকের ঝরণা ধারায় যুগান্তরের সঞ্চিত সমস্ত ভুল বিশ্বাস সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত আবর্জনা ধুইয়া, মুছিয়া, পবিত্র হইয়া এই দেশ তোমার রহমত ও বরকতে মধুর মহিমায় ধন্য হইয়া উঠে।

বিশ্বের মূর্ত্ত্য-কল্যাণ মহানবী মোহাম্মদ (দঃ) এর মারফত মানুষের কল্যাণ কল্পে আল্লাহ পাক দুইটী মহা মূল্যবান বস্তু দান করিয়াছেন। উহাই এছলামের পরিপূর্ণ রূপ। তার একটী হইতেছে তওহীদ। মানুষের মানস লোক নিয়ন্ত্রিত করিয়া, তাহাকে সকল প্রকার চিন্তার গোলকধাঁধা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সাধনা-কামনাকে উর্দ্ধগামী করিয়া তাহাকে অমৃত-লোকে আল্লাহপাকের সন্নিধানে পৌছাইয়া দেওয়াই তওহীদের মর্ম্ম। অপরটী হইতেছে এখ্‌ওয়াৎ বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। সমস্ত মানুষ একই বিশ্বপিতার সন্তান। তার গায়ের রং যেমনই হউক, অন্তর একই রংএ রঞ্জিত, সে যে কোন ভাষায় কথা বলুক, তার হৃদয়ের ভাষা একই, তার জন্য পৃথিবীর যে অংশেই হউক, একই স্বভাবের নিয়মে তার দেহযন্ত্র গড়িয়া উঠে। এই এখ্‌ওয়াৎ বা মানব-প্রেম হৃদয়ে যতবেশী পরিমাণে জাগাইয়া তুলিয়া সমস্ত অনুভূতিকে এক-কেন্দ্রিক করা যায়, মানুষ হিসাবে তথা মোছলমান হিসাবে ততবেশী পরিমাণে স্ব হৃপাকের নৈকট্য লাভ করা যায়, যাহা জীবনের সাধনায় নূর-নবী (দঃ) তারই জীবন্তরূপ দান করিয়া এছলামের চির-অমলিন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞতার ঘৃণ্যতম অভিব্যক্তি হইতেছে— দৈহিক শক্তির আস্ফালন এবং অসার বংশগৌরব। মানুষের সমাজে অশান্তি ও ফছাদ সৃষ্টি করিতে এ দুইটীর মত মারাত্মক অস্ত্র আর নাই। তাই দেখাযায়,— রছুলে করিম (দঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেই "হালফুল ফজুল" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা, নবুয়ত লাভের পর মক্কার জীবনে কোরেশ গণের বংশগত আভিজাত্য প্রাধান্যের ঘোর বিরোধিতা এবং মদীনায় পৌছিয়াই মোহাজের ও আনছারগণের মধ্যে "আকদুল মুয়াখাত" (عقد المواخاة) বা ভাই ভাই সম্পর্ক পাতাইয়া দেওয়া। এই মক্কার দেশত্যাগী মোছলমান এবং মদীনার আশ্রয় দাতা মোছলমানগণের মধ্যে এই পাতানো-সম্পর্ক এমন নিবিড় ও প্রাণময় ছিল যে উহা সহোদর ভাই এর অপেক্ষাও অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতার এমন অনুপম আদর্শ আর কোথায়ও হয় নাই, কখনও হইবেও না। সকল প্রকার বংশগত আভিজাত্য বিদূরিত করিয়া ধন সম্পদ ও রক্তগত কৌলিন্য এবং অহমিকা চুরমার করিয়া এবং পার্থিব উচ্চনীচ ভেদাভেদ অস্বীকার করিয়া যে মোছলমানের সমাজ তথা মানুষের সমাজ তিনি গড়িয়া গিয়াছেন, একমাত্র ব্যক্তিগত যোগ্যতাই তার প্রাণবাণী। ইহলোকে অথবা পরলোকে মানুষের উন্নতি ও উত্থানের কোনই বাধা নাই। যে সকল ত্রুটী তার ইচ্ছাকৃত বা সাধ্যায়ত্ত নয়, তার জন্য সে দায়ী নহে, একমাত্র (عمل) বা কর্ম্মদ্বারাই তাহাকে বিচার করিতে হইবে,

তার ব্যক্তিত্বের সার্থক রূপায়নই তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি—এই সকল মৌলিক তথ্যগুলির প্রতি মনোনিবেশ করিতে আল্লাহপাক মানুষকে ডাকিয়া বলিতেছেন :—

ان اكرمكم عند الله اتقكم –

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মভীরু এবং আত্মশুদ্ধ, নিশ্চয় তাহারাই কেবল আল্লাহর নিকট সম্মানিত।" (কোরআন)। মোছলমানের গোটা সমাজকে রছুলুল্লাহ (দঃ) একটী মানবদেহের সহিত তুলনা করিয়াছেন, একজন মোছলমানের দুঃখ বেদনা অপর মোছলমানের পক্ষে নিজের বেদনার মতই অনুভব করিতে হইবে, (হাদিছ)। শুধু মুখের কথায় নয়, সারা জীবনের সকল কাজেই তিনি এ বাণীর জীবন্ত রূপ দিয়াছেন। অন্ধ যুগের অসার বংশগত আভিজাত্য বিনাশের জন্য তিনি স্বীয় গোলাম জায়েদ (রাঃ) এর সহিত নিজের একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং কোরেশ কুলরত্ন বিবি জয়নাব (রাঃ) এর বিবাহ দিয়াছিলেন। এ বিবাহের পরিণাম যাহাই হউক, উদ্দেশ্যের প্রতিই আমাদিগকে নজর দিতে হইবে। পৃথিবীতে দেশে দেশে যখন জীবন্ত মোছলমান ছিলেন, এ আদর্শ তাঁহারাও অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের একাধিক পাঠান সম্রাট নিজের ক্রীতদাসের সহিত নিজের কন্যা বিবাহ দিয়াছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পাক বাংলার মোছলমান সমাজের দিকে দৃষ্টি করা যাক। এ দেশের হিন্দু সমাজের মধ্যে বংশগত রক্ত ও গুণের বৈশিষ্ট রক্ষাকল্পে রাজা বল্লাল সেন পশ্চিমের ব্রাহ্মণ কায়স্থ আমদানী করিয়া যে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বাংলার হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ সেই ব্যবস্থার উপরেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংরাজ আমলে অনুকূল আবহাওয়ায় হিন্দুর বংশগত কৌলিন্য আরও উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া শেরূক অর্থাৎ পৌত্তলিকতার সহিত ব্যভিচার, কৌলিন্য প্রথা এবং সামাজিক ভেদজ্ঞানজনিত—অত্যাচার অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং চিরদিনই মানুষের সমাজজীবন কলুষিত ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন পৌত্তলিক জাতির ইতিহাস এবং বর্ত্তমান হিন্দু তীর্থস্থান গুলির শোচনীয় দৃশ্যই এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সকল মানুষই একক আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পর সমান ও ভাই ভাই—এই মৌলিক সত্য পৃথিবীর সকল দেশের সকল নবীই প্রধানতঃ সারা জীবনের সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের জীবনান্তে শয়তান মানুষকে ভুলাইয়া আবার পৌত্তলিকতায় নিমগ্ন করিয়া ইহজীবনকে ভোগ করিবার সকল রকম সুবিধাবাদ ও অনাচারের প্রলোভন দ্বারা মানুষকে নিরয়গামী করিয়াছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত জাতি সমূহের উত্থান পতনের ধারাবাহিক ইতিহাস আমাদিগকে এই তথ্যের প্রতি অনুধাবন করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। চাকচিক্যময় মোশরেকী প্রভাব অজ্ঞ লোকের হৃদয়ে সহজেই সংক্রামিত হয়, কারণ শয়তান অর্থাৎ প্রবৃত্তিপরায়ণতা মানুষের রক্তের সহিত মিশিয়া তাহাকে বিপথগামী করে। উৎকট শ্রেণীভেদের ইহাই মনস্তাত্বিক ভিত্তিভূমি।

এছলাম মানুষের এক মাত্র "আমল" বা জীবনের কর্ম্মসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ব্যক্তিগত কৌলিন্যকেই প্রাধান্য দান করিয়াছে এবং অন্যান্য সকল প্রকার কৌলিন্যের অহমিকাকে চূর্ণ করিয়াছে। অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও আজ নিতান্ত পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে বাংলা দেশে এছলামের এই সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য চরমভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইতেছে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা "এখওয়াৎ"কে পদদলিত করিলে ঈমানের হানি হয় কিনা, সে প্রশ্ন করিবার সময় এখন আসিয়াছে। মসজিদে নামাজের জামাতে দাঁড়াইয়া আমরা যে "এখওয়াৎ" প্রদর্শন করি, তাহা নিতান্তই বাধ্য-বাধকতাজনিত সাময়িক ব্যপার। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে সে শিক্ষার কতটুকু রূপায়ন হইতেছে? ইংরাজ আমলের বহু পূর্ব্বেই এ দেশের

Contents

উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মোছলমানগণ "এখওয়াৎ" হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল রাজত্বের শেষ সময়ে মোছলমান সমাজের যে চিত্র চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে, তাহা মর্ম্মন্তুদ। একদিকে বিলাসিতা ও অনাচার পীড়িত অভিজাত মোছলমান সমাজ, অন্য দিকে অশিক্ষা কুশিক্ষা, দুঃখ, দারিদ্র, শেরক বেদয়াত পীড়িত সাধারণ মোছলমান সমাজ—ঘুন-ধরা বাঁশের ন্যায় এই সমাজই কোন ক্রমে স্বীয় কাঠামোটুকু বজায় রাখিয়া আসিতেছিল এবং ইংরাজ আগমনের প্রতিকূলঝড়ের ধাক্কায় সহজেই উহা ভুমিসাৎ হইয়াছিল। এই প্রতিকুল পারিপার্শ্বিকতার উপর ইংরাজের আশ্রয়পুষ্ট হিন্দু সমাজের যে দুঃসহ মোশরেকী প্রভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তার নীচে মোছলমান যদিও "তওহীদ" কিছু রক্ষা করিয়াছিল, "এখওয়াৎ" রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে মোশরেকী সামাজিক প্রভাব ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া গাঢ়-আঁধারের তলে সত্যের ক্ষীণ রশ্মিটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাই এছলামি সমাজ-ব্যবস্থা এদেশে একটা স্বপ্নাতীত ব্যাপারের মতই হেঁয়ালীপূর্ণ। শত আক্ষেপ, যে এই গড্ডলিকা স্রোত নির্ব্বিবাদে চলিতেছে, কোন পক্ষ হইতেই ইহার প্রতিবাদ হয় নাই। আজ নবজীবনের প্রভাতে আমাদিগকে এই আঁধারের যবনিকা চরম আঘাত হানিয়া অপসারণ করিতেই হইবে। নতুবা এছলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবেনা, আমাদের দুর্ভাগ্যেরও শেষ হইবে না।

এক আল্লাহর উপাসক, এক রছুলের উম্মত, একই কোরান ও হাদিছের অনুসারী হইয়াও আজ এদেশে একজন মোছলমান খাতক, অপর মোছলমান খাদক, একজন শোষিত, অপরজন শোষক, একজন নিগুর্ণ এবং কদাচারী হইয়াও শরীফ অর্থাৎ অভিজাত, অপরজন গুণী এবং সদাচারী হইয়াও রজিল অর্থাৎ ঘৃণ্য ও হেয়, একজন মূর্খ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াও আশরাফ, অপরজন আলেম এবং ভদ্রভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়াও আত্‌রাফ, একজন ধনী-পীর অর্থাৎ অশিক্ষিত শরীফজাদা—খন্দের সময় মুরীদ বাড়ী দর্শন দেন এবং এককাঠা নজরানা পাইলেই খুশী হইয়া চলিয়া আসেন, অপর জন সেই মূর্খ পীরের মুরীদ অর্থাৎ জীবনের সকল দিকেই শ্রেষ্ঠতর হইয়াও সেই মূর্খ শরীফজাদাকেই পরকাল উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ পীর ছাহেবরূপে ভক্তি করিয়া, খাওয়াইয়া, নজরাণা দিয়া নিজকে শূদ্র জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছে। পৌরহিত্য-বাদের চরম অভিশাপ সর্ব্বনাশা অকল্যাণের সমস্ত পূঞ্জীভূত গ্লানির প্রতীকরূপে তওহীদ-বাদী মোছলমানের মন ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিয়াছে।

এই মানসিক দাসত্ব এবং অধঃপতনের অবসান ঘটাইতেই হইবে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজে মূর্খ ও লম্পট হইলেও ব্রাহ্মণ সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়না। অপর পক্ষে বসাকের সন্তান আই-সি-এস হইয়াও বসাকই থাকেন, পালের সন্তান ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াও পাল মহাশয়ই থাকেন, একটুও পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই। ঠিক তেমন ভাবেই মোছলমান সমাজে ব্যবসাগত-জাতীয়তা অটল পর্ব্বতের ন্যায় মাথা তুলিয়াছে। তাই মুখে সব মোছলমান ভাই ভাই বলিলেও কার্য্যতঃ বাস্তব জীবনের একটা সামাজিক ব্যবধান অতন্ত আপত্তিকর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই বাধার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া শ্রেণীগত কৌলিন্যের মুলোৎপাটন করিতে হইলে আন্তঃ-সমাজ বিবাহ প্রচলন করিতে হইবে এবং সমাজ-পতিগণের পক্ষে ইহা প্রচলন করিতে উৎসাহ দেওয়া ওয়াজেব হইয়া পড়িয়াছে।

এছলামের "কফু" বা পাত্রপাত্রীর সামাজিক-সমতা ব্যবসাগত বৈশিষ্ট্য অনুসারেই নির্দ্ধারিত হয় নাই, এক মাত্র পাত্রপাত্রীর গুণাগুণ অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) এর সময়ে এই আদর্শ অনুসারেই বিবাহ হইত। বর-কন্যার শারীরিক ও বয়সের সামঞ্জস্য, শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচির সামঞ্জস্য এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের এল্‌ম ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই স্বয়ং রছুলে করিম (দঃ) খাতুনে জান্নাত ফাতেমার (রঃ) বিবাহ দিয়াছিলেন। পাত্রের রোজগার ক্ষমতাও অবশ্য

বিবেচ্য। পরবর্ত্তীকালে এমামগণের যুগেও পাত্র-পাত্রীর মাতাপিতার সামাজিক মর্য্যাদার মান ব্যবসা হিসাবে নির্দ্ধারিত হয় নাই, চরিত্র, দৌলত ও ধর্ম্মপরায়ণতা হিসাবে হইয়াছে। ভুবন বিখ্যাত ফত্‌ওয়ার কেতাব ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরিতে লেখা আছে :—

اور عجمیوں کے حق کفائت کا اعتبار حریت
اور اسلام کی راہ سے ہے —

অর্থাৎ আরবের বাহিরের লোকগণের জন্য পাত্র-পাত্রীর সামাজিক সমতার মান হইতেছে—স্বাধীনতা এবং এছলাম, পাত্রের হছব (حسب) অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়া—আলমগীরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন :—

جو شخص حسب والا ہے — وہ نسب والیکا
کفو ہو سکتا ہے — چنانچہ مرد عالم فقیہ ایسی
عورت کا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولادسے
ہو کفو ہو گا —

"যে ব্যক্তি নিজে মর্য্যাদা-সম্পন্ন, তিনি উচ্চ-বংশীয়া স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের সমকক্ষ হইতে—পারেন। সুতরাং বিদ্বান আইনজ্ঞ ব্যক্তি এমন স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের জন্য সমকক্ষ বলিয়া—বিবেচিত হইবেন, যিনি হজরত আলী (রাঃ) এর আওলাদ।" (দেখুন, ফত্‌ওয়ায়ে আলম-গীরির উর্দ্দু তরজমা ফত্‌ওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। বিবাহ সমাজ-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন এবং প্রয়োজনীয় বাস্তব ক্রিয়া। সুতরাং ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে অন্যান্য সামাজিক দোষত্রুটী আপনা আপনিই বিলীন হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বিবাহের ব্যাপারেই সামাজিক ব্যবধান সব চেয়ে বেশী করিয়া রক্ষা করা হয়। মুষ্টিমেয় তথা কথিত আশরাফদের কথা বাদ দিলেও চাষী, কারিগর, নিকারী প্রভৃতি সমাজে বিবাহের ব্যাপারে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক বাধানিষেধ রহিয়াছে। নিজের সমাজের বাহিরে যাইবার কাহারও সাহস নাই। ওদিকে ভদ্র মোছলমান সমাজে ধীরে ধীরে বর-পণ প্রথার বিষ ঢুকিতেছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখিতেছি—অনেক গরীব মোছলমান ভদ্রলোক বয়স্কা কন্যার বিবাহের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না। অথচ মিথ্যা সামাজিক ব্যবধান না থাকিলে শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র অনায়াসেই মিলিতে পারিত। আফ-ছোছ—যে সমস্ত মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য হিন্দু সমাজের শত শত মনীষী প্রাণপাত করিয়াছেন, হাজার হাজার হিন্দু বালিকা আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করিয়াছে, অথবা গৃহত্যাগ করিয়া মোছলমান যুবককে বিপদে—ফেলিয়াছে, সেই সকল ব্যাধি মোছলমান সমাজ পরম আদরে নিজ দেহে তুলিয়া লইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে দেশে প্রবল আন্দোলন উঠুক, শতাব্দীর সঞ্চিত জড়তার ক্লেদ অপনোদনে দেশের যুবক সমাজ সক্রিয় হউক, ইহাই প্রার্থনা। ফুরফুরার পীর, জঙ্গন-পুর, আজ্ঞাগাছি, মেদিনীপুর ও ফরিদপুরের কেবলাগণ এবং তর্জুমানের সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয় প্রভৃতি সমাজপতিগণের দরবারে এই ফরিয়াদ পৌছাইয়া দিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিবার আশায় উপসংহার করিতেছি।

هو المستعان —

বিদ্‌আতে-হাছানা।

——মুজাদ্দিদে আল্‌ফে-ছানি শাইখ আহ্‌মদ—ছর্‌হন্দী।

[সাধারণতঃ নবাবিষ্কৃত ও নবোদ্ভূত সকল প্রকার আচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও কার্য্যাবলীকে "বিদ্‌আৎ" বলা হয়। কিন্তু যেসকল ব্যাপার ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ এবং যেসকল কার্য্য প্রতিপালনকরায় পুণ্যের প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে, কেবল সেই শ্রেণীর নবাবিষ্কৃত কার্য্যগুলি শরিআতের ভাষায় বিদ্‌আৎ ও একান্তভাবে বর্জ্জনীয়। ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে যাহা প্রতিপালন করা বা নাকরায় পুরস্কার অথবা তিরস্কারের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই সেগুলিকেও আভিধানিক ভাবে বিদ্‌আৎ বলা যাইতে পারে বটে কিন্তু শারায়ী পরিভাষায় ওগুলি বিদ্‌আৎ নয়, আবার যে সকল আচরণের মৌলিক নিদর্শন বা ইঙ্গিত বিশুদ্ধ ছুন্নতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলিও বিদ্‌আতের পর্য্যায়ভুক্ত নয়, অথচ আভিধানিক ভাবে উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই বিদ্‌আৎ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাহা বিদ্‌আৎ, কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহা দুই প্রকার, যথা: বিদ্‌আতে ছৈয়েআ—দোষাবহ বিদ্‌আৎ ও বিদ্‌আতে-হাছানা—সুন্দর বিদ্‌আৎ, আর কল্পিত "বিদ্‌আতে-হাছানা"র দোহাই দিয়া এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মজীবনে নূতন নূতন রীতিনীতি ও আচরণ প্রবর্ত্তিত করার অনুকূলে ওকালতি করিয়া থাকেন, অথচ রছুলুল্লাহ (দঃ) সকল বিদ্‌আৎকেই অনাচার ও ধর্ম্মবিচ্যুতি (যালালৎ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—(ছুননে আবিদাউদ: ৪র্থ খণ্ড ৩৩০ পৃঃ)। বিদ্‌আতের উক্ত শ্রেণীবিভাগ মুছ্‌লিম জাতির সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছে এবং ইছ্‌লামের নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র বদনকে মসী-লিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইছ্‌লামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা ও মুছ্‌লিম জাতির পুনর্গঠনের পুণ্য মুহূর্ত্তে আজ বিদ্‌আতের শ্রেণী বিভাগ করিয়া উহাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পরিবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শারায়ী বিদ্‌আৎকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়াই মুছলমানগণের জাতীয় কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় সহস্রকের সূচনায় মুজাদ্দিদ শাইখ আহ্‌মদ ছর্‌হন্দী (রহঃ) তজ্‌দিদ (পুনর্গঠন) ও ইছ্‌লাহের (সংস্কারের) যে তূর্য্য নিনাদিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইছলামজগতে নবজীবনের প্রভাত উদিত হইয়াছিল। আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে তখন তিনি যে সতর্কবাণী শুনাইয়াছিলেন, আজকার পুনর্গঠনের সমারোহেও তাহা অনেকের পক্ষে হুশিয়ারির কারণ হইবে আশাকরিয়া তাঁহার বক্তব্যের যৎকিঞ্চিত তদীয় মূল পত্রাবলী (মক্‌তুবাৎ) হইতে চয়ন করিয়া তর্জ্জমানের পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দেওয়া হইল, অনুবাদের ভিতর তাঁহার ভাষার ভঙ্গীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নাই ——সম্পাদক।]

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ রূপে প্রিয় পুত্র (আল্লাহ তাহাকে সুরক্ষিত করুন) এবং বন্ধুবর্গকে বলা হইতেছে যে, উজ্জ্বল ছুন্নতের অনুসরণ করিতে থাকিবেন এবং অমনোনীত বিদ্‌আৎ হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। ইছ্‌লাম দৈনন্দিন দুর্ল্লভতা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং প্রকৃত মুছ্‌লিম দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে, যতই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে, ততোধিক তাহারা দুষ্প্রাপ্য হইতে থাকিবে, এমন কি ভূপৃষ্ঠে 'আল্লাহ! আল্লাহ!' উচ্চারণকারী কেহই রহিবে না এবং মন্দলোকের মধ্যে وتقوم القيامة على شرار الناس কিয়ামৎ (মহাপ্রলয়) সংঘটিত হইবে। যে ব্যক্তি এই দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে পরিত্যক্ত ছুন্নৎসমূহের কোন একটীকে পুনর্জ্জীবিত এবং প্রচলিত বিদ্‌আৎ সমূহের যে কোনটীকে বিধ্বস্ত করিবে, সে ভাগ্যবান।

আজ এমন সময় আসিয়াছে যে, শ্রেষ্ঠতম পুরুষের (দঃ) আবির্ভাবের পর হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে এবং প্রলয়ের লক্ষণসমূহ প্রকট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবুওতের যুগ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ায় ছুন্নৎ গুপ্ত হইয়া যাইতেছে আর মিথ্যা

বিস্তৃত হওয়ায় বিদ্‌আৎ প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে এমন একজন বীরপুরুষের আবশ্যক, যিনি ছুন্নতের সাহায্যকারী হইবেন এবং বিদ্‌আৎকে পরাভূত করিবেন। বিদ্‌আৎকে প্রচলিত করা ধর্ম্মের বিপর্য্যস্তির কারণ এবং বিদ্‌আতির গৌরব বর্দ্ধিত করা ইছ্‌লামকে ভূপাতিত করার হেতু। - من وقر صاحب البدعة فقد اعان على هدم الاسلام "যে ব্যক্তি বিদ্‌আতিকে সম্মান করে, সে ইছ্‌লামের বিধ্বস্তি কার্য্যে সহায়ক হয়",—এই হাদিছ আপনি শুনিয়া থাকিবেন। পরিণত সঙ্কল্প এবং পূর্ণসাহস সহকারে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য,—যাহাতে কোন না কোন ছুন্নৎ প্রচলিত এবং কোন বিদ্‌আৎ বিদূরিত হইতে পারে। বিশেষতঃ আজ ইছ্‌লাম দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, ছুন্নতের প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্‌আতের উৎপাটন দ্বারাই ইছ্‌লামি সংস্কারগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর।

পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে কেহ হয়তো বিদ্‌আতের মধ্যে কোনরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকিবেন, তাই কতক বিদআৎকে তাঁহারা গ্রহণযোগ্য এবং সুন্দর (হাছানা) মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে এ ফকীর তাঁহাদের সহিত একমত নয় এবং কোন বিদ্‌আৎকেই সে হাছানা বা সুন্দর বলিয়া বিশ্বাস করেনা এবং অন্ধকার ও গ্লানি ছাড়া বিদ্‌আতের মধ্যে আর কিছুই দেখিতে পায় না। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: সকল বিদ্‌আতই অনাচার ও গোম্‌রাহি।

ইছ্‌লামের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা ও দুর্ল্ভতার যুগে যখন ছুন্নতের অনুসরণকরার মধ্যে সকল প্রকার মঙ্গল এবং বিদ্‌আৎ অবলম্বনকরার মধ্যে সর্ব্ববিধ অমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, এই ফকীর প্রত্যেক বিদ্‌আৎকেই কুঠারের ন্যায় জ্ঞানকরিয়া থাকে, কারণ উহা ইছ্‌লামের ইমারৎকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতেছে এবং ছুন্নৎকে উজ্জ্বল তারকার সদৃশ্য মনে করে, যাহা গোমরাহির অন্ধকার রাত্রে পথপ্রদর্শক হইয়া রহিয়াছে। হক্‌-তাআলা আমাদের যুগের আলেমগণকে তওফিক দান করুন, যাহাতে তাঁহারা কোন বিদ্‌আৎকেই হাছানা বলার ধৃষ্টতা না করেন এবং কোন বিদ্‌আতেরই যেন তাঁহারা অনুসরণ করার অনুমতি না দেন,— সে বিদ্‌আৎ তাঁহাদের চক্ষে প্রভাতের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া প্রতিভাত হউক না কেন! কারণ ছুন্নতের বহির্ভুত পথে শয়তানের দখল খুব বেশী।

ইছ্‌লাম যখন শক্তিমান ছিল, তখন বিদ্‌আতের অন্ধকার বহন করার মত তার শক্তিও ছিল আর ইহাও সম্ভবপর যে, ইছ্‌লামের নূরের জ্যোতিতে বিদ্‌আতের কতক অন্ধকার তখন আলোক স্বরূপ প্রতীয়মান হইত বলিয়াই কতক আলেম তখন কতিপয় বিদ্‌আৎকে হাছানা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে কোন বিদ্‌আতের মধ্যে কোন কালেই কোন রূপ আলোক ও সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল না! কিন্তু তখনকার অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, আজ ইছ্‌লাম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, বিদ্‌আতের ভার ও অন্ধকার বহন করার মত তার শক্তি নাই, এখন পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীদের ফত্‌ওয়া জারি করা উচিত হইবেনা, কারণ প্রত্যেক সময়ের নির্দ্দেশ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। জগত জুড়িয়া সর্ব্বত্র বিদ্‌আৎ বহুল পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করায়, তিমিরাবৃত মহাসাগরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং দুর্ল্ভতা নিবন্ধন ছুন্নতের নূর জোনাকির আলোর ন্যায় নিষ্প্রভ অনুভূত হইতেছে। বিদ্‌আতের অনুসরণরীতি অন্ধকারকে আরো জমাট করিয়া ফেলিতেছে এবং ছুন্নতের আলোক অধিকতর ক্ষীণ ও ম্লান হইয়া পড়িতেছে; এই দুঃসময়ে ছুন্নতের অনুসরণরীতি বর্ণিত অন্ধকারকে হ্রাস এবং উল্লিখিত জ্যোতিকে বর্দ্ধিত করার পক্ষে সহায়ক হইবে।

এখন যার ইচ্ছা, সে বিদ্‌আতের অন্ধকারকে জমাট অথবা ছুন্নতের নূর বিকাশিত করুক! যাহার ইচ্ছা হয়, সে আল্লাহর দলভুক্তদের সংখ্যা বর্দ্ধিত করুক অথবা শয়তানের চেলাদের দল ভারী করুক, কিন্তু হুসিয়ার! আল্লাহর দলভুক্তরাই জয়যুক্ত এবং শয়তানের দল সর্ব্বস্বান্ত হইবে।

الا ان حزب الله هم المفلحون — الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون —

বর্ত্তমান যুগের ছুফীদের যদি কিছুমাত্র বিচার-বুদ্ধি থাকে আর ইছ্‌লামের দুর্ব্বলতা ও মিথ্যার প্রকোপ যদি তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাহাহইলে তাহাদেরো কর্ত্তব্য হইবে ছুন্নতের অনুসরণ করা এবং পীরদের তক্‌লিদ বর্জ্জন করা; আপন মন্ত্র-গুরুদের ছুতা ধরিয়া নবাবিষ্কৃত রীতির অনুসরণ না করা। ছুন্নতের অনুসরণ নিশ্চিতরূপে মুক্তিদানকারী, কল্যাণ-ময় ও মঙ্গলজনক এবং ছুন্নতের বহির্ভূত তক্‌লিদ নানারূপী বিপদের আকর!

বাহকদের কর্ত্তব্য আদেশ পৌঁছাইয়া দেওয়া। *

وما على الرسول الا البلاغ –

আর একখানি পত্রে বলেন :—

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই যে, হয্‌রত ছৈয়েদুল মুর্ছালিনের (দঃ) তরিকা (পথ) ও তাবেদারী (অনুসরণরীতি) অবলম্বন করিবেন, মহতী ছুন্নতের অনুসরণ করিয়া চলিবেন এবং অমনোনীত বিদ্‌আৎ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবেন। বিদ্‌আৎ যদি প্রভাতের আলোর ন্যায় উজ্জ্বলও হয়, তথাপি তাহার মধ্যে কোন পীড়ার ঔষধ এবং কোন রোগীর আরোগ্য নাই! কারণ বিদ্‌আতের অবস্থা দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটী হইবেই, হয় উহা ছুন্নতের বিলোপকারী হইবে, অথবা ছুন্নতের বিলুপ্তি সম্পর্কে উহা মৌন থাকিবে। মৌন থাকা অবস্থায় নিশ্চিত রূপে উহা ছুন্নতের অতিরিক্ত কিছু হইবে—যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ছুন্নতের রহিতকারী মাত্র, কারণ নির্দ্দেশের (নছ্‌) অতিরিক্ত যাহা, তাহা নির্দ্দেশের রহিতকারক (নাছেখ) হইয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল, যে কোন প্রকার বিদ্‌আৎ হউক না কেন, তাহা ছুন্নতের বিলোপকারী এবং পরিপন্থী এবং তাহাতে কোনই মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য নিহিত নাই। হায় আফ্‌ছোছ! পূর্ণ ধর্ম্ম ও অনুমোদিত ইছ্‌লামে ন্যামতের পরিসমাপ্তি ঘটারপর নবাবিষ্কৃত বিদ্‌আৎকে 'হাছানা' বলিয়া তাহারা কি করিয়া ব্যবস্থাদিলেন? তাঁহারা জানেন না যে, পূর্ণত্ব, পরিসমাপ্তি ও অনুমোদনের পর ধর্ম্মের মধ্যে নূতন কিছু সৃষ্টি করার কার্য্য হাছানা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। فما ذا بعد الحق الا الضلال ? হকের পর গোম্‌রাহি ছাড়া আর কি থাকিতে পারে? তাঁহারা যদি বুঝিতেন ধর্ম্মের মধ্যে নবাবিষ্কৃত কার্য্যকে হাছানা বলা ধর্ম্মের অপূর্ণত্বের পরিপোষক এবং ন্যামৎ নিঃশেষিত না হওয়ার প্রমাণ, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ এরূপ উক্তি উচ্চারণ করার দুঃসাহস করিতেন না। হে প্রভু, আপনি আমাদের ভুলচুকের জন্য আমাদিগকে অপরাধী করিবেন না। *

ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا –

অন্য পত্রে বলেন :—

ছুন্নত আর বিদ্‌আৎ পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে সম্পর্কিত। একের স্থায়িত্বে অপরের ক্ষতি ও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে একটীকে জীবিত করার অর্থ অপরটীকে বিধ্বস্ত করা।

বিদ্‌আৎকে হাছানাই বলুন অথবা ছৈয়েআ, উভয় প্রকার বিদ্‌আতই ছুন্নতের ধ্বংসকারক। আপেক্ষিক অথবা তুলনামূলক সৌন্দর্য্যের কি মূল্য? কারণ বিদ্‌আতের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আদৌ স্থান নাই। হক্‌-তাআলার নিকট সমুদয় ছুন্নত গ্রাহ্য ও অভিপ্রেত এবং তাহার প্রতিকূল অর্থাৎ বিদ্‌আৎ-গুলি শয়তানের অভিপ্রেত। চতুর্দ্দিকে বিদ্‌আৎ বিস্তৃত হইয়াপড়ায় অনেক লোকের কাছে আজ এ কথা অসহনীয় মনে হয়, কিন্তু অচিরেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, তাঁহারাই হেদায়তের পথে আছেন না, আমরা?

কথিত হয় যে, ইমাম মহদী (রাযিঃ) আপন রাজত্ব কালে যখন ধর্ম্মাচরণ প্রচলিত এবং ছুন্নৎ-সমূহ পুনর্জীবিত করিবেন, তখন মদীনার জনৈক বিদ্বান, যিনি বিদ্‌আতের অনুসরণ কার্য্যে অভ্যস্ত থাকিবেন এবং হাছানা মনে করিয়া সেগুলিকে

* মকতুবাৎ—দ্বিতীয় দফ্‌তর, ২৩ নং পত্র; খওয়াজা বাকি-বিল্লাহ (রহঃ) এর পুত্র খওয়াজা মোহাম্মদ ঈছার নিকট লিখিত।

* মকতুবাৎ—২য় দফ্‌তর, ১৯ পত্র; মীর মুহিব্বুল্লাহ ছাহেবের নিকট লিখিত।

ধর্ম্ম কার্য্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন, মহ্‌দীর আচরণে বিস্মিত হইয়া বলিবেন, "এই লোকটী আমাদের ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে! আমাদের মযহব ও তরিকাকে বিকৃত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছে!" ইমাম মহ্‌দী উক্ত বিদ্বানকে হত্যা করার নির্দ্দেশ দিবেন এবং তাহার কল্পিত হাছনা বিদআংগুলিকে ছৈয়েআ বলিবেন। এবং ইহা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে উহা প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনি সুমহান অনুকম্পার অধিকারী। *

ذلک فضل الله یوتیه من یشاء والله
ذوالفضل العظیم –

* মকতুবাৎ—প্রথম দফ্‌তর, ২৫৫ নং পত্র ; মোল্লা-তাহের লাহোরীর নিকট লিখিত।

হজরত এমাম মালেক।

—মুন্‌তাছির আহ্‌মদ,
ফাজেলে দেওবন্দ ও রহমানিয়া।

শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর পরলোক-গমনের পর ইছ্‌লাম প্রচারের গুরুভার অর্পিত হয় তাঁহার ছাহাবায়েকেরাম, তাবেয়ীন, তা'বে তাবেয়ীন ও পরবর্ত্তী আলেম সম্প্রদায়ের উপর। তাঁহারা সকলেই যুগে যুগে নিজেদের কর্ত্তব্য যথাসম্ভব পালন করিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন। আমরা বক্ষমান প্রবন্ধে যাঁহার জীবনী আলোচনা করিতে যাইতেছি, তিনি হইতেছেন ইছ্‌লামের অন্যতম স্তম্ভ দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম মহাপুরুষ এমাম মালেক বিন আনছ আছ্‌বাহী (রহঃ)। সর্ব্বপ্রথম হাদিছগ্রন্থ মোয়াত্তা-শরীফ সঙ্কলন পূর্ব্বক হাদিছ-শাস্ত্রের পরম কল্যাণ সাধন এবং পরবর্ত্তী হাদিছ সঙ্কলকগণের জন্য পথপ্রদর্শন ও আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তিনিই। অবশ্য প্রথম শতাব্দী হইতেই হাদিছ লিপিবদ্ধ করার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, এমন কি হজরতের জীবদ্দশাতেই হাদিছ সঙ্কলিত হওয়ারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎপর খলিফা ওলিদ ও খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন কালে অর্থাৎ প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে এমাম এব্‌নেশাহাব জোহ্‌রী ও ছাঈদ বিন মোছাঈয়ব ও অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ হাদিছ সঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মাগণের অবিরাম চেষ্টায় তৎকালে বহু হাদিছ সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ গ্রন্থসমূহ সুশৃংক্ষল ভাবে সজ্জিত হইতে পারে নাই এবং সঙ্কলন কার্য্যে নিয়ম কানুন বা অছুলে-হাদিছের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাই। সেইহেতু তাঁহাদের সঙ্কলিত গ্রন্থে প্রকৃত হাদিছ, ছাবাহাগণের মতামত ও খলিফা চতুষ্টয়ের ফতাওয়া ইত্যাদি বাছাই করা সম্ভব হয় নাই। এমাম জোহ্‌রী ও সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দেছীনের সঙ্কলিত গ্রন্থাদিতে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় শতাব্দীর মোহাদ্দেছগণের মধ্যে হজরত এমাম মালেক সেই কাজ সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি হাদিছের যাচাই বাছাই করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে মোওয়াত্তা শরীফ সঙ্কলন করিয়া হাদিছ শাস্ত্রের যে সেবা করিয়াগিয়াছেন তাহা সত্যই অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়।

—ঃ বংশ ঃ—

ইয়ামানের রাজবংশ হিমইয়ারের প্রশাখা আছবাহ্‌ নাম বিখ্যাত। সেই বিশুদ্ধ আরব বংশে এমাম ছাহেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় হিজরীতে এমাম মালেকের প্রপিতামহ আবু

আমের মদিনা নগরে আগমন করিয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইছলামের সুশীতল ছায়া-তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি বদর সংগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য রণা-ঙ্গনে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক-গণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ—মোহাদ্দেছগণ উহা সমর্থন করেন নাই। (তজ-কেরাতুল মোহাদ্দেছীন) তাঁহারা বলেন :— **আবু আমের হজরতের** জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলেন **বটে কিন্তু হজরতের সাহচর্য্য** কিম্বা হজরতকে দেখি-বার বা তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তাঁহার পুত্র এমাম মালেকের পিতামহ মালেক একজন মর্য্যা'দাশীল তাবেয়ী ছিলেন। তৃতীয় খলিফা হজরত উছমান গণীর (রাঃ) জমানায় তিনি মদিনায় আগমন করিয়া সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি অতি সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন ; নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাঁহার অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় : তৃতীয় খলিফা উছমান গণী (রাজিঃ) যখন দুর্বৃত্ত বিদ্রোহী দলের নিষ্ঠুর হস্তে শাহাদতের সুস্নিগ্ধ মদিরা পান করেন তখন মদিনার ভিতরে ও বাহিরে সন্ত্রাসবাদীদের ভয়ে সকলেই আতঙ্কিত থাকিত, মদিনার বাহিরে যাওয়ার সাহস পর্য্যন্ত লোকের অন্তর হইতে লোপ পাইয়াছিল। খলিফার শবদেহ সমাধিস্থ করিতে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। সেই সময় উক্ত মালেক অপর তিনজন সঙ্গীসহ খলিফাকে সমাধিস্থ করেন। উক্ত মালেকের তিন পুত্র ছিলেন (১) আনছ (২) রাবীয় ও (৩) আবু ছুহেল নাফে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আনছ হইতেছেন এমাম মালেকের জনক—পিতা। বনু উমাইয়া রাজ বংশের খলিফা ওলিদের শাসন কালে ৯৩ হিজরীতে এমাম মালেক মদিনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

এমাম ছাহেবের জন্ম তারিখ নির্দ্ধারণে যৎ-কিঞ্চিৎ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; কেহ সন ৯৪ হিজরী, কেহ সন ৯৫ হিজরী ও কেহ কেহ ৯৩ হিজরী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কেহবা ৯২ ও ৯১ হিজরী বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। (تذكرة الحفاظ) মিশকাত প্রণেতা তাঁহার রেজাল পুস্তক 'একমালে' ৯৫ই লিখিয়াছেন। কিন্তু ৯৩ হিজরীর উক্তি সর্ব্বা-পেক্ষা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সন ১৭৯ হিজরীতে ৮৬ বৎসর বয়সে এমাম ছাহে-বের এন্তেকাল হয়। ১৭৯ হইতে ৮৬ বিয়োগ করিলে ৯৩ থাকিয়া যায়। অতএব তাঁহার জন্ম সন ৯৩ হিজরী প্রতিপন্ন হয়। আরাবি কবি এমাম ছাহেবের জন্মমৃত্যু তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতেগিয়া বলিয়াছেন - مولده نجم هدى - وفاته فاز مالك আবজদের হিসাবে "নাজ্ম" শব্দের অর্থ ৯৩ হয়। হাফেজ যহবী বলিয়াছেন فهذا اصح الاقوال - সর্ব্বশেষ উক্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ।

হুলিয়া বা রূপবর্ণনা।

এমাম মালেক দীর্ঘকায়, অপরূপ লাবণ্যসম্পন্ন, স্বাস্থ্যবান ও অত্যুৎকৃষ্ট দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার মাথার কেশ অল্প ; মুখ সুন্দর, সুদর্শন ও সুবিস্তৃত বড় বড় নয়নযুগল ছিল। তিনি যেমন সুন্দর ছিলেন তেমনি উত্তম পোষাক পরিধান করিতেন ও সর্ব্বদা সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। সবুজ বর্ণের উষ্ণীষ ও অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ঘরের জানালায় খচিত ছিল ماشاء الله এবং আংটির শিলালিপি ছিল حسبنا الله ونعم الوكيل এমাম ছাহেব অতি চরিত্রবান ছিলেন এবং লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতেন।

শিক্ষা।

এমাম মালেক শিক্ষার যে সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সাধারণতঃ সেরূপ সুযোগ খুব কমলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে।

তাঁহার পিতামহ মালেক, পিতা আনছ ও চাচা আবু ছুহেল নাফে সম্ভ্রান্ত তাবেয়ী ছিলেন। উপরন্তু মদিনা নগরে তখন অনেক অভিজ্ঞ তাবেয়ী বিদ্যমান ছিলেন।

ফলকথা সেই যুগে মদিনা ইছলামের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই—ইল্‌ম ও আমলের পাবন্দ ব্যক্তিগণের সাহচর্য্য লাভের

মহাসুযোগ এমাম ছাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন— এবং কৈশোরেই তিনি জ্ঞান পিপাসু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মদিনাতেই সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং তথায় অধ্যাপক ও মুফতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া "ইমামে দারিল হিজরত" নামে সুপ্রসিদ্ধ হন। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ইমাম সাহেব কখনও অন্য কোথাও গমন করেন নাই।

এমাম সাহেব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী।

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্ত্তৃক এক হাদিছে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينة -

অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যার সন্ধানে মানবগণ দূর দেশান্তর হইতে ছফর করিয়া উষ্ট্রের যকৃত শুকাইয়া ফেলিবে কিন্তু মদিনার আলেম অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ কুত্রাপি পাইবে না (তিরমিযী)। ছুফইয়ান বিন উইয়ায়না বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদিছে যাহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন ইমাম মালেক বিন আনছ। মোহাদ্দেছ আবদুররাজ্জাকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (ঐ)

স্মরণ শক্তি।

ইমাম মালেক তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "আমি একবার যাহা মনে করিয়াছি তাহা আর কখনও ভুলি নাই।" আবু কেলাবা বলিয়াছেন : ইমাম মালেক আপন যুগের অন্যতম হাফেয ছিলেন। একদা ইমাম জোহরী ৪০ টি হাদিছ বর্ণনা করেন, ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালেকও ছিলেন। পর দিবস জোহরী জিজ্ঞাসা করিলে অন্য কোন ছাত্র উহা শুনাইতে পারিল না শুধু ইমাম মালেক সমস্ত হাদিছ কণ্ঠস্থ শুনাইতে সক্ষম হন। এমাম জোহ্‌রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আমি ব্যতীত অন্য কাহারও উক্ত হাদিছগুলি কণ্ঠস্থ আছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না।

হাদিছ শিক্ষা।

সর্ব্বাগ্রে ইমাম মালেক মদিনার বিখ্যাত ইমামুল কেরাআৎ নাফে মদনীর নিকট কোরআন অধ্যয়ন করেন এবং কেরাতের ছনদ্ লাভ করতঃ মদিনার অন্যান্য মোহাদ্দিছগণের খেদমতে হাদিছ অধ্যয়নে লিপ্ত হন। ইমাম সাহেবের উছতায্‌দের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ, তবে তিনি মদিনাবাসী মোহাদ্দেছগণের প্রায় সকলের নিকট হইতেই হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার হাদিছ শিক্ষকগণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

হেশাম বিন উরওয়া, কাছেম বিন মোহাম্মদ বিন আবুবকর, মোহাম্মদ বিন মুনকাদের, উরওয়া বিন জোবায়র, উবায়দুল্লাহ বিন উৎবা বিন মছউদ, নাফে বিন আবদুর রহমান, মোহাম্মদ বিন মুছলিম শাহাব জোহ্‌রী, আবু হাযেম ছাল্‌মা বিন দীনার, ছালেম বিন আবদুল্লাহ বিন উমর, আমের বিন আবদুল্লাহ, খারেজা বিন জয়দ, ইমাম জাফর ছাদেক, ইয়াহইয়া বিন ছাঈদ, আবু ছুহেল নাফে বিন মালেক, ছুলায়মান বিন এছার, মুছা বিন ওকবা, জায়দ বিন আছলাম ও রাবিয়া বিন আবদুররহমান প্রভৃতি (একমাল, তজকেরাহ ও ইজ্‌তেলাব)।

হাদিছ সম্পর্কে এমাম ছাহেবের সতর্কতা।

মুছলিম জগতে তখন মদিনা নগর শিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র ছিল। আল্লার কালাম ও রছুলের (দঃ) হাদিছের অধ্যাপনা ও প্রচারের জন্য বহু বিজ্ঞ ও উপযুক্ত আলেম মদিনা শহর ও উপকণ্ঠে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এমাম মালেক তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। এ সম্পর্কে তাঁহার উক্তিসমূহ প্রণিধান যোগ্য, তিনি বলেন :

১। "আমি মদিনা নগরে বহু মুত্তাকী, মর্য্যাদাশীল ওলিউল্লাহ আলেমবৃন্দকে পাইয়াছি। যদি তাঁহাদের অছিলায় আল্লার নিকট বৃষ্টিপাত কামনা করা হইত তবে সে কামনা ব্যর্থ হইত না; কিন্তু আমি তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করি নাই। কারণ তাঁহারা মুত্তাকী ও পরহেজগার ছিলেন বটে কিন্তু হাদিছের রেওয়ায়ৎ (বর্ণনা) ও ছনদের

জন্য যে শক্তিসামর্থ ও আনুসঙ্গিক গুণাবলী (যথা স্মৃতিশক্তি, সত্যনিষ্ঠা, সম্পাদন-দক্ষতা, বোধ-শক্তি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা ইত্যাদি) অত্যাবশ্যক, তাঁহাদের মধ্যে সে সকল বিশেষত্বের অভাব ছিল"।

২। এমাম ছাহেব আরও বলেন: "আমি মদিনা নগরে অতি প্রাচীন ও প্রবীন ১০৫ ও তদুর্দ্ধ বয়স্ক বুজর্গানকে পাইয়াছি কিন্তু যেহেতু এরূপ বয়সে সাধারণতঃ হাফেযাশক্তি প্রভৃতি পুরাপুরি বিদ্যমান থাকেনা, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের হাদিছ গ্রহণ করি নাই।"

৩। তিনি আরও বলিয়াছেন:— "আমি এই মদিনা নগরে অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি-দিগকে পাইয়াছি, কিন্তু আমি তাঁহাদের হাদিছ গ্রহণ করিনাই। কারণ তাঁহারা যাহা বর্ণনা করিতেন তাহার সঠিক ও পূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিবার মত উপযুক্ত ক্ষমতা তাঁহাদের ছিলনা।"

এমাম ছাহেবের হাদিছ সঙ্কলনের অছুল—

এমাম ছাহেবের উল্লিখিত উক্তি সমূহ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হাদিছ সঙ্কলনে তিনি নিম্ন-লিখিত অছুল অনুসরণ করিতেন:— কোন রাবীর নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করিতে হইলে তিনি তাঁহার

(১) তাক্ওয়া ও পরহেজগারি দেখিতেন,

(২) সততা ও ন্যায়পরায়ণতা লক্ষ্য করিতেন,

(৩) স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি যাচাই করিতেন,

(৪) হাদিছের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষমতা পরীক্ষা করিতেন।

এমাম ছাহেবের উছ্তাযগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

১। এমাম মালেক আবু আব্দুল্লাহ নাফের নিকট তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত বহু বিষয় ও মছ্লা মছায়েল তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারাই ইমাম সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছিলেন। তিনি মদিনার একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন, ১১৯ হিজ-রীতে পরলোকে যাত্রা করেন।

২। এমাম জোহ্রীর প্রমুখাৎ ছেহাহ্ছিত্তা ও অন্যান্য হাদিছগ্রন্থে বহু হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। যতদুর জানা যায় সর্ব্বপ্রথম হজরত রছুল করিম (দঃ) এর জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তাকারে সর্ব্বপ্রথম তিনিই সঙ্কলন করেন। ইছলামের স্বনামধন্য রাজর্ষি খলিফা উমর-বিন-আবদুল আজিজ তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত বলিয়া কথিত হইতেন এবং এমাম বোখারীর (রঃ) পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। হিজরী ৫০ সনে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১২৪ সনে মানবলীলা সংবরণ করেন। এমাম জোহ্রীর শিষ্যগণের মধ্যে এমাম মালেক, এমাম লায়ছ মিছ্রী ও এমাম আওযায়ীর ন্যায় মহাপণ্ডিতগণও ছিলেন। কেহ কেহ এমাম আবু হানিফাকেও তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। এমাম আহমদ বিন্ হাম্বল বলেন যে, ইমাম জোহ্রীর ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে এমাম মালেক-বিন-আনছই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা মর্য্যাদাশীল।

৩। এমাম জাফর ছাদেক তদীয় সময়ে নবী বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৪৮ হিজরীতে আসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বে এমাম মালেককে অধ্যাপনার কার্য্যে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। তিনি সন ৮০ হিজরীতে ভূমিষ্ঠ হন এবং ১৪৮ হিজরীতে এন্তেকাল করেন।

৪। আবু হাযেম ছলমা বিন দীনার মদিনার একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও তাবেয়ী ছিলেন। বিদ্যা-বিশারদ মহাপণ্ডিত এমাম জোহরীও তাঁহার শিষ্য তালিকাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। একদা এমাম মালেক তাঁহার পাঠাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কক্ষটি লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান-টুকুও শূন্য নাই এবং দাঁড়ান অবস্থা ব্যতীত হাদিছ শ্রবণ করার কোন উপায় নাই। এমাম সাহেব দাঁড়াইয়া হাদিছ শ্রবণ করার কার্য্য অসঙ্গত মনে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৫। ছালেম বিন আবদুল্লাহ মদিনার বিখ্যাত ফকীহ তাবেয়ী, হজরত উমর ফারুকের পৌত্র এবং মদিনার প্রসিদ্ধ ফকিহ্ সপ্তকের অন্যতম—ছিলেন। ১০৬ হিজরীতে তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হয়।

৬। ঈয়াহ্‌ইয়া বিন ছাঈদ আনছারী মদনী মোহাদ্দেছ ও ফকিহ্‌গণের শিরোমণি ছিলেন। তিনি অতি ন্যায়নিষ্ঠ, মুত্তাকী ও পরহেজগার লোক ছিলেন। বনু উমাইয়াদের রাজত্বকালে তিনি মদিনায় কাজী পদে নিযুক্ত হন। ১৪৩ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

৭। হেশাম বিন উরওয়া (যাহার কুনিয়ত ছিল আবুলমুনযির) মদিনার বিখ্যাত মোহাদ্দেছগণের অন্ততম। আব্বাছী খলিফা মনছুরের শাসনকালে তিনি বাগদাদে আগমন করেন। ৬১ হিজরীতে মদিনায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৪৬ হিজরীতে তিনি পরলোকগমন করেন।

৮। আল্‌কাছেম বিন মোহাম্মদ প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের পৌত্র, মদিনার বিখ্যাত ফকিহ-সপ্তকের একজন ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া বিন ছাঈদ বলেন, "আমি মদিনা নগরে কাছেম বিন মোহাম্মদ সদৃশ অভিজ্ঞ কাহাকেও দেখি নাই।" তিনি হিজরী ৩১ সনে ভূমিষ্ট হন এবং ৭০ বৎসর বয়সে ১০১ সনে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

৯। উর্‌ওয়া বিন যোবায়র আবু আব্দিল্লাহ্‌ আলকোরায়শী, আল আছাদী মদিনার বিখ্যাত ৭ জন ফুকাহার অন্যতম। তিনি বহু হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এবনে শাহাব বলিয়াছেন عروة بحر لا ينزف তিনি বিদ্যাসাগর যাহা শুষ্ক হওয়া অসম্ভব। ২২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৩ হিজরীতে পরলোকবাসী হন।

১০। মোহাম্মদ বিন মুন্‌কাদের বিখ্যাত—তাবেয়ী ছিলেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, তাক্‌ওয়া, পরহেজগারী এবং এবাদত উপাসনার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সন ১৩০ হিজরীতে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের অবসান হয়। (একমাল)

এমাম মালেক ছাহেবের বিদ্যাবত্তা ও হাদিছ শাস্ত্রের জ্ঞানগভীরতা সম্বন্ধে অল্প বিস্তার সকলেই ওয়াকেফহাল আছেন, কিন্তু মুহাদ্দেছগণের মধ্যে তাঁহার প্রকৃত স্থান ও পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য মুহাদ্দেছীন ও ওলামার কয়েকটি অভিমত অতি সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১। ঈয়াহ্‌ইয়া বিন ছাঈদ কাত্তান বলেন, "ইমাম মালেক হাদিছ-রাজ্যের আমিরুল মোমেনীন" امير المومنين فى الحديث ছিলেন।

২। ছুফ্‌ইয়ান বিন উয়ায়না মন্তব্য করিয়াছেন, "এমাম মালেকের সহিত আমাদের কোন তুলনা হইতে পারে না। আমরা তাঁহার অনুসরণকারী মাত্র।"

৩। "এমাম মালেক হাদিছ-গগণের একটি জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র—ধ্রুবতারা স্বরূপ"। ইহাই এমাম শাফায়ীর অভিমত। তিনি আরও বলেন :—

اذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب وما احد
امن على من مالك (اكمال)

আলেমগণের উল্লেখস্থলে এমাম মালেক ধ্রুবতারা এবং আমার উপর তাঁহার চাইতে বেশী অনুগ্রহ আর কাহারো নাই।

৪। "হজরতের হাদিছের আমানতদার এমাম মালেক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এ নশ্বরজগতে অন্য আর কেহ নাই" ইহাই হইতেছে আবদুররহমান বিন-মাহদীর মন্তব্য।

৫। "হাদিছের সত্যতাপ্রমাণে এমাম মালেক ছাহেবের উপর অন্য কাহাকেও আমি মর্য্যাদা দিতে পারি না" বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এব্‌নে নাহিক এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

৬। জনৈক ব্যক্তি এমাম আহ্‌মদ-বিন-হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমি কাহার বর্ণিত হাদিছ কণ্ঠস্থ করিব?" তিনি বলিলেন, "এমাম মালেক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হাদিছ কণ্ঠস্থ করা চাই।"

৭। ইব্‌নে হাযেম রেজ্জালশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত দরাবর্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এমাম মালেকের চেয়ে বিদ্যাবিশারদ অন্য কাহাকেও দেখিয়াছেন কি?" তিনি উত্তর প্রদান করিলেন, "না"।

মদিনাতুন্নবী ও হাদিছে-রছুলের প্রতি অতুলনীয় ভক্তি।

এমাম মালেকের (রঃ) ১৭ বৎসর বয়সে

অধ্যয়ন শেষ করিয়া কোর্‌আন ও হাদিছের অধ্যাপনের জন্য একটি মক্তব স্থাপিত করেন। হাদিছের প্রতি তিনি অতুলনীয় ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন, হাদিছ অধ্যাপনার স্থানটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করিয়া বিছানা ও কালিন প্রভৃতির সাহায্যে অতি উত্তমরূপে সজ্জিত রাখিতেন। এমাম ছাহেব সুন্দর ও পরিষ্কার পোষাক পরিধান করিয়া সুগন্ধি ব্যবহারান্তে অত্যন্ত গাম্ভির্য্য ও নম্রতার সহিত আগমন করিয়া উপবেশন করিতেন, হাদিছের পঠন ও পাঠন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আগরবাতি, কর্পূর ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সমস্ত ঘরটিকে সুরভিত করিয়া রাখিতেন। পাঠারম্ভের পর হৈ চৈ ও হট্টগোল করিবার কাহারও ক্ষমতা ছিলনা। সকলেই এমাম ছাহেবের ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত হইয়া নীরব নিস্তব্ধ থাকিতেন এবং হাদিছ পাঠ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন।

আগামীবারে সমাপ্য।

شرح الاحاديث النبوية
হাদিছের ব্যাখ্যা

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার প্রতি ঈমান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চল্লিশ হাদিছ

(মুছ্‌নাদের নিয়মে সঙ্কলিত)

··············আল্‌ মোহাম্মদী।

(চ) আবু উমামা বাহেলি (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদিছসমূহ।

ষড়-বিংশ হাদিছ।[২৬]

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

فضلني ربي على الانبياء وقال على الامم باربع : ارسلت الى الناس كافة وجعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا وطهورا فايما ادرك رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب اعدائي واحل لنا الغنائم —

আমার প্রভু আমাকে নবীগণের উপর (অথবা বলিলেন : সকল জাতির উপর) চারিটী বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন : আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি এবং আমার ও আমার উম্মতের জন্য সমস্ত মাটিকে উপাসনার স্থান ও পবিত্র করা হইয়াছে। আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তির যে কোন স্থানে নমাযের সময় উপস্থিত হইবে, সেই স্থানেই তাহার নিকট উপাসনার স্থান ও বিশুদ্ধ হইবার উপকরণ মওজুদ রহিয়াছে। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, আমার শত্রুদের মন তত দূর হইতেই সন্ত্রাসিত হইয়া উঠে এবং আমাদের জন্য যুদ্ধে লুণ্ঠিত সামগ্রীর উপভোগ বৈধ করা হইয়াছে,—আহ্‌মদ।

সপ্তবিংশ হাদিছ।[২৭]

এই রেওয়ায়তে প্রথম মাটির পবিত্রতার কথা

২৬। মুছ্‌ : (৫) ২৪৮ পৃঃ।

২৭ মুছ্‌ : (৫) ২৫৬ পৃঃ।

বলার পর উল্লিখিত হইয়াছে : আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— আহ্‌মদ।

হায়ছমি বলিয়াছেন, ছনদের পুরুষগণ সকলেই বিশ্বস্ত। *

অষ্টাবিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আল্লাহ আমাকে সমগ্র জগতের জন্য অনুকম্পা এবং মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন,—আবুনঈম।

ان الله بعثنى رحمة للعلمين وهدى للمتقين -

উনত্রিংশ হাদিছ।

এই রেওয়ায়তেও রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি ارسلت الى الناس كافة - সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,- বয়হকি।

ত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আমাকে সমগ্র মানবের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে.—তাবারানি ও যিয়া-মক্‌দছী।

ارسلت الى الناس كافة -

একত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আমাকে চারিটী বিষয় দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্ব্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয় নাই : এক মাসের দূরত্ব হইতে সন্ত্রাসিত করার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং আমি সমুদয় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছি,— তাবারানি।

اعطيت اربعا لم يعطهن نبى قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وبعثت الى كل ابيض واسود -

দ্বাত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্য অনুকম্পা ও সকল বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার প্রভু আমাকে বাদ্যযন্ত্র, বাঁশী এবং প্রতিমা ও ক্রুশ এবং জাহেলী ব্যবস্থাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন— তাবারানি।

ان الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرنى ربى بمحوالمعازف والمزامير والاوثان والصليب وامرالجاهلية -

(জ) আবদুল্লাহ্‌ বিনে মছ্‌উদ (রাযিঃ) এর বাচনিক বর্ণিত হাদিছ।

ত্রয়স্ত্রিংশ হাদিছ।

জরির বিনে আবদুল্লাহর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত প্রথম হাদিছের ন্যায়। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন : ইতো-পূর্ব্বে নবী শুধু তাঁহার স্বগোত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট-রূপে প্রেরিত হইতেন, কিন্তু আমি মানবমণ্ডলীর জন্য সার্ব্বজনীন রূপে প্রেরিত হইয়াছি,—আহ্‌মদ ও তাবারানি।

وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة -

(ঝ) আবুদ্দার্‌দা (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছ।

চতুস্ত্রিংশ হাদিছ।

আবুবক্‌র ছিদ্দিক ও উমর ফারুক রাযি-য়াল্লাহো আন্‌হুমার মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হয় এবং আবুবক্‌রের কথায় উমর চটিয়া উঠেন এবং রাগান্বিত অব-স্থায় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যান।

كانت بين ابى بكر وعمر محاورة فاغضب ابوبكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه ابوبكر يسأله ان يستغفرله فلم يفعل حتى اغلق بابه فى وجهه فاقبل ابوبكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال ابوالدرداء ونحن عنده فقال رسول الله

* যাওয়ায়েদ : (৮) ২৬৯ পৃঃ।
২৮। মন্‌ছুর : (৫) ৩৪৩ পৃঃ।
২৯। কন্‌য : (৬) ১০৩ পৃঃ।
৩০। কন্‌য : (৬) ১০৪ পৃঃ।
৩১। কন্‌য : (৬) ১১০ পৃঃ ; যাওয়ায়েদ : (৮) ২৬৯ পৃঃ। ৩২। কন্‌য : (৬) ১১১ পৃঃ।
৩৩। কন্‌য : (৬) ১০৩ পৃঃ।
৩৪। বুখারী, তফ্‌ছির (ফত্‌হসহ) ৮ : ২২৮ পৃঃ।

صلى الله عليه وسلم : اما صاحبكم هذا فقد غامر۔ قال وندم عمر على ما كان منه۔ فاقبل حتى سلم وجلس الى النبى صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر۔ قال ابوالدرداء : وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ابوبكر يقول : والله يا رسول الله لانا كنت اظلم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل انتم تاركو لى صاحبى ؟ هل انتم تاركو لى صاحبى ؟ انى قلت : يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت وقال ابوبكر : صدقت۔

আবুবকর উমরের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে তাঁহার অনুসরণ করেন কিন্তু উমর তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া তাঁহার মুখের উপর নিজের গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দেন। তখন আবু বকর রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত হন, আবুদ্দরদা বলিতেছেন :— আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট অবস্থান করিতেছিলাম। হযরত (দঃ) আবুবকরকে দেখিয়া বলিলেন :— তোমাদের সহচরকে বিপন্ন বোধ হইতেছে। আবুদ্দরদা বলেন যে, ইতিমধ্যে উমর স্বীয় আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া ছালাম করিলেন এবং হযরতের নিকট উপবেশন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। আবুদ্দরদা বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং আবুবকর বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহর রছুল, আল্লাহর শপথ, আমি বেশী অপরাধী ! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিতে লাগিলেন : তোমরা আমার সহচরকে ছাড়িয়া দিবে ? তোমরা আমার সহচরকে পরিত্যাগ করিবে ? আমি যখন বলিয়াছিলাম, হে মানবগণ আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রছুল রূপে আগমন করিয়াছি, তখন তোমরা আমাকে বলিয়াছিলে : আপনি মিথ্যা বলিতেছেন,—আর অবুবকর বলিয়াছিল : আপনি সত্য বলিতেছেন,—বুখারী।

(ঞ) ছাবেব বিনে ইয়াযিদ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছ।

পঞ্চত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

পাঁচটী বিষয়ে নবীগণের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি, আমি بعثت الى الناس كافة সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছি,—তাবারানি।

(ট) আলি বিনে আবি তালিব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছসমূহ।

ষট্‌ত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আল্লাহ আমাকে সকল রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ان الله بعثنى الى كل احمر واسود ——ইবনে-আছাকির।

সপ্তত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আমি শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণকায় ও রক্তবর্ণদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ارسلت الى الابيض والاسود والاحمر ——আছকরী (আম্ছাল)।

(ঠ) মুছাউওয়ার বিনে মখ্‌রামার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হাদিছ।

অষ্টাত্রিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আল্লাহ আমাকে সমগ্র মানবের জন্য রহমৎ স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আমার পক্ষ হইতে তোমরা ঘোষণা করিয়া দাও, আল্লাহ তোমাদিগকে দয়া করুন, তোমরা মতভেদ করিও না,—তাবারানি। ان الله تعالى بعثنى رحمة للناس كافة فادوا عنى رحمكم الله ولا تختلفوا –

৩৫। কন্‌য : (৬) ১০৩ পৃঃ ; যাওয়ায়েদ : (৮) ২৫৯পৃঃ।
৩৬। কন্‌য : (৬) ১০৪ পৃঃ।
৩৭। কন্‌য : (৬) ১০৯ পৃঃ।
৩৮। কন্‌য : (৬) ১১১ পৃঃ।

(ঙ) আবদুল্লাহ বিনে উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছ।

ঊনচত্বারিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদান করা হইয়াছে, আমার পূর্ব্বে কোন নবীকে সেগুলি প্রদত্ত হয় নাই : আমি সমগ্র মানবের জন্য প্রেরিত হইয়াছি, লাল ও কাল ; সমুদয়-নবী (ইতোপূর্ব্বে)— আপন জনপদের জন্য প্রেরিত হইতেন,—তাবারানি ও হাকিম তিরমিযি। بعثت الى الناس كافة : الاحمر والاسود وانما كان يبعث كل نبى الى قريته

হায়ছমি বলেন : ছনদের অন্যতম ব্যক্তি ইছমাঈল বিনে ইয়াহ্য়া বিনে কোহায়ল দুর্ব্বল। *

(চ) আনছ বিনে মালিক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদিছ।

চত্বারিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

আল্লাহ আমাকে সকল বিশ্বের জন্য অনুকম্পা ও সকল বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক করিয়া— ان الله بعثنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين পাঠাইয়াছেন এবং আমার প্রভু আমাকে বাদ্য-যন্ত্র, বাঁশী এবং প্রতিমা, ক্রুশ ও জাহেলি ব্যবস্থাসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার আদেশ দিয়াছেন,——তাবারানি, হাছান বিনে ছুফ্ইয়ান, ইব্নে মন্দাহ, আবুনঈম ও ইব্নুন্নজ্জার।

(ণ) আবু আবদুল্লাহ ছওবান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিছ।

এক চত্বারিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

আল্লাহ আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে সঙ্কোচিত করিলেন, আমি তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক-সমূহ দর্শন করিলাম, ভূপৃষ্ঠের যতদূর আমার জন্য সঙ্কোচিত করা হইয়াছিল, ততদূর আমার উম্মতের রাজ্য প্রসারিত হইবে,—আহ্মদ, মুছ্লিম, আবুদাউদ, তিরমিযি ও ইব্নে মাজাহ্। ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها —

শায়খুলইছ্লাম ইব্নে-তায়মিয়াহ বলেন :

রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার প্রচারজীবনের সূচনাতেই উক্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন অর্থাৎ মক্কাজয়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য ছিল, কিন্তু তিনি যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেইরূপই ঘটিয়াছিল। তাঁহার উম্মতের রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের ন্যায় বিস্তৃত হয় নাই, কারণ তাঁহার উম্মৎ সর্ব্বাপেক্ষা সমতাপ্রাপ্ত ও সাম্যবাদী (اعدل) ; সুতরাং পৃথিবীর মধ্যাংশের দেশ সমূহে তাঁহার প্রচারণা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল,—আল্জওয়াবুছ্ছহিহ : (৪) ১৩৭ পৃঃ।

(ত) আবুছঈদ খুদ্রী (রাযিঃ) এর বাচনিক বর্ণিত হাদিছ।

দ্বিচত্বারিংশ হাদিছ।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :

আমাকে পাঁচটী বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে, যেগুলি আমার পূর্ব্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই, আমি রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণকায়দের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি। নবী ইতোপূর্ব্বে শুধু আপন গোত্রের জন্য প্রেরিত হইতেন,—তাবারানি। بعثت الى الاحمر والاسود وانما كان النبى يبعث الى قومه —

হায়ছমি বলেন : ইহার ছনদ হাছান।

রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণাঙ্গের তাৎপর্য্য।

বর্ণিত হাদিছ সমূহে বারম্বার "রক্তবর্ণ" الاحمر ও "কৃষ্ণবর্ণ" الاسود শব্দ দুইটী-উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৯। কন্য : (৬) ১০৯ পৃঃ।
* যাওয়ায়েদ : (৮) ৩৫৯ পৃঃ।
৪০। কন্য : (৬) ১১১ পৃঃ।
৪১। মুছ্লিম : (২) ৩৯০ পৃঃ ; কন্য : (৬) ৯২ পৃঃ।
৪২। যাওয়ায়েদ : (৮) ২৬৯ পৃঃ।

ইবনে আব্বাছের (রাযিঃ) শিষ্য মুজাহেদ বলেন যে, কৃষ্ণবর্ণের তাৎপর্য্য জিন আর রক্তবর্ণের অর্থ মানুষ। অন্যান্যরা বলেন: শব্দ দুইটীর অর্থ আরব ও আরবের বহির্ভূত জাতিবৃন্দ। হাফিয ইবনে-কছির বলিয়াছেন যে, উভয় প্রকার অর্থই সঠিক,— তফ্ছির: (৭) ২২ পৃঃ।

রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতার পয়গাম সকল অতিক্রান্ত জাতির নিকট যুগেযুগে তাহাদের নবীরা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সংবাদ ইয়াহুদ ও খৃষ্টানের প্রথম পুরুষ ইছরাঈল বা ইয়াকুবের (দঃ) বাচনিক নিম্নলিখিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল:—

The Sceptre Shall not depart from Judah, nor lawgiver from between his feet, until Shiloh come and unto him Shall the gathering of the people be.- The Old Testament, Genesis, ch 49.

যিহুদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণ-যুগলের মধ্য হইতে বিচার দণ্ড যাইবেনা, যে পর্য্যন্ত শীলো না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে,— আদি পুস্তক:— ৪৯; ১০।

১৭২২—১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের আরাবী অনুবাদে কথিত হইয়াছে: যে পর্য্যন্ত তিনি আগমন না করেন, যাহার জন্য সমস্তই (শীলো) এবং তাঁহারই জন্য জাতিসমূহ অপেক্ষা করিতেছে। حتى يجيئ الذى له الكل (شيلوه) واياه تنتظر الامم ১৮১১ খৃষ্টাব্দের অনুবাদে আছে: যতক্ষণ না তিনি আগমন করেন, যাঁহার জন্য সমুদয় গোত্র সমবেত হইবে। واليه تجتمع الشعوب —

যাঁহার আগমনবার্ত্তা হযরত ইয়াকুব প্রদান করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতরূপে হযরত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত আর কেহই নহেন, কারণ রাজদণ্ডধারী যিহুদার বংশে হযরত মুছা ব্যতীত, আর শরিআৎধারী রূপে হযরত মুছার পর উক্ত বংশে হযরত ঈছা আলায়হিমাছ্ছালাম ব্যতীত আর কেহ আগমন করেন নাই। হযরত ইয়াকুব শেষ যুগের (Last days—Verse) সংবাদ প্রদান করিতেছেন এবং হযরত মুছা ও হযরত ঈছার পর শেষযুগের নবী মোহাম্মদ আলায়হিছ্ছালাতো— ওয়াছ্ছালাম ব্যতীত অন্য কোন রাজদণ্ড ও বিচারদণ্ডধারীর আবির্ভাব ঘটে নাই। অধিকন্তু একমাত্র তাঁহার জন্যই সমস্ত জাতির সমাবেশ ঘটিয়াছিল, কারণ নবীগণের মধ্যে একমাত্র তিনি বংশ ও গোত্র নির্ব্বিশেষে সকল মানবের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইছরাঈলী অথবা অন্য কোন নবীর জীবনে মানবজাতির সমুদয় গোত্রের সমাবেশ দর্শন করার আশা সুদূর পরাহত।

শায়খুল ইছলাম ইবনে-তায়মিয়াহর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের "মধুরেণসমাপয়েৎ" করিব।

ومن المعلوم بالضرورة لكل من علم احواله وبالنقل المتواتر الذى هو اعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما عليهم السلام وبالقرآن المتواتر عنه وسنته المتواترة عنه وسنة خلفائه الراشدين من بعده انه صلى الله عليه وسلم ذكرانه ارسل الى اهل الكتاب : اليهود والنصارى كما ذكرانه ارسل الى الاميين رسولا — بل انه ارسل الى جميع بنى آدم : عربهم وعجمهم من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الامم، بل انه ارسل الى الثقلين : الجن والانس جميعاً — وهذا كل من الامور الظاهرة المتواترة عنه التى اتفق على نقلها عنه اصحابه مع كثرتهم وتفرق ديارهم واحوالهم، وقد صحبه عشرات الوف، لايحصى عددهم على الحقيقة الاالله تعالى، ونقل ذلك عنهم التابعون وهم اضعاف الصحابة عدداً ثم ذلك منقول قرنا بعد قرن الى زمننا مع كثرة المسلمين وانتشارهم فى مشارق الارض ومغاربها — وهوالذى اخبر عن الله تبارك وتعالى بكفر من لم يؤمن به من اهل الكتاب وغيرهم وبانهم يصلون جهنم وساءت مصيرا —

যাহাদের নিকট রছুলুল্লাহর (দঃ) অবস্থা বিদিত রহিয়াছে এবং হযরত মুছা ও ঈছা আলায়হিমাছ-ছালাম প্রভৃতির উক্তি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত উক্তি-সমূহ এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত কোরআন এবং পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত তাঁহার ছুন্নত এবং তাঁহার পর তদীয় হেদায়ৎ-প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নৎ সম্বন্ধে যাহারা অভিজ্ঞতা রাখে, তাহারা নিশ্চিত রূপে অবগত আছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বলিয়াছেন : তিনি যেমন নিরক্ষর-গণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তদ্রূপ ইয়াহুদীও খৃষ্টান গ্রন্থধারী (আহলেকিতাব) গণের জন্যও রছুল রূপে আগমন করিয়াছিলেন, বরং তিনি সমগ্র মানব সন্তানের জন্য আরব, আজম, ইউরোপ, পারস্য তুরস্ক, হিন্দ, বর্ব্বর (নিউবিয়া), আবিসিনিয়া প্রভৃতি স্থানের সকল জাতির জন্য রছুল রূপে প্রেরিত হই-য়াছিলেন। এ কথা প্রকাশ্য ও পৌনঃপুনিক ভাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত উক্তিসম্পর্কে তাঁহার সহচরবৃন্দ একমত হইয়াছেন অথচ তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর ছিল এবং তাঁহাদের অবস্থা বিভিন্নরূপী এবং তাঁহারা বিভিন্নদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন, দশ লক্ষের অধিক লোক রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচর ছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অব-গত নহে। পুনশ্চ উল্লিখিত উক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে তদীয় শিষ্যমণ্ডলী তাবেয়ীগণ বর্ণনা করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সংখ্যা আবার ছাহাবীগণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। অতঃপর যুগের পর যুগ ধরিয়া মুছলমানগণের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও পৃথিবীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহাদের বিস্তৃতি সত্বেও উল্লিখিত উক্তি আমাদের সময়পর্য্যন্ত (৭০০ হিজরী) বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। ইয়াহুদী ও নাছারা এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি রছুলুল্লাহর নবুওতের বিশ্বজনীতাকে বিশ্বাস করেনা, তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, তাহারা কাফের এবং তাহারা দোযখবাসী এবং দোযখ অতিশয় জঘন্য বাসস্থান—আল্‌জওয়াবুছ্‌ছহিহ : (১) ৪৯ পৃঃ।

বাংলার লোক সাহিত্য

'হারামণি'

সৈয়দ মোস্তাফা আলী, বি, এ

[সম্পাদকের হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন পুস্তক বা সাময়িকের সমালোচনা প্রকাশ করা রীতিবিরুদ্ধ। 'হারামণি' পুস্তকের সহিত পরিচিত হওয়ার আমা-দের সুযোগ ঘটে নাই। ছৈয়দ মুছ্‌তাফা আলী ছাহেব স্বীয় বন্ধুর রচনা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত স্বরূপ মুদ্রিত হইল,

——সম্পাদক।]

সম্প্রতি আমার বন্ধু পাবনা খলিলপুর নিবাসী জনাব অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন এম, এ সাহেব 'হারামণি'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। উনিশ বৎসর আগে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন ও সাত বৎসর আগে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যায় অধ্যাপক সাহেব প্রায় ২০।২৫ বৎসর যাবৎ এই ক্ষেত্রে সাধনা করিতেছেন বর্ত্তমানে অধ্যাপক সাহেব শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক।

'হারামণি' লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ। তৃতীয় খণ্ডে পাবনা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মন-

Contents

সিংহ, নোয়াখালী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার মেয়েলী গান সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সব চেয়ে মূল্যবান লালন ফকীরেরও গান সংগ্রহ করা হইয়াছে।

কলিকাতার 'লোক সেবক' শারদীয় ১৩৫৬ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই, সি, এস ও শ্রীহট্টের মাসিক পত্রিকা 'আলইসলাহের' ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্মসংখ্যায় অধ্যাপক মুহম্মদ আজরফ এম, এ সাহেব পুস্তক খানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক সাহেবের সংগ্রহের কাজ এখনও চলিতেছে। আমি বাংলার সুধীসমাজকে তাঁহার এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

এখন পর্য্যন্ত অসংখ্য লোক-সঙ্গীত, মেয়েলী ছড়া ও জারী গান অসংগৃহীত অবস্থায় পল্লীর আনাচে কানাচে পড়িয়া রহিয়াছে। যদি এগুলো সংগ্রহ না করা হয় তবে কালের কুক্ষিতলে তাহাদের বিলীন হওয়া বিচিত্র নহে। এ কাজ অত্যন্ত গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ ও একা একজনের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং আমি সকলকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এ বিষয়ে অধ্যাপক সাহেবকে আপন আপন সংগ্রহ দ্বারা সাহায্য করুন।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে পাবনা জেলার সদর মহকুমার সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহোদয়গণকে এই লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাইয়াছি। লোক সঙ্গীতের সংগ্রহ অবিকৃত অবস্থায় অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের নিকট (পোঃ শ্রীহট্ট মুরারী চাঁদ কলেজ) অথবা আমার নিকট পাঠাইতে হইবে। আমি অনুরোধ করিতেছি অন্যান্য জেলায়ও যেন এই প্রচেষ্টা করা হয়। আর একটী কথা—গান ও ছড়াগুলি যে ভাবে প্রচলিত আছে ঠিক ঠিক সেই ভাবেই যেন পাঠানো হয়—ইহাতে কোন পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। পরিবর্ত্তন করিলেই মূল হইতে ইহা বিকৃত হইয়া যাইবে। আল্লাহ-তা'লা আমাদের সহায় হউন। আমিন!

ভূমির অধিকার ও বণ্টন ব্যবস্থা।

(২)

ভূমির সহিত সমুদ্র, নদী, জলাশয় ও খাল বিল প্রভৃতি এবং মৎস্যাদি প্রাণী, খনিজ পদার্থ, আগুন, ঘাস ও গাছপালা ইত্যাদির অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সুতরাং মাটির অধিকার ও বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট ও আনুসঙ্গিক বস্তু সমূহের অধিকার ও বণ্টন প্রশ্নের ইছ্‌লামি সমাধান আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় বক্ষ্যমান নিবন্ধ সঙ্কলিত হইল। ইছ্‌লামি ব্যবহারশাস্ত্রে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে সব কিছুর ইঙ্গিত ও আলোচনা বিদ্যমান আছে কিন্তু ঈপ্সিত ধরণের স্বতন্ত্র ও আত্মপরিবেষ্টিত প্রবন্ধের একান্ত বিরলতা এবং লেখকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা নিবন্ধন অনুসন্ধানের আয়াস স্বীকার করিয়াও এ বিষয়ে আশানুরূপ সফলতা লাভ করা সম্ভবপর হয়নাই। যোগ্যতর ব্যক্তিগণের পথ পরিষ্কার করার জন্য এই নিবন্ধগুলি ইছ্‌লামি অর্থনীতির কাঠাম স্বরূপ গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করি।

ইছ্‌লামি অর্থনীতির সূত্রানুসারে যে সকল বস্তুর উপর ব্যক্তিগত অধিকার আদৌ সাব্যস্ত হয় না, তন্মধ্যে কতিপয় বস্তুর নাম উল্লেখ করিতেছি :

পানি—ঘাস—আগুন।

সূত্র। আহমদ, ইবনো আবিশায়বা, ইব্নে

আ'দি ও আবুদাউদ জনৈক মুহাজির ছাহাবির বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন :—

المسلمون شركاء فی ثلث : فی الماء والكلاء والنار —

পানি, ঘাস ও আগুনে সকল মুছলমানের অধিকার সমান। * তাবারানি উক্ত হাদিছ ইব্‌নে উমরের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ মর্ফূ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইবনেমাজাহ আপন ছুননে উহা ইব্‌নে আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক মর্ফূ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং উহাতে নিম্নলিখিত বাক্য যুক্ত হইয়াছে : وثمنه حرام অর্থাৎ পানি, ঘাস ও আগুনের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হারাম। † হেদায়া, শরূহে-কবির ও আলমুগ্‌নি প্রভৃতি বিভিন্ন স্কুলের ফেকহ গ্রন্থে "সকল মুছলমানের" স্থলে "সকল মানুষ" (الناس) সন্নিবেশিত হইয়াছে। ‡

(ক) ইব্‌নেমাজাহ আবুহোরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন : لا يمنع الماء والنار والكلاء পানি, আগুন ও ঘাস কাহারো জন্য নিষিদ্ধ হইবে না। ইব্‌নে হজ্‌র বলেন যে, এই হাদিছের ছনদ সঠিক। ¶

উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা।

পানি পাঁচ প্রকার : প্রথম, পাত্র ও ভাণ্ডে রক্ষিত পানি। দ্বিতীয় কূপ, হাওয, পুকুর ও খালের (Canals) পানি। তৃতীয়, ছোট ছোট নদী বা খাড়ী যে গুলি নির্দ্দিষ্ট দলসমূহের অধিকৃত রহিয়াছে, সেগুলির পানি। চতুর্থ, বড় বড় নদ নদী, হ্রদ ও বিশাল বিলের পানি। পঞ্চম, সমুদ্র, সাগর ও আকাশের পানি। §

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পানি সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

ব্যক্তিগত ভূমিতে অবস্থিত পুষ্করিণী, খাল ও কূপের পানি সকল মানুষ নিজের এবং গবাদিপশুর পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে। অর্থাৎ পানের নিমিত্ত যাহার পুকুর বা কূপ হউক না কেন, তাহার পানিতে সকলের সমানাধিকার রহিয়াছে। কূপ ও পুকুরের মালিকের জনসাধারণকে পান করার কার্য্যে বাধা প্রদান করার অধিকার নাই, কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি বর্ণিতরূপ পুকুর বা খাল হইতে পানি-

اذا كان لرجل نهر او بئر اوقناة فليس له ان يمنع شيئاً من الشفة - والشفة : الشرب لبنی آدم والبهائم - فان اراد رجل ان يسقی بذلک ارضاً احياها كان لاهل النهر ان يمنعوه عند اضر بهم اولم يضر —

সিঞ্চন করিয়া আপন কৃষিভূমিতে লইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে পুকুর ও খালের মালিকদের ক্ষতি হউক বা না হউক, নিষেধ করার অধিকার— রহিয়াছে। *

অর্থাৎ কূপ, পুষ্করিণী ও খাল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও পানের উদ্দেশ্যে সেগুলির পানিতে সকলের অধিকার আছে। যদি মালিকরা জনসাধারণকে তাহাদের জমির উপর দিয়া পানির কাছে যাইতে না দেয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে অন্য কোন উপায়ে তৃষ্ণার্ত্তদের প্রয়োজন মিটিতে পারে কিনা ? যদি কোন উপায় আর না থাকে, তাহা হইলে তৃষ্ণার্ত্তদিগকে কূপের বা পুকুরের নিকট যাইতে দিবার অথবা পানি যাহাতে তাহাদের কাছে পৌঁছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার জন্য মালিকদিগকে বাধ্য করা হইবে আর তাহারা এতদুভয়ের মধ্যে কোনটাই যদি মান্য করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সসস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে আপন দাবী পূরণ করিয়া লইবার জনসাধারণের অধিকার আছে। উমর ফারুকের (রাযিঃ) সময়ে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন :— هلا وضعتم فيهم السلاح ! তোমরা

---

* ছুননে আবিদাউদ : (৩) ২৯৭ পৃঃ ; দেরায়া, ৩৪৭ পৃঃ, নয়লুলআওতার : (৫) ২৫৮ পৃঃ।

† দেরায়া, ৩৪৭ পৃঃ ; নয়লুল আওতার : (৫) ২৫৮।

‡ হেদায়া : (৪) ১১৯ পৃঃ : শরূহে-কবির : (৬) ১৫৭ পৃঃ ; আলমুগ্‌নিঃ : (৬) ১৫৮ পৃঃ।

¶ নয়লুল-আওতার : (৫) ২৫৮ পৃঃ।

§ আল্‌বাদায়ে উছ্‌ছানায়ে,—আলমেয়াহ।

* হেদায়া, (ফত্‌হুল কদির সহ) চতুর্থ খণ্ড, ১১৯পৃঃ।

তাহাদের সহিত অস্ত্রের সাহায্যে মীমাংসা করিলেনা কেন? *

পাত্রে ও ভাণ্ডে সঞ্চিত পানিতে ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হয়, যে রূপ বনের কাঠ ও ঘাস এবং আকাশের শিকার হস্তগত করার পর ওগুলি ব্যক্তিগত স্বত্বের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর পানি বিক্রয়করা চলে এবং মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারো পক্ষে উহা গ্রহণ অথবা পানকরা অবৈধ। হাফেয ইব্নে হজ্র বলেন: পাত্রে সঞ্চিত পানি সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, একান্ত তৃষ্ণার্ত্ত ছাড়া আপন প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দানকরা ওয়াজেব নয়। †

واما الماء المحرز فى الاناء فلا يجب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح –

পিপাসার আতিশয্যাবস্থায় এবং ক্ষুধায় প্রাণান্ত ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে অপরের পাত্র হইতে আবশ্যক মত পানি এবং তাহার ভাণ্ডার হইতে খাদ্য গ্রহণ করায় দোষ নাই। বাধাপ্রাপ্ত হইলে তৃষ্ণার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে পানি বা অতিরিক্ত খাদ্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া পান করার ও খাইবার অধিকার রহিয়াছে। –

ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه او ظهره العطش' له ان يقاتله بالسلاح' لانه قصد اتلافه بمنع حقه وهو الشفة' والماء فى البير مباح غير مملوك' بخلاف الماء المحرز فى الاناء حيث يقاتله بغير السلاح لانه قد ملكه وكذا الطعام عند اصابة المخمصة

কূপের পানির জন্য সংগ্রাম করা চলিবে, কারণ উক্ত পানি কাহারো অধিকৃত নয়, কিন্তু ভাণ্ডে রক্ষিত পানির জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা চলিবে না, কারণ উহা রক্ষাকারীর অধিকারভুক্ত। ‡

হাফেয ইব্নেহাযম বলেন: পানি ও খাদ্যের অধিকারী সংগ্রাম করিতে পারে, যদি সে নিহত হয়, তাহাহইলে হত্যাকারী আইনত: দণ্ডনীয় হইবে, কিন্তু বাধাপ্রদানকারী নিহত হইলে আল্লাহর অভিশাপের অধিকারী হইবে, কারণ সে ন্যায্য দাবীর মধ্যে বাধা দিয়াছে আর ন্যায্য অধিকারে বাধাদানকারী বিদ্রোহী। *

ولو ان يقاتل عن ذلك' فان قتل فعلى قاتله القود' وان قتل المانع فالى لعنة الله' لانه منع حقا ومانع الحق باغ على اخيه الذى له الحق –

যে স্থানে পানি অতিশয় দুর্লভ, কেহ যদি তথায় পাত্রে রক্ষিত পানি চুরি করে, তাহাহইলে চোরের হাত কাটা হইবেনা। †

او سرقه فى موضع يعز وجوده وهو يساوى نصابا لم تقطع يده –

ছোট ছোট নদী ও খাড়ির পানি:—

ছোট নদী ও খাড়ি যাহা ব্যক্তিবিশেষের অধিকৃত এবং যে স্থানে পানীয় ও সেঁচের পানির জন্য লোকের ভীড় বেশী, সে স্থানে প্রথম যেব্যক্তি আগমন করিবে তাহাকে সর্ব্বপ্রথম পানি ছাড়িয়া দিতে হইবে, তারপর পায়ের গাঁইট পরিমাণ পানি না জমা পর্য্যন্ত পানি আটকাইয়া রাখার পর পরবর্ত্তী ব্যক্তির ক্ষেত্রের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে। সমস্ত ভূমির সেঁচ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রূপে পানি আটক রাখা ও ছাড়িয়া দেওয়ার কার্য্য চালাইতে হইবে। ‡

ان كان نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون فى مائه اويسيل يتشاح فيه اهل الارض الشاربة منه' فانه يبدأ بمن فى اول النهر فيسقى ويحبس الماء حتى يبلغ الى الكعب' ثم يرسل الى الذى يليه فيصنع كذلك وعلى هذا الى ان تنتهى الاراضى كلها –

বড় বড় নদনদীর পানি সম্বন্ধে ব্যবস্থা:

গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর ন্যায় নদনদী এবং

* البدائع الصنائع
† নয়লুল আওতার।
‡ হেদায়া: (৪) ১১৯ পৃ:।

* আল্মুহাল্লা: (৬) ১৫৯ পৃ:। † হেদায়া: (৪) ১১৯ পৃ:। ‡ আল্মুগ্নি: (৬) ১৬৯ পৃ:।

বিশাল হ্রদ ও বিল প্রভৃতির পানি স্টেটের সমুদয় অধিবাসীর সম-অধিকার ভুক্ত। কাসানি (৫৮৭) বলেন : ছয়হুন, জয়হুন, দজ্‌লা ও ফোরাৎ এবং অনুরূপ বৃহদাকার নদীগুলি কোন ব্যক্তি বা দলের অধিকারভুক্ত নয় এবং ঐ সকল নদীর পানিরও কেহ মালিক হইতে পারেনা। নদীগর্ভ অর্থাৎ যে অঞ্চল দিয়া নদী প্রবাহিত হয় তাহা ও তাহার গর্ভ (River bed) ব্যক্তিগত ভাবে কাহারো অধিকৃত নয়।

الانهار العظام كسيحون وجيحون ودجلة والفرات ونحوها فلا ملك لاحد فيها ولا فى رقبة النهر ولا لاحد حق خاص فيها ولا فى الشرب' بل هو حق عامة المسلمين' فلكل احد ان ينتفع بهذه الانهار بالشفة والسقى –

উল্লিখিত নদনদীর উপর কাহারো পানের বা অনুরূপ বিশিষ্ট দাবী ও অধিকার গ্রাহ্য হইবেনা। উক্ত নদীগুলি এবং উহাদের গর্ভ সর্ব্বসাধারণ মুছলমান এবং ইছ্‌লামি স্টেটের অধীনস্থ অমুছলমানগণের অধিকারভুক্ত। সকলেই পানের এবং সিঞ্চনের জন্য উক্ত নদী সমূহের পানি ব্যবহার করার তুল্যরূপে অধিকারী। মব্‌দছিও আপন বিরাট ফিক্‌হগ্রন্থে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। *

বড় বড় নদীর খাল :—

কাসানি ও হেদায়ার গ্রন্থকার বলেন : যদি কেহ বড় বড় নদী হইতে খাল কাটিয়া আপন শস্যভূমিতে লইয়া যায় এবং তাহার ফলে অন্য— কাহারো জমি যদি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অথবা স্টেটের সাধারণ নাগরিকদের অন্য কোন রূপ ক্ষতি সাধিত না হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেন্টের অথবা অন্য কাহারো তাহাকে খাল কাটার কার্য্যে বাধাদিবার অধিকার থাকিবেনা। †

له ان يشق اليها نهراً من هذه الانهر' وليس للامام ولا لاحد منعه عنه –

ঐ সকল নদী হইতে সেঁচের জন্য ডোঙ্গা স্থাপন বা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করারও সকলের সম-অধিকার রহিয়াছে। *

সাধারণ রাজপথের কোনরূপ ক্ষতিসাধন না করিয়া যেমন সকলেই তাহা অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, বড় বড় নদীগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু খাল কাটার দরুণ যদি নদীর ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক মুছলমানের খাল কাটার কার্য্যে বাধা দিবার অধিকার আছে। †

كل واحد بسبيل من الانتفاع لكن بشريطة عدم الضرر كالانتفاع بطريق العامة وان اضر بالنهر فلكل واحد من المسلمين منعه –

সাগরের পানি :

হেদায়ার সঙ্কলয়িতা বলেন : সমুদ্রের পানি-দ্বারা উপকৃত হওয়া, সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়ার সমতুল্য। কোন কারণেই কাহাকেও নিষেধ করা চলিবেনা। ‡ অর্থাৎ সকলেই অবাধ ও যদৃচ্ছভাবে সাগরের পানি ব্যবহার করার অধিকারী।

والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء' لايمنع من الانتفاع به على اى وجه شاء –

মৎস্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা :

পানির আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে মৎস্যের প্রসঙ্গও দেখা দেয়। আকাশের পাখীর কেহ মালিক নাই, যে শিকার করিয়া জীবন্ত বা মৃত ধরিতে পারিবে, পাখীর অধিকারী বলিয়া তাহাকে গণ্য-করা হইবে। কাহারো পুকুরে, বাগানে বা ক্ষেতে পাখী চরিয়া বেড়ায় বলিয়া না ধরা পর্য্যন্ত সেগুলি বিক্রয় করার তাহার অধিকার জন্মেনা। ঐ ধরণের প্রাণীকে কাহারো ব্যক্তিগত অধিকারে অর্পণ করার ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের নাই। হেদায়ার টীকা 'এনায়া'য়

---

* হেদায়া : (৪) ১১৯ পৃঃ ; ও আলবাদায়ে, আল্‌মুগনি : (৬) ১৬৯ পৃঃ।

† হেদায়া : (৪) ১১৯ পৃঃ, ও আল্‌বাদায়ে।

* হেদায়া : (৪) ১১৯ পৃঃ ; ও আল্‌বাদায়ে। আল্‌মুগনি : (৬) ১৬৯ পৃঃ।

† আলবাদায়েউছ্‌ছানায়ে'।

‡ হেদায়া : (৪) ১০৯ পৃঃ।

কথিত হইয়াছে যে: নির্দ্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল প্রাণীর স্বত্ব অর্পণ করার অধিকার শাসকের নাই। এমনকি শাসনকর্ত্তা জল বা স্থলের কোন নির্দ্দিষ্ট শিকার ধরিবার অধিকার ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করিলেও শিকার ধরার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি উক্ত শিকারের মালিক হইবেনা। *

الامام لايملك ان يخص واحدا دون واحد بذلك حتى لو امر واحدا ان يأخذ شيئًا صيدا بعينه من بر او بحر لايملك المامور قبل الاخذ والاصطياد –

বনের হরিণ ও আকাশের পাখীর মতই পানির মাছের অবস্থা। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পানির মাছ বিক্রয় করার কাহারো অধিকার আছে কি না? ইমাম আবুহানিফা (রহঃ) ও কাযী আবু ইউছফ প্রমুখ ফকিহ (Jurist) গণের অভিমত এই যে, আকাশের পাখীর ন্যায় পানির মাছও বিক্রয় করা চলিবেনা। কিন্তু নিষিদ্ধতার কারণ অনধিকার নয়, কারণ যে ব্যক্তি মাছ ধরিবে, ধরারপর মাছের উপর তাহার মালিকানা অধিকারও জন্মিবে; যাঁহারা নিষেধ করিয়াছেন তাঁহারা ধোকার আশঙ্কা করিয়াই নিষেধ করিয়াছেন, কারণ পানির ভিতরকার মাছের অবস্থা অবগত হইবার উপায় নাই, স্বতরাং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবস্থাই অনিশ্চিত এবং ধোকায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাযী আবু ইউছফ উলা বিনে মুছাইয়েবের প্রমুখাৎ উমর ফারুকের (রাযিঃ) উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা পানির ভিতরকার মাছ বিক্রয় করিওনা, لاتبايعوا السمك فى الماء، فانه غرر – কারণ উহা অজ্ঞাত ফাঁকির ব্যবসা! কাযী আবু-ইউছফ ইয়াযিদ বিনে যিয়াদের ছনদে আব্দুল্লাহ বিনে মছ্উদের (রাযিঃ) উক্তিও উল্লিখিত মর্ম্মে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। †

কিন্তু আলিমুর্ত্তযা (রাযিঃ) বাবিলোনিয়ার 'বুরূছ' নামক বন্য বিলসমূহ চারি হাজার দিরহমের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন এবং বন্দোবস্তের পাট্টা চর্ম্মপত্রে লিখিয়াছিলেন।

ইমাম আবু-হানিফা (রহঃ) স্বীয় উছ্তায হাম্মাদের প্রমুখাৎ খলিফা উমর বিনে আবদুল আযিয কর্ত্তৃক বন্য বিলের মাছ বিক্রয় করার অনুমতি রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। *

মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মতভেদ নাই। সমুদ্র, সাগর ও নদী প্রভৃতির মাছ, যাহা মুক্ত ও সীমাহীন পানিতে বিচরণ করে এবং যাহার পরিমাণ, প্রকরণ ও অবস্থা নিশ্চিত রূপে জানার উপায় নাই, তাহার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং সেরূপ মাছের উপর কাহারো মালিকানা স্বত্ব বর্ত্তিবেনা, গভর্ণমেণ্টও ঐ রূপ মাছ কোন ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত বা ইজারা প্রদান করার অধিকারী নয়, উহা স্টেটের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসীর অধিকারভুক্ত এবং সকলেই উহা ধরিবার এবং ধরার পর বিক্রয় করার তুল্য ভাবে অধিকারী। ইহা উমর ফারুক, ইব্নে-মছ্উদ, ইব্নে-উমর প্রমুখ ছাহাবাগণ (রাযিঃ) এবং হাছান বছ্রী, নাখায়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আবুহানিফা, ইমাম শাফেয়ী, কাযী আবুইউছফ, ইমাম আবু ছওর প্রভৃতি বিদ্বানগণের অভিমত। আলি মুর্ত্তযা (রাযিঃ), উমর বিনে আবদুল আযিয ও ইমাম ইবনো আবি লায়লা প্রভৃতির বাচনিক যে অনুমতির কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে, যেমন আবদ্ধ বিল, বাওড় ও পুকুর প্রভৃতিতে যে মাছ আটক থাকে এবং যাহার পরিমাণ ও অবস্থা অবগত হওয়া সম্ভবপর, সে গুলির ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ এবং তাহার উপর মালিকানা অধিকার সাব্যস্ত হইবে। স্বয়ং কাযী আবু ইউছফও এই শ্রেণীর মাছের ক্রয় বিক্রয়কে সিদ্ধ বলিয়াছেন। তিনি বলেন: فان كان يؤخذ باليد من غير ان يصاد، فلابأس ببيعه، ومثله اذا كان যে পানিতে হাতের

* এনায়া (বুলাক) ৪র্থ খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

† কিতাবুল খিরাজ, ১০৪ পৃঃ।

* কিতাবুল খিরাজ: ১০৪ পৃঃ।

يؤخذ بغير صيد كمثل سمك في حب –

সাহায্যে মাছ ধরা যায় বা কূপ প্রভৃতির ন্যায় স্থান যেস্থানে শিকারের কৌশল অবলম্বন না করিয়াই মাছ ধরিতে পারাযায়, তাহার ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ। উমর বিনে আবদুল আযিযও যে পানির মাছ বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছিলেন তাহাকে তিনি (الحبس) 'আটক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে কোদামার বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

فيمن له اجمة يحبس السمك فيها يجوز بيعه' لانه يقدر على تسليمه ظاهرا اشبه ما يحتاج الى مؤنة فى كيله و وزنه ونقله -

যে সকল বন্ধ বিলে মাছ আবদ্ধ থাকে, খলিফা উমর বিনে আবদুল আযিয ও ইবনে আবি-লায়লা সে গুলির মাছ বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছিলেন, কারণ বিক্রয়কালে মৎস্যের পরিমাণ, ওজন ও স্থানান্তর করণের সমুদয় ব্যাপার প্রকাশ্যে সম্পাদন করা সম্ভবপর। *

জনপদের আশে পাশে যে সকল খাল, খাড়ি, বাওড় ও এঁদো পুকুর থাকে এবং সেগুলিতে স্বাভাবিক ভাবে যে মাছ জন্মে, রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দকে সাধারণ ভাবে সেগুলি শিকার করার অনুমতি না দিলে অন্ততঃ হানাফী ফিক্‌হসূত্রে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হইবে।

অন্যান্য জলজ মূল্যবান সামগ্রী।

সাগর ও নদ-নদীতে মাছ ছাড়া অন্যান্য যে সকল মূল্যবান বস্তু উৎপন্ন হয়, যেমন অম্বর, মুক্তা প্রভৃতি, সেগুলিকেও ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম ইব্‌নো আবিলায়লা রাহেমাহুমাল্লাহ মুক্ত পানির মাছের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, অর্থাৎ ও সমস্তই স্টেটের সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি, যাহার ইচ্ছা তাহার ওগুলি সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিবার এবং তদ্দারা লাভবান হইবার অধিকার রহিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ শুল্ক দিতে হইবেনা। †

قد كان ابوحنيفة وابن ابى ليلى يقولان : ليس فى شئى من ذلك شئى' لانه بمنزلة السمك –

কিন্তু মহামতি ইমামদ্বয়ের উক্তি দ্বিতীয় খলিফা উমর ফারুক ও আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের (রাযিয়াল্লাহো আন্‌হুমা) অভিমতের প্রতিকূল। কাযী আবু ইউছফ ছনদ সহকারে ইব্‌নে আব্বাছের বরাতে ফারুকে আযম সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ইব্‌নে উমাইয়াকে সমুদ্রের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি হয্‌রত উমরকে লিখিয়া পাঠান যে,

استعمل يعلى بن امية على البحر فكتب اليه فى عنبرة وجدها رجل على الساحل يسئاله عنها وعما فيها ؟

জনৈক ব্যক্তি সমুদ্রোপকূলে তিমিমাছ ধরিয়াছে এবং উহার পেটে অম্বর পাইয়াছে সেই তিমি ও তাহার অন্তর্জাত অম্বর সম্বন্ধে কি করিতে হইবে? উমর ফারুক জওয়াব দেন যে, সমুদ্র হইতে উত্তোলিত فيما اخرج الله من البحر الخمس মূল্যবান সামগ্রীর পঞ্চমাংশ শুল্ক স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। ইব্‌নে আব্বাছ (রাযিঃ) বলেন : وذلك رايى আমার অভিমতও ইহাই। *

ইমাম আবু হানিফার প্রধানতম শিষ্য তৎকালীন ইছ্‌লাম-জগতের প্রধান বিচারপতি কাযী আবু ইউছফ এই মছ্‌আলায় উছ্‌তাযের বিরোধ করিয়াছেন, তিনি উমর ফারুক ও ইব্‌নে আব্বাছের অনুসরণ করিয়া উত্তোলনকারীর জন্য ⅕ অংশ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মত অনুসারে শুল্ক কেবল মুক্তা ও মর্‌জান, অম্বর প্রভৃতি অলঙ্কার ও সুগন্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেন :

فان فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس فاما غيرهما فلا شئى فيه' اتبعنا الاثر ولم نر خلافه –

আমি হাদিছের অনুসরণ করিয়াছি এবং তাহার ব্যতিক্রম সঙ্গত মনে করিনা। †

কিন্তু কাযী আবু ইউছফ যে ছনদে হয্‌রত উমর ও ইব্‌নে আব্বাছের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার অন্যতম পুরুষ হাছান বিনে আম্মারাকে হাফেয

* কিতাবুল খিরাজ : ১০৩ পৃঃ ; আলমুগ্‌নি : (৪) ২৭২ পৃঃ। † কিতাবুল-খিরাজ, ৮৩ পৃঃ।

* কিতাবুল-খিরাজ, ৮৩ পৃঃ।
† ঐ ঐ

ইব্‌নে-হয্‌ম পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। * হাফেয যায়লায়ী ছহিহ ছনদ সহকারে ইব্‌নে আব্বাছের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমুদ্র হইতে উত্তোলিত মূল্যবান সামগ্রীর জন্য শুল্ক নাই এবং হাফেয ইব্‌নে হয্‌মের অভিমতও ইহাই। †

তরল খনিজপদার্থের ব্যবস্থা :

কাযী আবূ-ইউছফ বলেন : আমি যতদূর অবগত আছি কেরোসিন, আল্‌কাতরা, পারদ ও মুমিয়ার যদি কোন কূপ জমির ভিতর প্রবাহিত থাকে, সে জমি উশরি হউ অথবা খেরাজী, উল্লিখিত পদার্থসমূহের উপর কোন শুল্ক ধার্য্য করা চলিবেনা। ‡

ليس فى النفط والقير والزئبق والمومياء اذا كان لشئ من ذلك عين فى الارض شئى يعلمه' اذا كان فى ارض عشر او ارض خراج –

হাম্বলী ফিক্‌হের "মুকান্না" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, প্রকাশ্য খনি যথা লবণ আলকাতরা, সুর্মা, দস্তা ও কেরোসিন প্রভৃতি পদার্থের খনিসমূহের কোন ব্যক্তি অধিকারী হইবেনা, ঐ সকল পদার্থের খনিগুলিকে উদ্ধার ও আবাদ করিয়াও নয় এবং গভর্ণমেন্টের পক্ষেও ওগুলি কাহাকেও জায়গীর বা বন্দোবস্তে দেওয়া বৈধ নয়। ¶

ولاتملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والكحل والجص والنفط بالاحياء' وليس للامام اقطاعه –

আল্লামা মক্‌দছি (৬৩০) ইমাম খর্‌কির "মুখ্‌তাছারে"র ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুগ্‌নিতে লিখিয়াছেন : প্রকাশ্য খনির তাৎপর্য্য এই যে, বিনাশ্রমে খনিজ পদার্থ লাভকরা যে সকল খনিতে সম্ভবপর, যাতায়াতের পথ যেখানে সুগম

ان المعادن الظاهرة وهى التى يوصل ما فيها من غيرمؤنة ينتا بها الناس وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير والموميا، و النفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين واشباه ذلك

এবং জনসাধারণ যদ্দ্বারা সাধারণভাবে উপকৃত হইয়া থাকে। যেমন : লবণ, পানি, গন্ধক, আল্‌কাতরা, মুমিয়া, কেরোসিন, সুর্মা, প্রস্তর, চুণি এবং মাটি উত্তোলিত করার স্থান এবং অনুরূপ বস্তুসমূহের খনি উদ্ধার ও আবাদ করিলেও কাহারো অধিকারভুক্ত হইবেনা এবং কোন ব্যক্তি বা দলকে উহা জায়গীরে বা বন্দোবস্তে দেওয়া চলিবে-না এবং মুছলমানদিগকে ওগুলির ব্যবহার হইতে নিবৃত্তকরা বৈধ হইবেনা, কারণ এরূপ নিষেধাজ্ঞার ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ও অসুবিধায় পড়িবে। *

لاتملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها لاحد من الناس ولا احتجازه دون المسلمين' لان فيه ضررالمسلمين وتضييقا عليهم –

লবণের কথা :

লবণের যে সকল খনি প্রকাশ্য অর্থাৎ বিনাশ্রমে যে স্থান হইতে লবণ লাভকরা যায় এবং সকলসময় জনসাধারণ যে খনিতে যাতায়াত করিতেছে এবং ব্যবহার করিতেছে, সে শ্রেণীর লবণের খনি জনসাধারণের জন্য মুক্ত থাকিবে এবং তজ্জন্য কোনরূপ শুল্ক প্রযোজ্য হইবেনা, এ সম্বন্ধে ফকিহগণের মধ্যে দ্বিমত নাই এবং উক্ত অভিমত ছহিহ হাদিছের সাহায্যে প্রমাণিত। ইমাম আবু উবায়দ তদীয় আম্‌ওয়ালে এবং আবু-দাউদ ও তিরমিযি স্বস্ব ছুননে আব্‌য়ায বিনে হাম্মালের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে ইয়েমেনের মাআরিব নামক লবণের হ্রদ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। জনৈক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিলেন, আপনি যাহা আব্‌য়াযকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিলেন, তাহা লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার! রছুলুল্লাহ (দঃ) ইহা অবগত হইয়া উক্ত জায়গীর ফিরাইয়া লইলেন। †

انه استقطع رسول الله صلے الله عليه الملح الذى بمارب' فقطعه له – قال فلما ولى قيل : يارسول الله' اتدرى ما قطعت له ? انما اقطعته الماءالعد - قال : فرجعه منه

* আল্‌মুহাল্লা : (৬) ১১৭ পৃঃ ; † নছ্‌বুর্‌রায়া : (১) ৪০৭। ‡ কিতাবুল খিরাজ, ৬৭ পৃঃ। ¶ শর্‌হেকবির : (৬) ১৫৪ পৃঃ।

* আলমুগ্‌নি : (৬) ১৫৬পৃঃ। † কিতাবুল আম্‌ওয়াল, ২৭৭ পৃঃ ; ছুননে আবিদাউদ : (৩) ১৩৯ পৃঃ।

ইব্‌নেকোদামা উপরোক্ত হাদিছ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : রছুলুল্লাহ (দঃ) যে মাআরিবের লবণ-হ্রদের জায়গীর ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, উহা মুছ্‌লিম জনসাধারণের স্বার্থসম্পর্কিত বস্তু ছিল, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও আবাদকার্য্যের জন্য উহা দান করা বা জায়গীর স্বরূপ কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া বৈধ নয়, যেমন পানির অফুরন্ত ভাণ্ডার ও মুছলমানগণের রাজপথ।

لان هذا تتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز احياؤه ولا اقطاعه كمشارع الماء وطرقات المسلمين —

ইমাম ইব্‌নেআকিল বলেন যে, সর্ব্বসাধরণের অতি প্রয়োজনীয় আল্লাহর অনুকম্পা-প্রদত্ত এই সকল সম্পদ যদি কাহারো ব্যক্তিগত স্বত্বে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির জনসাধারণকে নিষেধ করার অধিকার জন্মিবে এবং তাহার ফলে তাহারা অসুবিধায় পড়িবে, যদি সে মূল্য গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা দুর্ম্মূল্য হইয়া যাইবে এবং সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে বিনাশ্রমে ও মূল্যে যেবস্তু ব্যবহৃত হওয়া অভিপ্রেত ছিল, সে উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও এই অভিমত পোষণ করেন। *

هذا من مواد الله الكريم وفيض جوده الذى لاغناء عنه، فلو ملكه احد بالاحتجاز ملك منعه، فضاق على الناس، فان اخذ العوض عنه اغلاه، فخرج عن الموضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الحوائج من غير كلفة —

লবণ প্রস্তুতির কারখানা :—

সমুদ্রোপকূলে এমন যদি কোন স্থান থাকে, যেখানে সমুদ্রের পানি আসিয়া জমিলে লবণে পরিণত হয়, সেরূপ খনি সম্বন্ধে আইনজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

ان كان بقرب الساحل موضع اذا حصل فيه الماء صار ملحاً —

† হাম্বলী এবং এক দল আহ্‌লেহাদিছ বলেন যে, লবণের ঐ সকল খনিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইবেনা এবং গভর্ণমেণ্ট কাহাকেও ওগুলি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতে পারিবে না, কারণ লবণের খনির উদ্ধার বা আবাদ কার্য্যের দ্বারা উহার উপর ব্যক্তিগত অধিকার জন্মিতে পারেনা। * কিন্তু সাধারণ ফকিহগণের অভিমত এই যে, কথিত শ্রেণীর খনির উপর ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হইবে এবং ও-গুলি বন্দোবস্তেও দেওয়া চলিবে। সমুদ্রের উপকূলে ঐ রূপ ফ্যাক্টরী স্থাপন করার দরুণ মুছ্‌লিম জনমণ্ডলীর কোনরূপ অসুবিধার কারণ নাই, বরং আবাদকারীর আচরণ দ্বারা উক্ত খনির সাহায্যে ব্যাপক সুবিধা ভোগের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে, সুতরাং অন্যান্য অপ্রকাশ্য ও অনাবাদি জমি সমূহের ন্যায় ওগুলিকে ব্যক্তিগত অধিকার বা জায়গীর ও বন্দোবস্তে দেওয়া নিষিদ্ধ হইবেনা এবং কথিত শ্রেণীর খনিগুলিকে আবাদ করার তাৎপর্য্য হইতেছে আবশ্যক ভাবে ওগুলিকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলা, অর্থাৎ মৃত্তিকা খনন করিয়া উহাকে গভীর ও প্রশস্ত করা, সমুদ্র হইতে নালা কাটিয়া উহার সহিত যুক্ত করা, যাহাতে সমুদ্রের পানি গর্ত্তে আসিয়া জমা হইতে থাকে। ‡

قال اصحابنا : وليس للامام اقطاعها لانها لاتملك بالاحياء

ملك بالاحياء وللامام اقطاعه لايضيق على المسلمين باحداثه بل يحدث نفعه بفعله فلم يمنع منه كبقية الموات — واحياء هذا تهيئة لما يصلح له من حفرترابه وتمهيده و فتح قناة اليه تصب الماء فيه —

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইব্‌নেকোদামা বলেন যে, কথিত—শ্রেণীর লবণ খনিগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা যে বৈধ, ইহাই সঠিক কথা। ‡

গুপ্ত খনি সম্বন্ধে ব্যবস্থা :—

শ্রম ও পুঁজি ব্যতীত যেসকল খনির ভিতর হইতে অন্তর্নিহিত পদার্থ

المعادن الباطنة : وهى

* আল্‌মুগ্‌নি : (৬) ১৫৬ ও ১৫৭ পৃঃ।
† শরহেকবির : (৬) ১৫৬ পৃঃ।

* আলমুগ্‌নি : (৬) ১৫৮ পৃঃ। † শরহেকবির : (৬) ১৫৬ পৃঃ। ‡ আলমুগ্‌নি (৬) ১৫৮ পৃঃ।

উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসক, স্ফটিক, ফিরোজা (Turquoise) প্রভৃতির খনিকে গুপ্ত খনি বলা হয়। * পাথরকয়লাও এই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

التى لا يوصل اليها الا بالعمل والمؤنة كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج –

ইমাম আবুহানিফা (রহঃ) বলেন : রাজস্ব-ভূমি হউক অথবা উশরি-ভূমি, মুছ্লিম ও অমুছ্লিম নির্ব্বিশেষে উত্তোলিত পদার্থের পঞ্চমাংশ শুল্ক স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু নিজ বাড়ীতে এরূপ খনি আবিষ্কৃত হইলে কিছুই দিতে হইবে না। কিন্তু কাযী আবুইউছফ ও ইমাম মোহাম্মদ বলেন যে, নিজ বাড়ীতে আবিষ্কৃত খনিরও পঞ্চমাংশ দিতে হইবে। ✠

معدن ذهب او فضة او حديد او رصاص او صفر وجد فى ارض خراج او عشر ففيه الخمس ولو وجد فى داره معدنا فليس فيه شئ عند ابى حنيفة وقالا : فيه الخمس –

ইমাম মালেকের অভিমত এই যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য পদার্থের জন্য কিছুই দিতে হইবেনা। যে পরিমাণের উপর যাকাৎ ফরয হয়, সেই পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাওয়া গেলে অবিলম্বে যাকাৎ পরিশোধ করিতে হইবে। ❋

فى معادن الذهب و الفضة الزكاة معجلة فى الوقت ان كان مقدار ما فيه الزكاة ولاشئ فى غيرها

ইমাম লয়েছ বিনে ছাআদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম দাউদ যাহেরী ও ইমাম ইবনে হায্ম রাহেমাহুম প্রভৃতি বলেন যে, উৎপন্ন শস্য ছাড়া অন্য জিনিষে যাকাৎ নাই এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য এই দুই বস্তু ছাড়া অন্য খনিজ পদার্থে যাকাৎ নাই এবং তাহাও বৎসর কালের পর পরিশোধ্য। *

لازكاة فى مال غيرالزرع الابعد الحول والمعدن من جملة الذهب والفضة فلاشئ فيها الا بعد الحول -

এ গেল শুল্কের কথা, কিন্তু গুপ্ত খনিগুলির উপর কাহারো মালিকানা স্বত্ব থাকিতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে ইমাম ইবনে কোদামা বলেন যে, সঠিক কথা এই যে, থাকিতে পারে এবং ওগুলি বন্দোবস্তে দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহা ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম সিদ্ধান্ত, কারণ ওগুলি প্রকাশ্য ছিল না, মানুষ মাটি খুঁড়িয়া খনিগুলি আবিষ্কার করিয়াছে। হাম্বলী ও শাফেয়ী মযহবের প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে খনন ও আবিষ্কার করা স্বত্ত্বেও ওগুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হইবেনা। ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুসারে ব্যক্তিগত অধিকার সাব্যস্ত হইতে পারে, কারণ ওগুলি অনাবাদি মৃতের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল, শ্রম ও অর্থব্যয় ছাড়া উপকৃত হইবার উপায় ছিল না, সুতরাং উদ্ধারকার্য্যের সাহায্যে অধিকার সাব্যস্ত হইবে। ✠

ان لم تكن ظاهرة فحفرها انسان واظهرها لم تملك بذلك فى ظاهر المذهب الشافعى ويحتمل ان يملكها بذلك وهو قول للشافعى لانها موات لا ينتفع به الا بالعمل والمؤنة فملك بالاحياء –

বর্ণিত শ্রেণীর খনিগুলিকে জায়গীরে প্রদান করার প্রমাণ স্বরূপ একটী হাদিছ পেশ করা হইয়া থাকে : ছুননে আবিদাউদে আবদুল্লাহ বিনে আম্র বিনে আওফ মুযানির পিতামহের বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বিলাল বিনুল হারছ মুযানিকে "কিবালীঈয়া" নামক স্থানের সমুদয় উচ্চ ও নিম্নভূমির খনিগুলি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। ❋

اقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها –

কিন্তু হাফেয ইব্নো আব্দিলবর্ ও হাফেয ইব্নে-

* শরহেকবির : (৬) ১৫৫ পৃঃ। ✠ হেদায়া : (১) ৩৪৪ পৃঃ। ❋ আলমুহাল্লা : (৬) ১০৮ পৃঃ।

* আলমুহাল্লা : (৬) ১১১ পৃঃ।
✠ আলমুগ্নি : (৬) ১৫৭ পৃঃ।
❋ ছুননে আবিদাউদ : (৩) ১৩৮ পৃঃ।

হায়্ম এই হাদিছকে মুর্ছাল বলিয়াছেন। * সুতরাং এই হাদিছের সাহায্যে বিশেষ কিছু প্রমাণিত হয় না। আর শ্রম ও অর্থব্যয়ের জন্যই যে অপ্রকাশ্য খনিগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে, তাহাও সঙ্গত উক্তি নয়, কারণ ব্যক্তিগত অধিকারে ছাড়িয়া না দিয়া রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অথবা সাময়িক বন্দোবস্তের সাহায্যেও উল্লিখিত খনিগুলি জনসাধারণের অধিকারে থাকিতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ফেক্‌হ-গ্রন্থ হেদায়ার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্‌নুল-হুমাম লিখিতেছেন : খনি হইতে তিন প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। প্রথম : এমন কঠিন পদার্থ যাহা বিগলি হয় ও তাহাতে ছাপ অঙ্কিত হইতে পারে, যেমন স্বর্ণ রৌপ্য, স্টিল এবং হেদায়ার লেখক তাহার সঙ্গে আর যে সকল দ্রব্য উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় : এমন কঠিন পদার্থ যাহাতে ছাপ অঙ্কিত হয় না যেমন দস্তা, চুন, সুর্মা, আর্সেনিক এবং প্রস্তর যথা হীরক ও লবণ প্রভৃতি, তৃতীয় : তরল পদার্থ যথা পানি, আল্‌কাতরা ও কেরোসিন। হানাফী স্কুলের বিধান মত কেবল প্রথম শ্রেণীর খনিজ পদার্থের পঞ্চমাংশ শুল্ক স্বরূপ দিতে হইবে এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য কোন খনিজের উপর শুল্ক নাই। *

ان المستخرج من المعدن ثلاثة انواع : جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد وما ذكره المصنف معه - و جامد لاينطبع كالجص والنورة والكحل والزرنيخ وسائر الاحجار كاليا قوت والملح - وما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولايجب الخمس الا في الاول وعند الشافعي ولايجب الا في النقدين -

কিন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা কেবল ধনিকের দল উপকৃত হইবে এবং রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষে উহা সহায়ক হইবে না, সুতরাং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য খনিগুলি আহ্‌লেহাদিছ, শাফেয়ী ও হাম্বলী স্কুলের ব্যবস্থা মত জনসাধারণের অধিকৃত থাকা অধিকতর মঙ্গলজনক এবং সেগুলি ষ্টেটের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

والله اعلم وعلمه اتم

* আওনুল মাবুদ (৩) ১৩৯; আলমোহাল্লা : (৬) ১১০ পৃঃ।

* ফত্‌হুল কদির : (১) ৩৪৪ পৃঃ।

ادارية
সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم -

نحمده و نصلى على رسوله الكريم -

সতর্কতার সংকেত :—

রাষ্ট্রকে আসন্ন বিপদ হইতে মুক্ত এবং সংকটোপায়ে তাহার সংরক্ষণ ও দৃঢ়তার জন্য প্রাণপাত করা ষ্টেটের প্রত্যেক বিশ্বস্ত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য,—ধর্ম। রোগ নির্মূল করার উপায় রোগকে অস্বীকার বা গোপন করিয়া রাখা নয়, রোগের সমুদয় উপসর্গ ও নিদান অনুসন্ধান করিয়া দেখা চিকিৎসকের প্রধান কর্তব্য এবং চিকিৎসার প্রথম নিয়ম। হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সাংবাদিক দল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা ও উপনেতাগণ সকলেই সমস্বরে পাকিস্তানকে বিশ্বসভায় সকল অনিষ্টের মূল সাব্যস্ত করার জন্য যেরূপ ভাবে অসত্য ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং হিন্দুস্থানরাজ্যে যুগপৎভাবে পাকিস্তান ও ইছ্‌লাম বিদ্বেষের দাবাগ্নি যেরূপ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য ভাবে দিগন্তপ্রসারী হইয়া পড়িতেছে,

তাহার আশু ও সমুচিত ব্যবস্থা হওয়া একান্ত—আবশ্যক। অশান্তির আগুন যাহাতে চিরতরে ও সম্পূর্ণ ভাবে নির্ব্বাপিত হয়, সে চেষ্টার পরিবর্ত্তে তাহাকে ধূমাচ্ছন্ন অবস্থায় দৃষ্টি ও মনের আড়াল করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়, তাহাতে কোনই কল্যাণ নাই। পাকিস্তান যত সহজে পাকিস্তানিগণ লাভ করিয়াছেন, উহার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের কাজ তত সহজ সাধ্য নয়। দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যবোধ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বুদ্ধিমত্তার যে সকল অগ্নিপরীক্ষা আজ ভিতরে ও বাহিরে আরম্ভ—হইয়াগিয়াছে, সে গুলিতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে আমাদের পতন অনিবার্য। কেবল ভোজ সভার ছড়াছড়ি করিয়া লম্বা বুলি আওড়াইয়া এবং ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধ-অনুকরণে বিলাসিতা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও আত্মসর্ব্বস্বতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানকে রক্ষাকরা কস্মিন কালেও সম্ভবপর হইবে না। সময় থাকিতে হুশিয়ার হইতে পারিলে আল্লাহর ফযলে আশঙ্কার কিছুই নাই, কিন্তু সময় খুব অল্প! আমরা তাই এ সম্পর্কে সতর্কতার সংকেত উচ্চারণ করিতেছি।

পাকিস্তান অর্জ্জনের পর:—

হিন্দু ও মুছলমান উভয় সম্প্রদায়ের আপোষ চুক্তির ফলেই ভারতবিভাগের কার্য্য সম্পাদিত—হইয়াছে এবং এই উপ-মহাদেশে দুইটী সার্ব্বভৌম ও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। মনে হইয়াছিল যে, অতীতের সমুদয় অপ্রীতিকর স্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিয়া অতঃপর উভয় রাষ্ট্র সদ্ভাব ও সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন রাজ্যের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে তৎপর হইবেন, উভয় রাষ্ট্রে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিবে এবং ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ভাষা নির্ব্বিশেষে সকলেই আপনাপন রাজ্যে নাগরিকতার পূর্ণ অধিকার সম্ভোগ করিতে থাকিবেন। আমাদের ন্যায় উভয় রাষ্ট্রের বহু অধিবাসী যে এই মনোভাব ও আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হইবার অব্যবহিতকাল পর হইতে হিন্দুস্থানের বৃহত্তর সমাজ এবং উক্ত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে উভয় রাজ্যের শান্তিকামী ও ন্যায়নিষ্ঠ দলের সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। মুখে মুখে ধর্ম্মনিরপেক্ষ (Secular) ষ্টেট বলিয়া দাবী করিলেও সমগ্র হিন্দুস্থান হইতে মুছলমানদের ধর্ম্ম, তামাদ্দুন ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মুছলমানগণের অস্তিত্বকেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করার নারকীয় অভিযান হিন্দুস্থানে আরম্ভ করা হইয়াছে। মুছলমানগণের ধর্ম্মীয়, তামাদ্দুনি ও সাহিত্যিক অধিকারকে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রে কি ভাবে পদদলিত করা হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা এই যে,

(১) স্বাধীনতা পাইতে না পাইতেই উর্দ্দু ভাষা ও ফার্সী অক্ষরকে নির্ব্বাসিত করিয়া নাগরীভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরকে হিন্দুস্থানরাজ্যে সরকারী—ভাবে বলবৎ করা হইয়াছে। কংগ্রেসের পৌনঃপুনিক ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি এমন কি গান্ধীজীর বহুবিশ্রুত নীতিকে এ বিষয়ে যেরূপ নির্ম্মমভাবে—উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহার ফলে গান্ধীজীর চিরঅনুচর এবং কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মওলানা আবুল কালাম আযাদের ন্যায় জাতীয়তাবাদী নেতাও রাষ্ট্রভাষা সাবকমিটীর সদস্যপদে ইস্তেফা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু হিন্দুস্থানি নেতৃমণ্ডলী মওলানা আযাদের অসহায় ও লজ্জাকর অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।

(২) বিগত ঈদুলআযহায় হিন্দুস্থান রাজ্যের বহুস্থানে বলপূর্ব্বক গরু কোরবানি এবং কতকস্থানে জীবহত্যার ওজুহাতে ছাগল কোরবানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে গো-রক্ষার যে ধারা ভারতের পার্লামেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ফলে অতঃপর হিন্দুস্থানের মুছলমান নাগরিকগণের পক্ষে আইনতঃ গরু কোরবানি করা সম্ভবপর হইবে না।

(৩) যুগযুগান্তর হইতে প্রচলিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ মোহাররমের উৎসব ও মিছিল এ বারে মুছলমানদিগকে বন্ধ রাখিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

(৪) কলিকাতায় চব্বিশটী মছ্‌জিদকে অপবিত্র করিয়া হিন্দুদের বাসস্থানে পরিণত করা হইয়াছে।

(৫) ভারত রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম মুছ্‌লিম বিদ্যাপীঠ দেওবন্দে অকারণে হানা দিয়া বহু সংখ্যক মুছলমানকে হতাহত করা হইয়াছে এবং উক্ত বিদ্যাপীঠের রেক্টর যুক্ত জাতীয়তার প্রধানতম মিশনারী এবং জম্‌ঈয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মওলানা ছৈয়দ হুছাইন আহমদ মদনী এবং অপরাপর অধ্যাপকবৃন্দকে অপমানিত করা হইয়াছে।

শক্তির গৌরব :—

(৬) দেশ বিভাগের সময় স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা করিবে, সংযুক্ত হইতে পারিবে। জুনাগড় প্রভৃতি মুছলিম রাজ্যগুলি পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইবার স্বাভাবিক অভিপ্রায় প্রকাশকরা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে বলপূর্ব্বক সে গুলিকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতীয় সৈন্য ও কামানের সাহায্যে মুছলমানগণের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও নির্ম্মম নির্য্যাতনের পর হায়দ্রাবাদ অধিকার করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মেরুদণ্ড, মুছলিম অধ্যুষিত কাশ্‌মীরকে গ্রাস করার জন্য ভারত সরকার তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন এবং জগত বিশ্রুত গণভোটের ব্যবস্থাকে ধামা-চাপা দিবার জন্য কুটিলতা ও মিথ্যাচরণের কৌশলজাল বিস্তার করা হইয়াছে।

পাকিস্তানকে নির্ম্মূল করার ষড়যন্ত্র : –

(৭) পাকিস্তানের মুদ্রামানকে অস্বীকার করিয়া ভারত রাষ্ট্র অর্থনৈতিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন। অন্তরবাণিজ্যের সম্পর্ক ছেদন করিয়া— পাকিস্তানকে কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি আবশ্যক ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতে অস্বীকার করিয়া পাকিস্তানকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের পাট ক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া আর্থিক দিক দিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিম—বাঙ্গালার ট্রেন চলাচলের যুক্তব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে।

(৮) পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণের নামে যে পরিষদ গঠিত হইয়াছে, কার্য্যতঃ তাহা পূর্ব্ব-পাকিস্তানে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের গুপ্তচরের কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্নাম রটনা করা এবং হিন্দুস্থানের জনবৃন্দকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলাই এই পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। চারিমাসের অধিক কাল হইতে এই পরিষদ এবং তাহার নেতা জে, পি মিত্র প্রকাশ্য ভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুষ্ট প্রচারণার সাহায্যে হিন্দু জনসাধারণের মনে বিদ্বেষ-বিষ ছড়াইবার কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের অংশ বিশেষকে পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত পূর্ব্ববঙ্গ সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষা পরিষদ কর্তৃক বেসরকারী সৈন্য বাহিনী গঠিত হইতেছে এবং কলিকাতায় "পূর্ব বঙ্গ অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট" স্থাপন করা হইয়াছে। পাকিস্তানের ক্ষুদ্র বৃহৎ টাউন ও বিশিষ্ট পল্লী অঞ্চলে হিন্দু নারী, শিশু ও বালকদের মুখেও অখণ্ড ভারতের যপ ও 'জন গণ মন' সঙ্গীতের ঝংকার শুনা যাইতেছে। অচিরেই পাকিস্তান ফুংকারে উড়িয়া যাইবে এবং অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের সুশীতল ছায়ায় সকল হিন্দু রঘুপতি রাঘব রাজা রামের রাজত্বের সুখ উপভোগ করিবে, এই আশ্বাসবাণী পূর্ব্ব পাকিস্তানের হিন্দু নর নারীর মনকে আশান্বিত ও সেই শুভ দিনের আশায় উন্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের কতক অংশ পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করার আন্দোলন যাহাতে সফল হয়, তজ্জন্য সর্দার প্যাটেলের নিকট হইতেও পরোক্ষ আশীর্ব্বাদ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের মৌন সম্মতি আন্দোলনকারীদিগকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ :

(১০) ১৯৪৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে

পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু আমেরিকা যাত্রা করেন আর ৮ই অক্টোবর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী দিল্লিতে বসিয়া মীমাংসা করেন যে, মুছলমানগণের নিধনকামী ও গান্ধীজীর হত্যাকারী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যগণ কংগ্রেসেরও সদস্য হইতে পারিবেন। পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দ্দার প্যাটেলের রাজত্ব কালে সঙ্ঘের গুরু গোলকর মহাশয়কে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং সমগ্র ভারতে তাঁহার পরিভ্রমণ ও হত্যাসঙ্ঘের প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থা করা হয়। ৪৯ সালেও গোলকর মহারাজকে ভারত রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র মহাডম্বরে পরিভ্রমণ করিয়া দেশের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে—মুছলিম-হত্যার পবিত্র বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইবার সুবিধা প্রদত্ত হয়। পশ্চিম বাঙ্গালাতেও তিনি তাঁহার অনুচরদল কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকেন।

হিন্দুমহাসভার তৎপরতা :

(১১) ৪৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে অখিলভারত হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে পাকিস্থান বিরোধী উত্তেজনামূলক বক্তৃতাদির পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় :

মর্ম্মার্থ :— হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান অধিবেশনের অভিমত এই যে, ভারতবর্ষ হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং দ্বারকা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত আবাহমানকাল হইতে এক, অখণ্ড ও সমধর্ম্মক দেশ এবং কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সাধনা, বংশানুক্রমিকতা ও ইতিহাসের দিকদিয়া অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে গোড়াগুড়ি হইতে আবদ্ধ। কংগ্রেস এই পবিত্রভূমির গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তাঞ্চল সমূহকে বিজাতীয় (alien) ও বৈরী (hostile) স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সুযোগ দিয়াছে। ভারতের অধিবাসীবৃন্দ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব কোনদিন সমর্থন করেনাই এবং কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দল, দেশের প্রতি এই জীবন্ত ব্যবচ্ছেদের আত্মঘাতী আচরণে সম্মতি দেয় নাই। অতএব ভারতবর্ষের সামগ্রিক অংশের বিচ্ছিন্ন ইলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করার জন্য অগৌণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।

(১২) হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ খারে ২৭ শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার প্রেস-সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের স্থায়ী সমাধান একমাত্র যুদ্ধের সাহায্যেই সম্ভবপর। হায়দ্রাবাদের পৃথক সত্বা যদি ভারতের জন্য বিপজ্জনক বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব বৃহত্তর বিপদরূপে প্রমাণিত হইবে।

(১৩) ২৯ শে ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ডাঃ খারে পাকিস্তানের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। তিনি বলেন, মিঃ জিন্নাহ, পণ্ডিত নেহরু ও লর্ড মাউন্টব্যাটনের ঘরোয়া আলোচনার ফলে ভারত বিভাগ সংঘটিত হইয়াছে, ভারতের জনগণের অভিমত এ সম্পর্কে গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং আইনতঃ পাকিস্তানের কোন অস্তিত্ব নাই।

(১৪) উল্লিখিত রক্তলোলুপ ও জিঘাংসামূলক প্রচারণার প্রতিকার কল্পে হিন্দুস্থান সরকার কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পণ্ডিত নেহরু পাকিস্তান উৎসাদনের উত্তেজনা ও আয়োজনকে কেবল দায়িত্বহীন ও অর্থশূন্য বলিয়া মন্তব্য করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

মুছলিম-দ্রোহী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া :

কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও হিন্দুস্থান-রাজ্যের ছোট-বড় নেতাগণ কর্ত্তৃক পাকিস্তান ও মুছলমানগণের বিরুদ্ধে অবিরাম বিষোদ্গার, উত্তেজনাপূর্ণ প্রচারণা এবং অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিভিন্নরূপী সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দুস্থান রাজ্যের প্রায় সকল অংশেই সংখ্যালঘু বিশেষতঃ মুছলমানদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :—

(১৫) পশ্চিম বাঙ্গালার অনেক মছজিদে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। বনগ্রাম মহকুমার জামেমছজিদে গাঁজার আসর জমাইবার পর কালিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

(১৬) নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ যিলার

বিভিন্ন গ্রাম হইতে মুছলমানদের ধান, চাউল, কলাই, খড়, গরু, ছাগল ও মাছ প্রভৃতি লুট করা হইয়াছে। অনেক লোক রিক্ত হস্তে শুধু প্রাণ লইয়া পাকিস্তানে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(১৭) আসাম প্রদেশকে মুছলিমশূন্য করার জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে। ইমিগ্রেন্ট অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিয়া মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করার পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

(১৮) কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের সীমান্তেও একই খেলা চলিয়াছে জবরদস্তি মুছলমানদের ঘরবাড়ী বেপরোয়াভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ কর্ত্তৃক দখল করা হইয়াছে।

(১৯) পাকিস্তান হইতে যেসকল ব্যক্তি আত্মীয়, বন্ধু বা ভক্ত ও শিষ্যগণের সহিত হিন্দুস্থানে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনর্থক হয়রান করা হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকের জিনিষপত্র লুঠ করা হইয়াছে। বে-আইনী ভাবে তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি আজপর্য্যন্ত আটক হইয়া আছেন।

(২০) হিন্দুস্থানের অভ্যন্তর ভাগের মুছলমানগণের জীবনও অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশের ফয়েজাবাদ হইতে সতেরটী পরিবারের বাহাত্তর জন লোক সম্প্রতি ঢাকায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

পশ্চিম বাঙ্গালায় কমিউনিস্ট অভিযান :—

পশ্চিম বাঙ্গালার অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং ব্যাপক দুঃখ দুর্দ্দশার ফলে জনমণ্ডলীর মনে যে গভীর অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কমিউনিষ্ট আন্দোলন উক্ত প্রদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং উক্ত আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনবিক্ষোভ, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নানাবিধ উপদ্রবের দরুণ পশ্চিম বাঙ্গালার সরকার বিব্রত হইয়া পড়েন। উল্লিখিত সমস্যার সমাধান কল্পে :—

(২) জানুয়ারীর মধ্যভাগে সর্দ্দার প্যাটেল কলিকাতায় আগমন করেন। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইবার সনাতন রীতি অনুসারে দেশের আভ্যন্তরীণ দুঃখ দুর্দ্দশা ও অভাব অভিযোগ হইতে দৃষ্টি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের মোড় ঘুরাইয়া দিবার মৎলবে সর্দ্দার মহাশয় কলিকাতার সভায় নিতান্ত অহেতুক ভাবে মুছলিমলীগের ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন, নওয়াখালি হাঙ্গামা এবং বাঙ্গালা বিভাগের পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া কলহ, জাতি বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফাছদের দুষ্ট মনোবৃত্তিকে সজীব ও চাঙ্গা করিয়া তোলেন। তিনি সাংবাদিকগণের এক সভায় পশ্চিম বাঙ্গালার অর্থ সঙ্কট, জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা, জনবিক্ষোভ এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ এবং দৈনন্দিন দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি ব্যাপার হইতে জনসাধারণের মনোযোগ ও দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্য পথে পরিচালিত করার ইঙ্গিত প্রদান করেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে কয়েকটী দুর্ঘটনা :

ইতাবসরে দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বাঙ্গালা বিভাগের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্ববাঙ্গালার কতিপয় স্থানে কমিউনিষ্ট তৎপরতার ঘাঁটি বিদ্যমান ছিল। খুলনা যিলার বাগেরহাট মহকুমার কালশিরা গ্রাম এবং রাজশাহী সদরের নাচোল তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করার প্রচেষ্টায় পুলিশের সহিত উল্লিখিত গ্রামসমূহের নমঃশূদ্রদের সংঘর্ষ বাধে এবং তাহার ফলে কয়েকজন উভয় পক্ষে হতাহত হয়। এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার নযির পশ্চিম বাঙ্গালাতেও ভূরিভূরি পাওয়া যাইবে। পাবনা টাউনের একটী ঘটনার বিবরণ এই যে, জনৈক প্রাপ্তবয়স্কা হিন্দুনারী স্বেচ্ছায় ইছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া অনুমতি লাভ করে, কিন্তু যিলা-ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অনুমতি বাতিল করিয়া মেয়েটীকে হিন্দুদের হস্তে সমর্পণ করেন এবং জনৈক হিন্দু যুবকের সহিত তাহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য টাকাকড়ি ও কাপড় প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিয়া বদান্যতা ও পরম

নিরপেক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁহার ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া স্থানীয় কতিপয় হিন্দু, যাহাদের মধ্যে পাকিস্তান সরকারের একজন কর্ম্মচারীও ছিল, মেয়েটীকে কলিকাতায় লইয়া যায় এবং শোভাযাত্রা করিয়া পূর্ব্বপাকিস্তানের মুছলমানদের পৈশাচিকতা ও বর্ব্বরতা ঢাকে ঢোলে বিঘোষিত করে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যে সকল লোক অধিকতর সুবিধা উপভোগের আশায় অথবা বিজয়ীবেশে পূর্ব্বপাকিস্তানে প্রত্যাগত হইবার ভরসায়, কিংবা আইন ও শৃঙ্খলাকে ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম-বাঙ্গালায় চলিয়াগিয়াছে, তাহারা এবং পূর্ব্বপাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, হিন্দু-মহাসভা ও কংগ্রেসের যে সকল চর ও অনুচর রহিয়াছে তাহারা পশ্চিম বাঙ্গালায় গমন করিয়া অথবা মাঝে মাঝে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বপাকিস্তানে হিন্দুদের প্রতি অনুষ্ঠিত কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত অত্যাচার কাহিনী প্রচার করে এবং হিন্দু জনসাধারণকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত ও প্ররোচিত করিতে থাকে; কোন কোনস্থানে মুছলমানের রক্ত এবং নেতাদের মাথা দাবী-করিয়া প্রচার ও প্রাচীর-পত্র বিতরিত হয়।

পাকিস্তানি হিন্দু নেতাদের আচরণের একটী সাধারণ নমুনা এইযে, ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্যবস্থাপরিষদের বিরোধীদল রাজশাহী ও খুলনার ঘটনা আলোচনা করার জন্য একটী মূলতবি প্রস্তাব দাবী করেন। তদন্তাধীন ঘটনার আলোচনার জন্য স্পীকার অনুমতি প্রদান না করায় বিরোধীদল পরিষদ বয়কট করার হুমকি দেখাইয়া পরিষদকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান। পরদিন বহু সদস্যের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্পীকার বিরোধী দলপতিকে একটী বিবৃতি পাঠ করার অনুমতি দেন। উক্ত বিবৃতিতে খুলনা ও রাজশাহীর ঘটনা সমূহের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত সংবাদ উল্লেখ করিয়া সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষায় পূর্ব্বপাকিস্তান সরকারের অসামর্থ্যের অভিযোগ আনা হয় এবং তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করিয়া উক্ত বিবৃতি মুদ্রিত হয় এবং পরিস্থিতিকে অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ করার পক্ষে উহা সহায়তা করে।

পশ্চিম বাঙ্গালার সাংবাদিকগণ সর্দ্দার প্যাটেলের উল্লিখিত ইঙ্গিত অনুসারে এইভাবে তিলকে তাল করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানে হিন্দুপীড়নের কাহিনীকে বড় বড় শিরোনামায় ও উত্তেজক ভাষায় ছাপাইয়া আসিতেছেন। সর্দ্দার প্যাটেল পরিচালিত 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' উক্ত মিথ্যা ও—অপপ্রচারণার তেজারতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও হিন্দুমহাসভা বক্তৃতামঞ্চ ও প্রচার পত্রের সাহায্যে হিন্দুজনমণ্ডলীকে প্রতিশোধগ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিয়াছে এবং করিতেছে।

পরিণাম :

উল্লিখিত কারণ-পরম্পরার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্নস্থানে হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ, সম্পত্তিলুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ও ডাকাতির দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া যায়। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের বিবৃতি অনুসারে,—

২৪ শে জানুয়ারী—বহরমপুর গোরাবাজারে,
২৫ „ „ —দমদম ও ফরাস ডাঙ্গায়,
২৬ „ „ —উল্টাডাঙ্গা ও বেলডাঙ্গায়,
২৭ „ „ —বহরমপুরে,
২৮ „ „ —কলিকাতার মুচিপাড়া ও খিদিরপুর ইলাকায়,
৩০ „ „ —রাত্রিকালে মুর্শিদাবাদ—যিলার পল্লী অঞ্চলে,
৪ ঠা ফেব্রুয়ারী —টাটা নগরে,

৪ঠা ও ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কলিকাতা সহরের চিৎপুর, মানিকতলা, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোড প্রভৃতি স্থানে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী আসামের করিমগঞ্জে এবং নদীয়া যিলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ও বিক্ষিপ্ত ভাবে হাঙ্গামা চলিতে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নির্দ্দেশমত এই সকল দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করার কার্য্যে আমরা আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিতেছি।

পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে বিপন্ন ও বাস্তুহারা মুছলমানগণের একটী ক্ষুদ্রতম অংশ অতিকষ্টে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে পলাইয়া আসে এবং উক্ত প্রদেশের ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ব্ব পাকিস্তানেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়া যায়। ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায়, ১৩ই ফেব্রুয়ারী বরিশালে, ১৩ই ও ১৬ই চট্টগ্রামে এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী শ্রীহট্টে উপদ্রব সংঘটিত হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকার দাঙ্গার সূচনাতেই—প্রত্যেক যিলায় ১৪৪ ধারা এবং উপদ্রুত অঞ্চলে সান্ধ্যআইন প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সভাসমিতি মিছিল ও উত্তেজনামূলক প্রচারণা বন্ধ করিয়াদিয়াছেন। কলিকাতা হইতে দৈনিক বহু সংখ্যক বিমান ঢাকায় প্রেরণ করিয়া কয়েক সহস্র হিন্দুকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বর্ণনায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে,

সংখ্যালঘুদলের যাঁহারা পশ্চিম বাঙ্গালায় যাইতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকে যাইতে দেওয়া হইবে।

পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতি :—

উভয় বাঙ্গালার অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসার পর বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল ভারত পার্লামেণ্টে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সমস্ত দোষ পাকিস্তান সরকারের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন এবং আপন দেশের নাগরিকদিগকে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম বলিয়া পাকিস্তান সরকারকে অভিযুক্ত করেন এবং দাঙ্গার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের একান্ত অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাঙ্গালার হতাহত ও সর্ব্বস্বান্তদের সংখ্যা অতিশয় তুচ্ছভাবে উল্লেখ করেন। এবং ভারত সরকারের প্রস্তাব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে তিনি ভিন্নপন্থা অবলম্বনের হুমকিও প্রদর্শন করেন।

উল্লিখিত বিবৃতির পর দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার অবস্থা জটিলাকার ধারণ করিয়াছে এবং শান্তির যে বাতাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা পুনরায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে ইহাও জানা যাইতেছে যে, পশ্চিম বাঙ্গালার সীমান্তে দৈনিক গাড়ী বোঝাই করিয়া বহু সৈন্য আমদানি করা হইতেছে এবং পরিখা খননের কার্য্যও চলিতেছে।

ইতি কর্ত্তব্য কি ?

হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতির মোটামুটি বিবরণ আমরা একটু সবিস্তার আলোচনা করিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমুদয় অবস্থা একত্রিত ভাবে যাহাতে দর্শন ও উপলব্ধি করার সুযোগ পান, সেই জন্যই আমরা বহু কাগজ পত্র ঘাঁটিয়া তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। স্বাভাবিক ভাবে দুইটী প্রশ্ন যুগপৎ ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম, হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ ; দ্বিতীয় উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যলঘুদের ভবিষ্যৎ।

সকল অবস্থা জানিয়া শুনিয়া এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, হিন্দুস্থানের অধিকাংশ লোক পাকিস্তানের অস্তিত্বকে সহ্য ও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, অন্ততঃ ইহাকে বিজাতীয় শত্রুরাজ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন। ভারত রাষ্ট্রকে যদি অন্তরবিপ্লবের আশঙ্কায় বিব্রত থাকিতে না হইত, তাহা হইলে আপন শক্তির অহমিকায় হিন্দুস্থান পূর্ব্ব পাকিস্তানের সহিত তরবারীর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে এতদিন দ্বিধাবোধ করিতনা, কিন্তু আভ্যন্তরীণ অসুবিধার জন্য আপাততঃ অর্থনৈতিক এবং অন্যবিধ যুদ্ধের সাহায্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে পরাভূত করার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থানও হিন্দুস্থানের পক্ষে যুদ্ধের কথা উচ্চারণ করার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। হিন্দুস্থানের পাকিস্তান বিদ্বেষ এবং যুদ্ধবাতিকের প্রতিষেধক রূপে যাঁহারা খোশামদ ও—তোয়াজ করার রীতি অবলম্বন করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমান্ধ এবং তাঁহাদের পরিগৃহীত নীতি অতিশয় বিপজ্জনক। শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং স্বোপার্জ্জিত শক্তির সাহায্যেই পূর্ব্বপাকিস্তান হিন্দুস্থানের যুদ্ধ-পিপসা ও পাকিস্তান-বিদ্বেষ প্রশমিত করিতে সমর্থ! পূর্ব্ব পাকিস্তানের চারকোটী মুছলমান আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্ব্বার আকাঙ্খা লইয়া যদি গাত্রোত্থান করেন, তাহা হইলে কেবল পূর্ব্বপাকিস্তানকেই রক্ষা করা হইবেনা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাবও চিরতরে সমাধিস্থ হইবে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, পূর্ব্বপাকিস্তান সরকার এবং জনমণ্ডলী আত্ম-চেতনা ও আত্ম নির্ভর-শীলতার অনুপ্রেরণায় আজো উদ্দীপিত হইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আত্মপ্রতারণার সকল দুর্ব্বলতাকে—পদাঘাত করিয়া শক্তিসঞ্চয়ের সাধনায় ব্রতী হওয়াই আজকার প্রধানতম কর্ত্তব্য। অপরের রাজ্য আক্রমণ করা আমাদের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু সংখ্যা ও শক্তির উন্মত্ততায় যাহারা অপরের শান্তি ও অধিকারে বাধা দিতে সমুৎসুক তাহাদের নিকট নতিস্বীকার করাও ইছলামের রীতি নয়। পশ্চিম পাকিস্তান এমন কি পূর্ব্বপাকিস্তানের গভর্ণমেণ্টও যদি এই দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বপাকিস্তানের জনগণকেই এই গুরুভার বহন—করিতে হইবে, তাঁহাদিগকেই পূর্ব্বপাকিস্তানকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে এবং এই সাধনায় আল্লাহর সাহায্য ও রহমৎ তাঁহাদের সহায় হইবে!

فهل من مدكر ؟

পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রথমে উভয়ের অবস্থাবৈষম্য লক্ষ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এক নিশ্বাসে উভয়কে সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা সুলভ উদারতার অভিব্যক্তি হইতে পারে বটে কিন্তু সত্য উক্তি নয়। পাকিস্তানের হিন্দু অধিবাসীরা পাকিস্তান আন্দোলনে কোন সময়েই

যোগদান করেনাই, কিন্তু হিন্দুস্থানের মুছলিম অধিবাসীবৃন্দ পাকিস্থানিদের চাইতে অধিকতর যোরের সহিত পাকিস্তান কায়েম করার দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিল তাহাদের দাবী গ্রাহ্য হওয়ার পর তাহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহারা তখন চিন্তা করিয়া দেখেনাই, অথবা পাকিস্তান আন্দোলনের নায়কগণ তাহাদিগকে যে একান্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিবেন না, সে বিশ্বাস তাহাদের ছিল। হিন্দুজাতীয়তা যে পরমত অসহিষ্ণুতা, জাতিবিদ্বেষ ও ছুঁৎমার্গের উপাদানে গঠিত, তাহা ইতিহাস-বিশ্রুত এবং সুযোগমত তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই একজাতীয়তার প্রতিবাদ ও পাকিস্তান দাবীর সূত্রপাত হইয়াছিল। পাকিস্তানের জন্যই যে হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিশ্চিহ্ন করার আয়োজন চলিতেছে, তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে আকবরের সময় পর্য্যন্ত যে মনোভাবের বশীভূত হইয়া বিধর্ম্মীদের উৎসাদনকল্পে হিন্দুরা বদ্ধপরিকর থাকিতেন, সহস্র বৎসর পরেও তাহা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। হিন্দুজাতীয়তার প্রধানতম মুছলিম সমর্থক মওলানা আবুল কালাম আযাদকেও এবারকার দাঙ্গা ব্যাপারে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, "দাঙ্গার আসল কারণ এইযে, বর্ত্তমান শান্তিভঙ্গের জন্য যাহারা দায়ী, তাহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় হইতেছে মুছলমানদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টিকরা, যাহাতে তাহারা নিজেদের ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।" ভারতীয় মুছলমানদিগকে এরূপ পরিবেশের ভিতর ছাড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে আপন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও আপনাপন গৃহে তিষ্ঠিয়া থাকার উপদেশ বিতরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা চরম বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিবাসী বিনিময়ের প্রশ্ন যে খুব জটিল, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, ইহার সফলতা সম্পর্কে আমরা স্বয়ং সন্দিহান ছিলাম, কিন্তু অবস্থার পুনঃ পুনঃ তাকিদে আমরা আজ এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছি যে, অসুবিধা, ক্ষতি ও ত্যাগস্বীকারের মাত্রা যতই অধিক হউক না কেন, অধিবাসী বিনিময়ের কার্য্যকে সম্ভাব্য ও সুসাধ্য করিয়া তুলিতেই হইবে।

— والله المستعان، وعليه التكلان

নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছ।

[তর্জুমানের পৃষ্ঠায় ২২শে সেপ্টেম্বর,—৫ই আশ্বিন তারিখে অনুষ্ঠিত কার্য্যকরী সংসদের অধিবেশন পর্য্যন্ত জমঈয়তের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২৯শে মাঘ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

দুইটী শোক সভা :—

আল্লামা ও মুহাদ্দিছ আল্‌হাজ, মওলানা হাফিয মোহাম্মদ আবুল কাছেম বেনারসী ছাহেবের ইন্তিকালে ১৬ই অগ্রহায়ণ বেলা চার ঘটিকায় জমঈয়তের স্থায়ী প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে এবং জমঈতে উলমায়ে ইছ্‌লামের সভাপতি আল্লামা শব্বির আহ্‌মদ উছমানি, কলিকাতার প্রাক্তন আঞ্জুমানে আহ্‌লেহাদিছের সেক্রেটারী আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল লতিফ, এবং করাচীর নিকট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত পাকিস্তানের সেনাপতিদ্বয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব-মুছলিম অর্থনৈতিক সম্মেলনের কতিপয় প্রতিনিধি ও অপরাপর ব্যক্তিবৃন্দের মৃত্যুতে ৫ই পৌষ তারিখের অপরাহ্নে জমঈয়তের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ও আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাব্‌লিশিং হাউসের ম্যানেজার মওলানা মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী ছাহেবের সভাপতিত্বে জমঈয়তের দফ্‌তর সন্নিহিত পাবনা আহ্‌লেহাদিছ জামে মছ্‌জিদে দুইটী শোক সভার অধিবেশন হয় এবং মরহুমিনের কর্ম্মজীবনের আলোচনান্তে তাঁহাদের আত্মার মুক্তি ও উন্নতির জন্য দোআ ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জমঈয়তের যরুরি সভা :—

৫ই ফাল্গুন বেলা ৪ ঘটিকা হইতে জামে মছ্‌জিদে স্থায়ী প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদিছের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা ও আসামের বিভিন্ন যিলা হইতে কার্য্যকরী সংসদের ৮ জন, সাধারণ সভার ১৯ জন এবং লোকাল অর্গানাইজিং কমিটীর ১৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সিরাজগঞ্জ মহকুমা ও রাজসাহী যিলার কতিপয় উৎসাহী কর্ম্মী সভায় যোগদান করেন। রঙ্গপুর, রাজসাহী ময়মনসিংহ ও ঢাকা যিলার কতিপয় সভ্য সভায় উপস্থিত হইতে নাপারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। মওলানা আবদুল আযিয আযিমুদ্দীন আল্‌আয্‌হারি ছাহেব কর্ত্তৃক কোরআন মজিদ তেলাওয়াৎ অন্তে সভাপতি ছাহেব কর্ত্তৃক সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সভার কার্য্যাবলীর অনুমোদনের পর জমঈয়তের সেক্রেটারী মওলবী আবদুর রহমান বি, এ-বি,টি আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। অতঃপর আল্‌হাদিছ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের হিসাব পঠিত হয়। উভয় হিসাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর

সভাপতি ছাহেব হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, বর্ত্তমানে জম্‌ঈয়ত ও প্রেসের মাসিক চল্‌তি আয়ের তুলনায় চল্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী এবং ঘাটতির প্রতিকার করিতে না পারিলে জম্‌ঈয়ৎ ও আন্দোলনের মুখপত্র 'তর্জুমানুলহাদিছের পরিচালনা সহজ সাধ্য হইবে না। অতঃপর স্থিরীকৃত হয় যে, জম্‌ঈয়তের সভ্যগণ সকলেই শাখা জম্‌ঈয়ৎ ও ইলাকা জম্‌ঈয়ৎ গঠনকল্পে এবং তর্জুমানের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইবেন।

জম্‌য়ঈতের সভাপতি এবং তর্জুমান-সম্পাদকের ক্রমবর্দ্ধমান অসুস্থতার জন্য তিনি পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করায় এবং সুদীর্ঘ আলোচনার পরও নির্দ্দিষ্ট কিছু মীমাংসিত না হওয়ায় অবশেষে সভাপতি ছাহেবেকে তাঁহার বিবেচনামত বিহিত ব্যবস্থা—অবলম্বন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

পঞ্চম প্রস্তাবে জম্‌ঈয়তের সেক্রেঃ মওঃ আবদুর রহমান ছাহেবের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৫০ সনের জানুয়ারী হইতে তাঁহাকে মাসিক ১৭৫৲ একশত পঁচাত্তর টাকা হিসাবে বেতন দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কর্ম্মী ও প্রচারকগণের কার্য্যাবলী :—

জম্‌ঈয়তের প্রেসিডেন্টের পক্ষে তাঁহার শারীরিক অবস্থার অবনতির জন্য মফঃস্বলের কোন স্থানে গমন করা সম্ভবপর হয় নাই। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ভাবে তর্জুমানুল্‌ হাদিছের সম্পাদকতার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন

ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী ছাহেব প্রেস ও তর্জুমানের ম্যানেজিং বিভাগের কার্য্য এযাবৎ অবৈতনিক ভাবেই চালাইয়া আসিতেছিলেন। মুর্শিদাবাদের গোলযোগের জন্য তিনি ৩রা জানুয়ারী বাড়ী চলিয়া যান এবং পহেলা মার্চ্চ তারিখে পরিবারবর্গ সহ পাবনায় ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সভাপতির অবিরাম রোগাবস্থা এবং ম্যানেজার ছাহেবের অনুপস্থিতি নিবন্ধন প্রেস, জম্‌ঈয়ৎ ও তর্জুমানের কার্য্যের চাপে সেক্রেটারী ছাহেব বাহিরের ছফরে যাইতে পারেন নাই। তথাপি কুষ্টিয়ার কুমারখালি ও ময়মনসিংহের জামালপুর অঞ্চল হইতে পত্রিকার কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রথম মুবাল্লেগ মওলানা আবদুল হক হক্কানি ছাহেবকে লোকাভাব ও দেশের ব্যাপক অর্থাভাবের জন্য দফ্‌তরের কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে। তথাপি ঢাকার ছফরে তিনি জম্‌ঈয়তের প্রচার ও পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মুবাল্লেগ মওলানা আবু ছাঈদ মোহাম্মদ ছাহেব রাজশাহী জিলার বিভিন্ন ইলাকায় ট্রেনে ৯০, নৌকায় ২৯ টম্‌টমে ৩২, গোযানে ৮ এবং পদব্রজে ২০৩ মোট ৩৬২ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় ৮০টি গ্রাম পরিদর্শন করেন। ব্যাপক-আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তিনি ৫৪টী গ্রাম হইতে মাত্র দুইশত আটচল্লিশ টাকা তিন আনা জম্‌ঈয়তের জন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, পনেরটী শাখা জম্‌ঈয়ৎ গঠন করেন এবং পত্রিকার গ্রাহকও সংগ্রহ করিতে থাকেন।

তৃতীয় মুবাল্লেগ মওলানা যিল্লুররহমান আন্‌ছারী পাবনা সহর ও উপকণ্ঠে সংগঠন ও আদায় কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য সময়ের ভিতর কোরবানি ও মাসিক চাঁদা প্রভৃতির দরুণ মোট চারিশত তেত্রিশ টাকা চৌদ্দ আনা এবং পত্রিকার কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন।

চতুর্থ মুবাল্লেগ মওলানা আবদুল আযিয ছাহেবের বিস্তারিত কর্ম্মতৎপরতার রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই। তিনি আলোচ্য সময়ের মধ্যে মাত্র চল্লিশ টাকা সদর দফ্‌তরে পাঠাইয়াছেন এবং তর্জুমানের কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করিয়াছেন।

শাখা জম্‌ঈয়ৎ :

এ পর্য্যন্ত মোট ২৭৬টী শাখা জম্‌ঈয়ৎ, দশটী ইলাকা জম্‌ঈয়ত ও একটী অস্থায়ী যিলা জম্‌ঈয়ৎ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে বগুড়ায় ৪৮, ময়মনসিংহে ৩৫, রংপুরে ৩৬, কামরূপে ২০, পাবনায় ৪৯, রাজশাহীতে ৪৮, ঢাকায় ১৫, দিনাজপুরে ১০, ফরিদপুরে ১০, কাছাড়ে ৩ ও খুলনায় দুইটী শাখা জম্‌ঈয়ৎ এবং ময়মনসিংহে ৪, রংপুরে ১, কামরূপে ৪ ও পাবনায় ১টী ইলাকা জম্‌ঈয়ৎ এবং ত্রিপুরায় একটী অস্থায়ী যিলা জম্‌ঈয়ৎ গঠিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শাখা, ইলাকা ও যিলা জম্‌ঈয়তের কর্ম্মীগণ নিয়মপ্রতিপালন এবং সকল সময়ে কেন্দ্রীয় জম্‌ঈয়তের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন না। উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলীর সহিত সমতা রক্ষা করিয়া না চলিলে কোন প্রতিষ্ঠানেরই সার্থকতা থাকেনা। আশাকরি কর্ম্মীগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং তাঁহাদের তৎপরতার বিবরণী সদর দফ্‌তরে পাঠাইবেন।

হিসাবের বিবরণ ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তর্জুমানের—আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। স্থানাভাব বশতঃ এ সংখ্যায় প্রকাশকরা সম্ভবপর হইলনা।

Contents

আদেল বস্ত্রালয়

স্ট্র্যাণ্ডরোড, পাবনা।

প্রসিদ্ধ পাইকারী থান ও কাটা কাপড় বিক্রেতা।

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের জন্য—

হাল ফ্যাশনের শাড়ী, আধুনিক ডিজাইনের হরেক রকম কাটা কাপড়, তৈয়ারী পোষাক প্রভৃতির বিপুল সংগ্রহ।

আমরা উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের বিরাট অভাব পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

[অর্ডারের সঙ্গে অগ্রিম সিকি টাকা পাঠাইলে ভি, পিতে মাল পাঠান হয়]

আজাদ ষ্টোর্স।

স্ট্র্যাণ্ডরোড, পাবনা।

আধুনিক রুচি সম্মত সর্ব্বপ্রকার ষ্টেশনারী ও মনোহারী দ্রব্য বিক্রেতা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ছাত্র চাই! ছাত্র চাই!!

পাবনা যিলার অন্তর্গত কামারখন্দ মাদ্‌রাছায়ে আলিয়া মোহাম্মদীয়া।

সুদক্ষ মোদারেছ দ্বারা মাদ্‌রাছা পরিচালিত হয়। আলেম পর্য্যন্ত অনুমোদিত। পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। কোন ছাত্রের বেতন লাগেনা। অধিকন্তু প্রত্যেককে জায়গীর দেওয়া হয়। স্থান স্বাস্থ্যকর। সিরাজগঞ্জ লাইনে জামতৈল রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় মাদ্‌রাছার সহিত সংলগ্ন।

ছাখাওয়াৎ হুছেন তালুকদার, সেক্রেটারী।
পোঃ বৈদ্যজামতৈল : যিঃ পাবনা।

তর্জ্জমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লে হাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র

সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী।

প্রকৃত ইছলামি ভাবধারার সাহিত্যিকগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট।

নিয়মাবলী

১। তর্জ্জমানুল হাদিছ প্রতি চান্দ্রমাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়.

২। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬॥০, ভি. পিতে ৬৵০।

৩। গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে এবং রিপ্লাই কার্ড, বা ডাক টিকেট না পাঠাইলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না।

৫। গ্রাহকগণকে বৎসরের প্রথম মাস হইতে কাগজ লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

৬। শরিআৎ বিগর্হিত কোন বিষয় বা বস্তুর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে না।

৭। কভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা— মাসিক ১০০৲
" " " পৃষ্ঠার অৰ্দ্ধেক " ৬০৲
" " " পৃষ্ঠার চতুর্থাংশ " ৩৫৲
" চতুর্থ পৃষ্ঠা মাসিক ১২৫৲
" " পৃষ্ঠার অৰ্দ্ধেক " ৭০৲
" " " একচতুর্থাংশ " ৪০৲
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা—— মাসিক—— ৬৪৲
" এক কলাম—— " —— ৩৫৲
" অৰ্দ্ধ " —— " —— ২০৲
" প্রতি বর্গ ইঞ্চি " —— ২৷৷০

৮। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম জমা দিতে হইবে।

৯। মনি অর্ডার, ভিঃ পিঃ ও বিজ্ঞাপনের অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে।

লেখকগণের জ্ঞাতব্য

১০। তর্জ্জমানুল হাদিছের অবলম্বিত নীতির প্রতিকূল প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

১১। তর্জ্জমানে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ ও আলোচনা গৃহীত হইবে।

১২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক।

১৩। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতা ফেরৎ লইতে হইলে রেজেষ্টারী খরচের ডাক টিকিট পাঠাইতে হইবে।

১৪। পরিশ্রমের সহিত লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য প্রতি কলাম তিন টাকা হিসাবে ওযিফা দেওয়া হইবে।

১৫। সকল প্রকার রচনা সম্বন্ধে সম্পাদকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

১৬। প্রবন্ধ ও রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত—

ম্যানেজার,

আলহাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস।

পোঃ ও যিলা পাবনা, পাক-বাঙ্গালা

আল্ হাদিছ পাবলিশিং হাউস

কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তিকা

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী প্রণীত

১। বাঙ্গলা ভাষায় কোর্‌আনি রাজনীতির শ্রেষ্ঠ অবদান

ইছলামি শাসনতন্ত্রের সুত্র।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

২। ইছলামের মূলমন্ত্র কালেমায় তৈয়েবার বিস্তৃত কোর্‌আনি ব্যাখ্যা। ইছলামি আকিদা, আদর্শ ও কর্মযোগের বিশ্লেষণ—

কলেমায় তৈয়েবা।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

৩। মওলানা আবু সাইদ মোহাম্মদ কৃত—
মুছলিম সমাজে প্রচলিত কবর পূজার খণ্ডন ও যিয়ারতে কবুরের মছনুন তরিকার বর্ণনা—

গোর যিয়ারৎ।

মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ম্যানেজার,

আল্ হাদিছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস

পাবনা, পাক-বাঙ্গালা।

—০:০—

Printed & Published by M . A . Kafee al Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of All Bengal & Assam Jamiati Ahli Hadeeth , Pabna, Pak-Bengal.